প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা

২য় শস্য বহুমুখীকরণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৪
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জুন ২০২০

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা

২য় শস্য বহুমুখীকরণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৪
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জুন ২০২০

সূচিপত্র

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ ..... **i**
শব্দ সংক্ষেপ ..... **iii**

প্রথম অধ্যায়: প্রকল্পের বিবরণ **১**
১.১ প্রকল্পের পটভূমি ১
১.২ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ১
১.৩ প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ২
১.৪ প্রকল্পের অনুমোদন, সংশোধন ও মেয়াদ বৃদ্ধি ২
১.৫ প্রকল্পের অর্থায়নের অবস্থা ৩
১.৬ প্রকল্পের প্রধান প্রধান কাজসমূহ ৪
১.৭ প্রকল্পের অংগভিত্তিক কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ৫
১.৮ প্রকল্পের সরঞ্জামাদি ও যানবাহন ক্রয় পরিকল্পনা ৭
১.৯ প্রকল্পের অর্থ-বছর ভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা ৮
১.১০ অডিট কার্যক্রম (পিসিআর অনুযায়ী) ৮
১.১১ প্রকল্পের অপারেশন এ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম ৯

দ্বিতীয় অধ্যায়: প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার কার্যপদ্ধতি (মেথডলজি) **১০**
২.১ প্রভাব মূল্যায়ন সামীক্ষার কার্যক্রমের আওতায় পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিধি (TOR) ১০
২.২ প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার উদ্দেশ্য ১০
২.৩ প্রস্তাবিত প্রভাব মূল্যায়ন পদ্ধতি ১১
২.৪ প্রভাব মূল্যায়ণ সমীক্ষার ধারণাগত কাঠামো ১১
২.৫ নমুনা চয়ন ১৩
২.৫.১ নমুনা নির্বাচন পদ্ধতি ১৩
২.৫.২ নমুনা আকারের সার-সংক্ষেপ ও বিভাজন ১৩
২.৫.৩ নমুনা নকশা ১৪
২.৫.৪ নমুনা এলাকা ১৫
২.৬ সমীক্ষার নির্দেশক/সূচকসমূহ ১৭
২.৭ উপাত্ত সংগ্রহের সরঞ্জাম বা প্রশ্নপত্র তৈরি ১৯
২.৮ প্রাথমিক পরিদর্শন ১৯
২.৯ মাঠ কর্মী নিয়োগ, পরিচিতি ও প্রশিক্ষণ ১৯
২.১০ তথ্য সংগ্রহ ২০
২.১১ তত্ত্বাবধান ও মান নিয়ন্ত্রণ ২০
২.১২ তথ্য প্রক্রিয়াকরণ, একত্রীকরণ ও বিশ্লেষণ ২০
২.১৩ সমীক্ষার প্রতিবেদন ২১
২.১৪ প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার কার্য সম্পাদনের ধাপ ২১
২.১৫ প্রভাব মূল্যায়ন কর্মপরিকল্পনা ২২
২.১৬ স্টাফিং সিডিউল ২২

তৃতীয় অধ্যায়: প্রকল্পর বাস্তবায়ন ও ফলাফল পর্যালোচনা **২৬**
৩.১ প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল ২৬
৩.২ প্রকল্প ব্যয়: অনুমোদিত ও প্রকৃত ব্যয় ২৬
৩.৩ প্রকল্পের প্রধান প্রধান ভৌত কার্যক্রমের প্রকৃত অগ্রগতি ২৭

৩.৪ প্রকল্পের সার্বিক ও অঙ্গভিত্তিক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন অগ্রগতি: বাস্তব ও আর্থিক ২৯
৩.৬ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ৩৭
৩.৬.১ প্রকল্প পরিচালক ও জনবল নিয়োগ ৩৭
৩.৬.২ প্রকল্পের পরামর্শক ৩৮
৩.৭ প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন (তথ্যসুত্র: পিসিআর) ৩৯
৩.৮ ২য় শস্য বহুমুখীকরণ প্রকল্পের প্রভাব ৪২
৩.৮.১ পিসিআর অনুযায়ী সরাসরি প্রভাব (ডাইরেক্ট ইম্প্যাক্ট) ৪২
৩.৮.২ পিসিআর অনুযায়ী প্রভাব (ইনডাইরেক্ট ইম্প্যাক্ট) ৪৪
৩.৯ প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রমের ফলাফল (Impact study results) ৪৫
৩.৯.১ কৃষকের ধরণ ৪৫
৩.৯.২ ফসল বহুমুখীকরণ, জমি ব্যবহার, ফসলের নিবিড়তা এবং আয়ের উপর প্রভাব ৪৭
৩.৯.৩ উচ্চমূল্যের ফসলের বাজার মূল্য সম্পর্কে কৃষকের মতামত এবং OFSSI কে কার্যকরী করা ৫১
৩.৯.৪ প্রদর্শনী প্লট স্থাপন, প্রযুক্তি হস্তান্তরের ওপর প্রশিক্ষণ, মাঠদিবস এবং মোটিভেশনাল ট্যুরের প্রভাব ৫১
৩.৯.৫ ফসলের সংগ্রহোত্তর ক্ষতি হ্রাসে এসসিডিপি কার্যক্রমের প্রভাব ৫৩
৩.৯.৬ এইচভিসি সম্প্রসারণে ঋণের প্রভাব ৫৪
৩.৯.৭ এসসিডিপি কৃষকদের খাদ্য গ্রহণ, পুষ্টি, নারীর অধিকার এবং জীবিকার উপর প্রভাব ৫৪
৩.৯.৮ এসসিডিপির মাধ্যমে বাণিজ্যিক কৃষিতে মহিলাদের অংশগ্রহণ ৫৫
৩.৯.৯ উচ্চমূল্যের ফসল উৎপাদনের জন্য চ্যালেঞ্জ এবং কৃষকদের পরামর্শ ৫৬
৩.১০ এসসিডিপি এর যানবাহন ও যন্ত্রপাতির বর্তমান অবস্থা ৫৭
৩.১১ এফজিডিতে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ ৫৮
৩.১২ কেআইআই ও পরামর্শ সভা থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ ৬১
৩.১২.১ উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার সাথে কেআইআই - এর মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফল বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা ৬১
৩.১২.২ এনজিও কর্মকর্তার সাথে কেআইআই - এর মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফল পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ ৬৪
৩.১৩ কেইস স্টাডি (succss story) ৬৫
৩.১৪ প্রকল্পের তথ্য প্রযুক্তি কার্যক্রম ৬৬
৩.১৫ প্রকল্পের সাসটেইনেবিলিটি ৬৬

চতুর্থ অধ্যায়: SWOT বিশ্লেষণ ৬৭
৪.১ সবল দিক (Strength) ৬৭
৪.২ দুর্বল দিক (Weakness) ৬৭
৪.৩ সুযোগ (Opportunity) ৬৮
৪.৪ ঝুঁকি (Threat) ৬৮

পঞ্চম অধ্যায়: সার্বিক পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা ৬৯

ষষ্ঠ অধ্যায়: সুপারিশমালা ৭০

সংযুক্তিসমূহ:
সংযুক্তি ১: প্রশ্নপত্র ও চেকলিস্ট ৭২
সংযুক্তি ২: পরামর্শক ও সাপোর্ট স্টাফের তালিকা ১০০
সংযুক্তি ৩: কৃষকের সফলতার গল্প (Success Story) ১০১
সংযুক্তি ৪: যানবাহন ও যন্ত্রপাতি বরাদ্দের তালিকা ১০৭

সারণীর তালিকাঃ

সারণী ১ : প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ২
সারণী ২: প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (মূল ও সংশোধিত বরাদ্দ) ৪
সারণী ৩: সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী অঙ্গভিত্তিক কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ৫
সারণী ৪: প্রকল্পের বিভিন্ন সরঞ্জামাদি, যানবাহন ও কার্যাদি ক্রয়ের জন্য নির্ধারিত ক্রয় পদ্ধতি ৭
সারণী ৫: অর্থ-বছর অনুযায়ী মূল এবং সংশোধিত আর্থিক এবং ভৌত কর্ম পরিকল্পনা ৮
সারণী ৬: নমুনার আকারের সার-সংক্ষেপ ও বিভাজন ১৪
সারণী ৭: জেলা ও উপজেলা অনুযায়ী নির্বাচিত নমুনা এলাকা ১৫
সারণী ৮: প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার সূচকসমুহ ১৭
সারণী ৯: প্রকল্প বাস্তবায়নকাল: মূল, সংশোধিত ও প্রকৃত ২৬
সারণী ১০: প্রকল্পের মোট অনুমোদিত ব্যয় এবং প্রকৃত ব্যয় ২৬
সারণী ১১: প্রকল্পের প্রধান প্রধান অঙ্গভিত্তিক অর্থ ব্যয় ২৭
সারণী ১২: প্রকল্পের প্রধান প্রধান বাস্তব (ভৌত) কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা এবং প্রকৃত অগ্রগতি ২৮
সারণী ১৩: প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা এবং অগ্রগতি: ভৌত ও আর্থিক ২৯
সারণী ১৪: ডিডিপি অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত নির্মাণ/নির্গমণ/ইনস্টলেশন যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদির তালিকা ৩৬
সারণী ১৫: প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ ও মেয়াদকাল ৩৭
সারণী ১৬: প্রকল্প শুরুর সময় নিয়োগকৃত জনবল ৩৮
সারণী ১৭: প্রকল্প পরামর্শদাতার ব্যবহার (বিদেশী ও দেশী) ৩৮
সারণী ১৮: মূল, ১ম ও ২য় সংশোধিত ডিপিপি-তে পরামর্শমূলক পরিষেবার কর্মীদের কর্মসূচি ৩৮
সারণী-১৯: SCDP এবং বেইস লাইন কৃষকদের তুলনা ৪৫
সারণী-২০: SCDP প্রকল্প এলাকায় জেন্ডারের তুলনা ৪৬
সারণী-২১: SCDP প্রকল্প এলাকায় কৃষকের বয়স পরিসীমার তুলনা ৪৬
সারণী-২২: SCDP ও বেইস লাইন কৃষকের পেশা ৪৭
সারণী-২৩: SCDP এর অধীনে ও বেস লাইনের সময় উচ্চমূল্যের ফসল চাষের এলাকা ও মূল্য ৪৮
সারণী-২৪: SCDP প্রকল্পের মাধ্যমে স্থাপিত ফল বাগান ৪৮
সারণী-২৫: SCDP প্রকল্পের কৃষকদের উচ্চমূল্যের ফসলের আবাদকৃত জমির ব্যবহার ৪৯
সারণী-২৬: SCDP এবং বেইস কৃষকদের উচ্চমূল্যের ফসল উৎপাদন, লাভ ও বীজ সংরক্ষণের মতামত ৫০
সারণী-২৭: কৃষকের খামারে ও বাজারে উচ্চমূল্যের ফসলের বাজারমূল্যে ৫১
সারণী-২৮: উচ্চমূল্যের ফসলের বাজার মূল্যের ব্যপারে SCDP বেইস কৃষকদের মতামত ৫১
সারণী-২৯: SCDP প্রকল্পের প্রশিক্ষণ এবং মান সম্পকে কৃষকের মতামত ৫২
সারণী-৩০: প্রশিক্ষণ, মাঠদিবস এবং মটিভেশনাল ট্যুরে অংশগ্রহণ ৫২
সারণী-৩১: বিভিন্ন উচ্চমূল্যের ফসল উৎপাদন প্রযুক্তির উপর কৃষকের প্রশিক্ষণ গ্রহণ ৫২
সারণী-৩২: প্রশিক্ষণ ও প্রকল্পের শিক্ষণীয় প্রযুক্তি মাঠে ব্যবহার ৫৩
সারণী-৩৩: এসসিডিপি প্রশিক্ষণ এবং কার্যক্রম থেকে কৃষকের শিক্ষা ৫৩
সারণী-৩৪: বিভিন্ন বছরে বিভিন্ন ফসলের কর্তনোত্তর ক্ষতির শতকরা হার (%) ৫৩
সারণী-৩৫: ফসলের কর্তনোত্তর ক্ষতির কারণ (%) ৫৪
সারণী-৩৬: SCDP ঋণ প্রাপ্যতা, পুনরুদ্ধার ও সুদের হার (%) ৫৪
সারণী-৩৭: প্রকল্পের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন, কর্সসংস্থান তৈরি ও নারীদের সম্পৃক্ততার ব্যাপারে কৃষকের ধারণা ৫৫
সারণী-৩৮: SCDP প্রকল্পের মাধ্যমে বাণিজ্যিক কৃষি কর্মকাণ্ডে মহিলাদের অংশগ্রহণ ৫৫
সারণী-৩৯: কৃষকের মাঠে উচ্চমূল্যের ফসল উৎপাদন সমস্যা (%) ৫৬
সারণী-৪০: SCDP প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন সরঞ্জামাদি ও যানবাহন ব্যবহারের বর্তমান অবস্থা ৫৭

চিত্রের তালিকাঃ

চিত্র ১: প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার নকশা ১২
চিত্র ২: নমুনা এলাকার ম্যাপ ১৬
চিত্র ৩: প্রভাব মূল্যায়ন কর্মপরিকল্পনা ২৩
চিত্র ৪: স্টাফিং সিডিউল ২৫
চিত্র ৫: প্রকল্পের কার্যক্রমের মাধ্যমে কৃষকের আয় বৃদ্ধি ৪৪
চিত্র ৬: প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে ফসলের সংগ্রহোত্তর ক্ষতি হ্রাস (%) ৪৫
চিত্র ৭: SCDP প্রকল্পের কৃষকের শিক্ষাগত যোগ্যতার হার ৪৭
চিত্র ৮: SCDP খামার, বেস লাইন ও অন্যান্য খামারের cropping intensity এর তুলনা (%) ৫০
চিত্র ৯: SCDP খামার ও বেইস লাইন খামারের বাৎসরিক আয় ও ব্যয়ের তুলনা ৫১

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

কৃষিখাতকে টেকসই, আরও বেশি অর্থনৈতিক লাভ নিশ্চিত করে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তার পাশাপাশি মাটির গুণমান ও পরিবেশ উন্নয়নের মূল উপায় হ'ল ফসল খাতে বৈচিত্র্য আনা। বাংলাদেশ সরকার আধুনিক ও লাগসই প্রযুক্তির সম্প্রসারণ, তথ্য ও অর্থের বিস্তৃত অ্যাক্সেস এবং আরও দক্ষ গ্রামীণ বাজারের সাহায্যে কৃষকদের স্বল্প মূল্যের প্রধান খাদ্যশস্যর উপর নির্ভরতা কমিয়ে কৃষিতে বৈচিত্র্য আনতে উৎসাহিত করছে। উচ্চমূল্যের ফসল (এইচভিসি) হ'ল সেই ফসল যা বোরো ধানের চেয়ে বেশি অর্থনৈতিক লাভ দেয়। এখানে এসসিডিপিতে প্রায় ২৬ টি নির্বাচিত শাকসবজি, ফল, ফুল, ভুট্টা এবং আলু এইচভিসি হিসাবে বিবেচিত হয়েছে।

এনসিডিপি প্রকল্পের সাফল্য পর্যবেক্ষণ করে সরকার এডিবির অর্থায়নে ২৭ টি জেলার ৫২ টি উপজেলায় দ্বিতীয় শস্য বহুমুখীকরণ প্রকল্প (এসসিডিপি) নামে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম এবং উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে একই রকম প্রকল্প হাতে নিয়েছিল। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) কৃষি মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় নেতৃত্বাধীন সংস্থা হিসাবে এই দ্বিতীয় শস্য বহুমুখীকরণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে, যেখানে ঋণের অংশের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক দায়বদ্ধ ছিল। প্রকল্পের সময়কাল ছিল জুলাই ২০১০ থেকে জুন ২০১৭ পর্যন্ত।

এসসিডিপি প্রকল্পের প্রস্তাবিত আউটপুটসমূহ ছিল: টেকসই এইচভিসি উৎপাদন ও বাণিজ্যিকীকরণ বৃদ্ধি; এইচভিসিগুলির ফসল সংগ্রহোত্তর ক্ষতি কমানো, পণ্যের গুণমান উন্নয়ন, মূল্য সংযোজন এবং বাজারের দক্ষতা বৃদ্ধি; সরকারী সংস্থাগুলির সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং কৃষকদের আয় বৃদ্ধিতে সহায়তায় প্রদান; এবং বাণিজ্যিক কৃষি কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি।

প্রকল্পের মূল প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল মোট ৩৪৯৭৮.৩৪ লক্ষ টাকা এবং পরবর্তীতে প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় সংশোধন করে ৪১৫২৩.৮৩ লক্ষ টাকা (জিওবি- ৯৬৪৯.৩৫ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য-ADB ৩১৮৭৪.৪৮ লক্ষ টাকা) ধার্য করা হয়। লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রকৃত মোট ব্যয় হয়েছে ৪১,২১৩.৮৩ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ প্রকল্প সমাপ্তি (জুন ২০১৭) পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি সংশোধিত প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৯৯.২৫%। প্রকৃত ব্যয় মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের থেকে ১৭.৮% বেশি এবং সংশোধিত অনুমোদিত ব্যয় থেকে ০.৭৫% কম অর্থাৎ **১৮৭.৮১ লক্ষ টাকা অব্যয়িত থেকে যায়**।

সেকেন্ডারি তথ্য থেকে প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যায় যে, নিয়োগ প্রক্রিয়ার কিছুটা জটিলতার কারণে দেশী ও বিদেশী পরামর্শক দেরিতে নিয়োগ হওয়ায় প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন শুরু হতে এক বছরের বেশি বিলম্বিত হয়েছিল। একই কারণে OFSSI ও অন্যান্য ভবন নির্মাণ কাজ দেরিতে সম্পন্ন হওয়াসহ যানবাহন ও সরঞ্জামাদি ক্রয়ও বিলম্বিত হয়েছিল। যানবাহন, প্রশিক্ষণ সরঞ্জামাদি ও কৃষি যন্ত্রপাতি, অফিস ভবন এবং অন্যান্য কার্যক্রম প্রকল্পের ডিপিপি অনুযায়ী সম্পন্ন করার মাধ্যমে ডিএই অফিসগুলির সক্ষমতা বৃদ্ধি করেছিল এবং এগুলোর প্রায় সম্পূর্ণটাই এখন পর্যন্ত সচল রয়েছে এবং ব্রিজিং প্রকল্পসহ ডিএই'র বিভিন্ন অফিসে ব্যবহৃত হচ্ছে।

প্রকল্পটি সমাপ্ত হওয়ার দুই বছর পরে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীন আইএমইডি, প্রকল্পটির প্রভাব মূল্যায়ন করার সিদ্ধান্ত নেয়। বিড প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রিয়েটিভ কনসালট্যান্ট ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেডকে চার মাসের মধ্যে (জানুয়ারি ২০২০ থেকে এপ্রিল, ২০২০) মূল্যায়ন করার জন্য নির্বাচন করে। এই কার্যক্রমের উদ্দেশ্য হ'ল প্রকল্পের কর্মী এবং সমস্ত সম্ভাব্য স্টেকহোল্ডারদের সহযোগিতায় প্রকল্পের সকল ক্ষেত্রে প্রভাব মূল্যায়ন পরিচালনা করা। সমীক্ষাটির ফলাফল উচ্চমূল্যের ফসল উৎপাদনে কতটা পরিবর্তন এসেছে, সুবিধাভোগীদের জীবন-জীবিকার উন্নয়নের পাশাপাশি দুর্বল দিকগুলি চিহ্নিত ও প্রত্যাশিত সুবিধা অর্জনে কি কি বাধা ছিল তা জানতে সহায়ক হবে। এই মূল্যায়নের মাধ্যমে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সুপারিশগুলি ভবিষ্যতে অনুরূপ প্রকল্পকে আরো দক্ষভাবে বাস্তবায়নে সহায়তা করার জন্য একটি গাইডলাইন হিসেবে কাজ করবে।

ডিএই এর অধীনে এসসিডিপি'র ক্রেডিট সম্প্রসারণ কর্মকর্তা ও প্রাক্তন দু'জন প্রকল্প পরিচালকের সাথে আলোচনার পাশাপাশি প্রকল্পের কার্যকারিতা মূল্যায়নের জন্য প্রাইমারি ও সেকেন্ডারী উভয় ধরনের ডেটা সংগ্রহ করা হয়। স্ট্রাকচার্ড প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে মোট ৯১০ জন কৃষকের উপর নমুনা জরিপ চালানো হয়। ২৬টি জেলার ২৬টি উপজেলা র‍্যানডম স্যাম্পলিং এর মাধ্যমে কৃষক নির্বাচন করা হয়। পাঁচটি উপজেলায় ৫টি ফোকাস গ্রুপ আলোচনা পরিচালিত হয় যেখানে প্রত্যেকটিতে মোট ১০-১২ কৃষক ও স্টেকহোল্ডার উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও ২৬ উপজেলা কৃষি অফিসার (মাঠ পর্যায়ের ফোকাল পয়েন্ট) এবং ২৬ জন এনজিও কর্মকর্তার (ব্র্যাক) কর্মকর্তার সাথে কেআইআই এর আয়োজন করা হয়। পাশাপাশি প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ডকুমেন্ট যেমন: ডিপিপি, পিসিআর, বেইস লাইন প্রতিবেদন ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করা হয়। এডিবি বেইস লাইন প্রতিবেদন সরবরাহ করেছে। প্রকল্পের ফলাফল (যেখানে প্রযোজ্য) বিশ্লেষণ করতে **"পূর্বে"** (এসসিডিপির বেইস লাইন) এবং **"পরে"**

পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে এবং কিছু ক্ষেত্রে বিবিএস ডেটা দিয়ে তুলনাও করা হয়েছে। সংগৃহীত কৃষকের জরিপের ডেটা SPSS প্রোগ্রাম দ্বারা বিশ্লেষণ করে টেবুলার এবং গ্রাফিকাল ফর্মে উপস্থাপন করা হয়েছে। উল্লিখিত তথ্য বিশ্লেষণ থেকে এটি স্পষ্ট যে এসসিডিপি উচ্চ মূল্যের ফসল সম্প্রসারণের মাধ্যমে শস্য বহুমুখীকরণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল। প্রকল্পের বেশিরভাগ সুবিধাভোগী (৯৪%) প্রকল্পের লক্ষ্য মত প্রান্তিক, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শ্রেণির কৃষক ছিলেন। তবে, ৬% ছিলেন বড় কৃষক। প্রকল্পে পুরুষ (৫৩.৮%) ও মহিলা (৪৬.২%) উভয় কৃষককে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। নির্বাচিত বেশিরভাগ কৃষকের বয়সসীমা (২০-৬০ বছর) এবং বেশিরভাগ কৃষকের (৭১%) শিক্ষাগত যোগ্যতা ১-৮ শ্রেণি পর্যন্ত।

প্রায় সকল এসসিডিপি কৃষকরা তাদের জমির একটি অংশে ফলের বাগান স্থাপন করেছিলেন এবং তারা তাদের ৬৯% জমি এইচভিসি চাষের জন্য ব্যবহার করেছেন, যা বেইস লাইনে ছিল মাত্র ৪.৩%। এইচভিসিগুলির বৈচিত্র্যতাজনিত কারণে এসসিডিপি কৃষকদের ফসলের নিবিড়তা (cropping intensity) বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ২৩০%, যা পূর্বের তুলনায় ২০% বেশি। অন্যদিকে ২০১৭ সালের বাংলাদেশের জাতীয় cropping intensity ছিল মাত্র ১৯৪%। এর ফলে কৃষকদের বার্ষিক আয়ের (২৬৭,৩৭৭ টাকা/বছর) পরিমাণ ৪১% বৃদ্ধি পেয়েছে যা বেইস লাইনের সময় ছিল ১৯০,০০৮ টাকা/বছর। প্রায় ৯৮% কৃষক তাদের HVC উৎপাদন এবং অর্থনৈতিক উন্নতিতে সন্তুষ্ট ছিলেন। এইচভিসিগুলির বাজার মূল্য ওঠানামা করেছিল, তারপরও ৮৬% কৃষক এটিকে ভাল বলে মন্তব্য করেছেন।

কৃষকদের ন্যায্য বাজারমূল্য পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলতে এসসিডিপির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত OFSSI কেন্দ্রগুলির পারফরম্যান্স আরও উন্নত করা প্রয়োজন। প্রশিক্ষণ, মাঠদিবস এবং মোটিভেশনাল ট্যুর কৃষকদেরকে অধিক উৎপাদন এবং অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক ফলন অর্জনের জন্য অনেকগুলি নতুন ফসল, আধুনিক জাত এবং প্রযুক্তির প্যাকেজগুলির সাথে পরিচিত হতে সহায়তা করেছে। প্রকল্পের কার্যক্রমের মাধ্যমে ফসল সংগ্রহোত্তর ক্ষতি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। বেইস বছরের ক্ষতির চেয়ে ফলের ক্ষেত্রে এটি ছিল ১৮.২৮% কম, শাকসবজির জন্যও এটি ছিল ১৮.৪৪% কম এবং মশলা ফসলের জন্য এটি ৯.৩২% কম ছিল। এইচভিসি উৎপাদনের জন্য ঋণ কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ ছিল, কারণ এর উৎপাদন খরচ তুলনামূলকভাবে ঐতিহ্যগত ধানের ফসলের চেয়ে বেশি। একারণে ৭৭.৩% কৃষক ঋণ নিয়েছিল। প্রায় ৮০% কৃষক উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন যে ঋণের সুদের হার বেশি। সমস্ত কৃষক একমত হয়েছিলেন যে তাদের শাকসবজি এবং ফল গ্রহণের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছিল কারণ তারা নিজেরাই উৎপাদন করেছিলেন এবং এর ফলে পরিবারের খাদ্যের পুষ্টিমানও বেড়েছিল। কৃষকরা বিশ্বাস করেন যে এই প্রকল্পের মাধ্যমে তাদের সামাজিক অবস্থা উন্নতি হয়েছে (৯৮%)। তারা আরও মন্তব্য করেছেন যে নিবিড় চাষাবাদ এবং অধিক উৎপাদনের কারণে এসসিডিপি কার্যক্রমের মাধ্যমে ৬৫% অতিরিক্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছিল। প্রায় ১২-১৫% মহিলা SCDP এর মাধ্যমে বাণিজ্যিক কৃষি কর্মকাণ্ডে জড়িত হয়েছে। এছাড়া প্রায় কৃষকই মনে করেন এ প্রকল্পে অংশগ্রহণের মাধ্যমে মহিলাদের সামাজিক মর্যাদা উন্নত হয়েছে। কৃষক পরিবারগুলির সামগ্রিক জীবনযাত্রার উন্নতির জন্য এসসিডিপি একটি উপযোগী প্রকল্প হয়ে উঠেছে।

প্রকল্পের অগ্রগতি অব্যাহত রাখার জন্য কতগুলি চ্যালেঞ্জ আছে যেমন: মানসম্পন্ন বীজের প্রাপ্যতা, উপযুক্ত ফসল/জাত, লাগসই প্রযুক্তির প্যাকেজ, হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ, মূল্য সংযোজন, ন্যায্য বাজারমূল্য, সহজ শর্তে ঋণ এবং চলমান জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা করা। আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। সমস্ত কৃষককে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণের আওতায় আনা উচিত। আরও বেশি পরিমাণে প্রদর্শনী প্লট স্থাপন করার জন্য বরাদ্দ রাখা উচিত। কৃষকের পণ্যের আরও ভাল বাজার মূল্য নিশ্চিত করার জন্য OFSSI এর সঙ্গে কুলিং চেম্বার এবং পরিবহণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

প্রকল্পের online knowledge management ব্যবস্থা শক্তিশালী করা প্রয়োজন ছিল। প্রকল্পের ওয়েবসাইটি (www.scdp.gov.bd) বর্তমানে সচল নাই। কৃষি সম্প্রসারণ কর্মীদের প্রশিক্ষণের জন্য যে সমস্ত প্রশিক্ষণ manual/গাইডলাইন/ভিডিও/মডিউল প্রস্তুত করা হয়েছিল তা দীর্ঘমেয়াদী ব্যবহারের জন্য প্রকল্পের ওয়েবসাইটে আপলোড করা উচিৎ ছিল।

বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করে বলা যায় এসসিডিপি একটি সার্থক প্রকল্প। যার মাধ্যমে প্রমাণ হয়েছে যে ক্রমবর্ধমান হারে এইচভিসি উৎপাদনের মাধ্যমে কৃষকদের আয় ও জীবন-জীবিকা যথেষ্ট মাত্রায় উন্নয়ন করা সম্ভব। সুতরাং দীর্ঘমেয়াদীভাবে অনুরূপ প্রকল্প অদূর ভবিষ্যতে বাস্তবায়ন করা উচিত।

শব্দ সংক্ষেপ

ADB	Asian Development Bank
AD	Assistant Director
BCR	Benefit Cost Ratio
BOQ	Bill of Quantities
CCIL	Creative Consultants International Limited
DAE	Department of Agricultural Extension
DPD	Deputy Project Director
DPP	Development Project Proposal
EOI	Expression of Interest
FGD	Focus Group Discussion
FMA	Farmers Marketing Association
FS	Field Supervisor
GoB	Government of Bangladesh
HVC	High Value Crop
IMED	Implementation Monitoring and Evaluation Division
IRR	Internal Rate of Return
ITC	Instructions to Consultants
KIIs	Key Informant Interviews
M&E	Monitoring and Evaluation
MOA	Ministry of Agriculture
NCDP	North West Crop Diversification Project
OFSSI	On-Farm Small Structure Infrastructure
NGO	Non-Government Organization
PAD	Project Appraisal Document
PCR	Project Completion Report
PD	Project Director
PPA	Public Procurement Act
PPR	Puplic Procurement Rules
RFP	Request for Proposal
SAAO	Sub Assistant Agriculture Officer
SAHO	Sub Assistant Horticulture Officer
SCDP	Second Crop Diversification Project
SWOT	Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats
TOR	Terms of Reference
UAO	Upazila Agriculture Officer
WB	World Bank

প্রথম অধ্যায়: প্রকল্পের বিবরণ

১.১ প্রকল্পের পটভূমি

ফসলের বহুমুখীকরণ (Crop Diversification) খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করে এবং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। বাংলাদেশের কৃষক প্রধানতঃ ধান চাষের উপর নির্ভরশীল। উৎপাদন পর্যাপ্ত হওয়ার কারণে উৎপাদন খরচের তুলনায় এর বাজার মূল্য প্রায়শঃ কম থাকে, যার ফলে কৃষক পরিবারের জীবন মান উন্নয়ন করা সম্ভব হয় না। শস্য বহুমুখীকরণের ফলে কৃষক উন্নত প্রযুক্তি পায়, যার ফলে কৃষির উৎপাদনশীলতা বহুগুণে বাড়াতে পারে। শস্য বহুমুখীকরণ করলে কৃষক উচ্চ মূল্যের বিভিন্ন রকম ফসল উৎপাদন করতে পারে, যা একদিকে তার পুষ্টি নিশ্চিত করে অন্যদিকে ফসলের উচ্চ মূল্য পাওয়ার কারণে জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়। গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, শস্য বহুমুখীকরণের ফলে একক ফসল (Mono Crop) থেকে উৎপাদন ও আয় দুই থেকে তিনগুণ বৃদ্ধি করা সম্ভব।

এরকম প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ সরকার ৯ বছর মেয়াদী (২০০১-২০০৯) North West Crop Diversification Project (NCDP) নামক প্রকল্পটি গ্রহণ করে যা উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের ১৬টি জেলার ৬১টি উপজেলায় বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এরই সাফল্যের ধারাবাহিকতায় ৭ বছর মেয়াদী (২০১০-২০১৭) **২য় শস্য বহুমুখীকরণ প্রকল্প** (Second Crop Diversification Project - SCDP) শীর্ষক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয় যা ৫টি বিভাগের ২৭টি জেলার ৫২টি উপজেলায় বাস্তবায়ন করা হয়।

১.২ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

দ্বিতীয় শস্য বহুমুখীকরণ প্রকল্পটির (SCDP) মূল লক্ষ্য হলো বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের ২৭টি জেলার ৫২টি উপজেলায় (যেগুলো দেশের সবচেয়ে দরিদ্র ও অর্থনৈতিকভাবে অনুন্নত অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত) উচ্চ মূল্যের ফসল উৎপাদনের মাধ্যমে কৃষকদের আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন করা।

প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ (Source-DPP):

- দক্ষতা উন্নয়ন ও উচ্চ মূল্য ফসলের মূল্য সংযোজনের মাধ্যমে প্রান্তিক, ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষক পরিবারের আয় বৃদ্ধি করা;
- অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে মহিলাসহ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর গ্রামীণ আয় বৃদ্ধি করা;
- প্রকল্প এলাকার অতিরিক্ত ১০% নারীকে বাণিজ্যিক কৃষি কর্মকান্ডে ক্ষমতায়ন করা;
- ফসল সংগ্রহোত্তর ক্ষতি ১০% হ্রাস করা এবং উপযুক্ত কৃষি পরিবারকে ঋণ সহায়তা দেয়ার মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য ও পুষ্টির যোগান বৃদ্ধি করা; এবং
- প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শনীর মাধ্যমে কৃষি খাতে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা শক্তিশালী করা।

১.৩ প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

প্রকল্পের নাম, উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ, বাস্তবায়নকারী সংস্থা, প্রকল্প ব্যয়, বাস্তবায়নকালসহ প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেয়া হল:

সারণী-১ : প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

(১)	**প্রকল্পের নাম**	২য় শস্য বহুমুখীকরণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)	
(২)	**মন্ত্রণালয়**	কৃষি মন্ত্রণালয়	
(৩)	**বাস্তবায়নকারী সংস্থা**	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই), লীড এজেন্সী বাংলাদেশ ব্যাংক, ক্রেডিট কম্পোনেন্ট	
(৪)	**প্রকল্প এলাকা**	৫ টি বিভাগের ২৭ টি জেলার ৫২ টি উপজেলা	
(৫)	**প্রকল্পের বাজেট (লাখ টাকায়)**	**মূল অনুমোদিত ব্যয়**	**সর্বশেষ সংশোধিত ব্যয়**
	ক) মোট	৩৪৯৭৮.৩৪	৪১৫২৩.৮৩
	খ) টাকা (জিওবি)	৭৪৯৮.৩৪	৯৬৪৯.৩৫
	গ) বৈদেশিক মুদ্রা	২৭৪৮০.০০	৩১৮৭৪.৪৮
(৬)	**প্রকল্প বাস্তবায়নকাল**	**প্রকল্প শুরুর তারিখ**	**প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ**
	ক) মূল অনুমোদিত মেয়াদ	১ জুলাই ২০১০	৩০ জুন ২০১৬
	খ) সর্বশেষ সংশোধিত মেয়াদ	১ জুলাই ২০১০	৩০ জুন ২০১৭
	ঘ) প্রকৃত (চূড়ান্ত) বাস্তবায়নকাল	১ জুলাই ২০১০	৩০ জুন ২০১৭
(৭)	**প্রকল্প অনুমোদন**	ECNEC মিটিং-এ ০৫/১০/২০১০ তারিখে	
(৮)	**ঋণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়**	জিওবি এবং এডিবি-র মাধ্যে ১৩/১০/২০১০ তারিখে	
(৯)	**ঋণ চুক্তি কার্যকরী হয়**	১০/০১/২০১১ থেকে	

তথ্যসূত্র: কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর)

১.৪ প্রকল্পের অনুমোদন, সংশোধন ও মেয়াদ বৃদ্ধি

➢ **প্রকল্প অনুমোদন:**

প্রজেক্ট কনসেপ্ট পেপারটি (পিসিপি) প্রস্তুত করে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এবং কৃষি মন্ত্রণালয় এটি রিভিউ/সংস্করণ করে। ২৫.০৫.২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রাক-একনেক সভায় পিসিপি অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হয়েছিল। সুপারিশ অনুসারে জিওবি এবং এডিবির মধ্যে ২০১০ সালের ১১-১৩ অক্টোবর প্রকল্পের ঋণ সহায়তা বিষয়ে আলোচনা সমাপ্ত হয়। প্রকল্পটি ০৫.১০.২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। এর আগে প্রকল্পটি অর্থায়নের জন্য ৩০.০৬.২০১০ তারিখে জিওবি এবং এডিবি-র মধ্যে এসডিআর ২৭.১৩১ মিলিয়ন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। প্রকল্পটি অর্থায়নের জন্য ২৫.০৫.২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রাক-একনেক সভায় পিসিপি আলোচনা ও সুপারিশ করা হয়েছিল। ২০১০ সালের অক্টোবর মাসে এডিবি মূল্যায়ন প্রতিবেদন তৈরি করে। জিওবি এবং এডিবি-র মধ্যে ঋণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়ছিল ১৩ ই অক্টোবর, ২০১০ সালে যা কার্যকরী হয় ১০ জানুয়ারী, ২০১১ থেকে। ঋণ গ্রহীতাকে ডিএই এবং দুইটি প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন ইউনিট (PIUs) ও তাদের প্রধানদের মধ্যে প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিট (PIU) স্থাপন করতে হয়েছিল যা এডিবি-র কাছে সন্তোষজনক ছিল। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (DAE) এবং ব্র্যাকের মধ্যে শস্য উৎপাদন ঋণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। বগুড়া ও যশোরে দুটি আঞ্চলিক প্রকল্প তদারকি ও সমন্বয় ইউনিট প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। জাতীয় পর্যায়ে একটি প্রকল্প আন্তঃমন্ত্রণালয় পরিচালনা কমিটি গঠন করা হয়েছিল। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক দু'টি পৃথক অ্যাকাউন্ট পরিচালিত হত - একটি ডিএই-র পিআইইউ-র জন্য পরিচালিত হত এবং অন্যটি

পরিচালিত হত ক্রেডিট ফান্ড (উৎপাদন ও কৃষি ব্যবসা সংক্রান্ত ঋণ) সরবরাহের জন্য। উৎপাদন ঋণের প্রথম কিস্তি বিতরণ করা হয় ২০১১ সালের জুন মাসে।

- **প্রকল্প সংশোধন ও মেয়াদ বৃদ্ধিঃ** প্রকল্পটি দুইবার সংশোধন হয়। প্রথমবার সংশোধন হয় ২০১৩ সালে এবং দ্বিতীয়বার সংশোধন হয় ২০১৬ সালে। সংশোধনের কারণ নিম্নে বর্ণনা করা হল:

- **প্রথম সংশোধনঃ** এই প্রকল্পের জন্য এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহায়তা ছিল মোট ৪০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। কিন্তু বাংলাদেশী টাকার বিপরীতে মার্কিন ডলারের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমে এই অতিরিক্ত অর্থ সংযোজন এবং প্রকল্পের বিভিন্ন খাতের মধ্যে এটির পুনর্বিন্যাসের জন্য ডিপিপি সংশোধনের প্রয়োজন হয়। তবে প্রথম সংশোধনীতে প্রকল্পটির মোট ব্যয় এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন কাল অপরিবর্তিত ছিল। এছাড়া প্রকল্পের কার্যক্রম জুলাই ২০১০ থেকে শুরু হওয়ার কথা থাকলেও প্রকল্পের পরামর্শক নিয়োগে দেরি হওয়ায় সেপ্টেম্বর ২০১১ থেকে প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হয়। এজন্য প্রকল্পের বছর ওয়ারী প্রাথমিক উদ্দেশ্যগুলি (২০১০-১১) ডিপিপি-র লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে অর্জন করা সম্ভব হয়নি। এর প্রেক্ষিতে এডিবি-র মিড-টার্ম রিভিউ মিশন প্রকল্প সংশোধনের পরামর্শ দেন। প্রকল্পটির প্রথম সংশোধনী অনুমোদিত হয় ২০১৩ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর।

- **দ্বিতীয় সংশোধনঃ** ২২ ডিসেম্বর, ২০১৪ এ নবম আন্তঃমন্ত্রণালয় পরিচালনা কমিটির (আইএমএসসি) বৈঠকে প্রকল্পের ক্ষেত্রের ক্রিয়াকলাপ মূল্যায়নের জন্য আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির সুপারিশক্রমে প্রকল্প সংশোধনকে সম্মতি জানানো হয়। সিদ্ধান্ত অনুসারে আন্তঃমন্ত্রণালয় মূল্যায়ন কমিটি এবং এডিবির আনুষ্ঠানিক সম্মতির মাধ্যমে প্রকল্পটির দ্বিতীয় সংশোধনী আনুষ্ঠানিক পরামর্শের মাধ্যমে করা হয়েছিল। ২য় সংশোধনীতে প্রকল্প সাহায্য একই ছিল অর্থাৎ ৪০ কোটি মার্কিন ডলার তবে জিওবি ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছিল। ২৫ শে ফেব্রুয়ারী, ২০১৬ সালে এসসিডিপি প্রকল্পের আন্তঃমন্ত্রণালয় স্টিয়ারিং কমিটি (আইএমএসসি)-র আরেকটি মিটিং-এও দ্বিতীয় সংশোধনের পক্ষে প্রস্তাব করা হয়েছিল। প্রকল্পের ২য় সংশোধনী অনুমোদিত হয় ১৩ এপ্রিল ২০১৬ সালে। এ সংশোধনীতে প্রকল্পের মেয়াদকাল ১ বছর বাড়ানো হয় অর্থাৎ প্রকল্প মেয়াদ জুলাই ২০১০-জুন ২০১৬ সাল এর পরিবর্তে জুলাই ২০১০-জুন ২০১৭ সাল পর্যন্ত করা হয়। নিম্নলিখিত কারণে আন্ত:মন্ত্রণালয়ের স্টিয়ারিং কমিটি ২য় সংশোধনীর সুপারিশ করে:

  - ✓ OFSSI-এর নির্মাণ কাজ সমাপ্ত না হওয়া এবং FMA গঠন না হওয়া;
  - ✓ ফসল সংগ্রোহত্তর ব্যবস্থাপনা ও মূল্য সংযোজন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সন্তোষজনক ছিল না;
  - ✓ উদ্যোক্তা তৈরি এবং ঋণ প্রদান কার্যক্রমও সন্তোষজনক ছিল না;
  - ✓ দেরীতে প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হওয়ার কারণে লক্ষ্য পূরণে ঘাটতি ছিল এবং কৃষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সন্তোষজনক ছিল না;
  - ✓ নতুন পে-স্কেল (২০১৫-২০১৬) বাস্তবায়নের ফলে জিওবি খাতে অতিরিক্ত ব্যয় হয়েছিল এবং নতুন পে-স্কেল সহ প্রকল্প মেয়াদ এক বছর বৃদ্ধি;
  - ✓ বাজেট প্রাক্কলনের (২০১০) তুলনায় নির্মাণ ব্যয় বেশি; এবং
  - ✓ মার্কিন ডলারের ($) দর পরিবর্তন হওয়ায় মোট বাজেট কমে যাওয়া (প্রথম সংশোধন ডিপিপি-২০১৩) ।

১.৫ প্রকল্পের অর্থায়নের অবস্থা

দ্বিতীয় শস্য বহুমুখীকরণ প্রকল্পটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (জিওবি) এবং এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি) এর অর্থায়নে বাস্তবায়িত হয়েছে। এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহায়তা ছিল মোট ৪০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। প্রকল্পের মূল প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল মোট ৩৪৯৭৮.৩৪ লক্ষ টাকা (জিওবি-৭৪৯৮.৩৪ এবং প্রকল্প সাহায্য-২৭৮৪০.০০) এবং পরবর্তীতে প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় সংশোধন করে ৪১৫২৩.৮৩ লক্ষ টাকা ধার্য করা (জিওবি-৯৬৪৯.৩৫ এবং প্রকল্প সাহায্য-৩১৮৭৪.৪৮) হয় অর্থাৎ মূল অনুমোদিত ব্যয়ের ১৮.৭১% (৬৮৪৮.৪৯ লক্ষ টাকা) বৃদ্ধি পায় (সারণী-২)।

সারণী ২: প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (মূল ও সংশোধিত বরাদ্দ)

(লক্ষ টাকায়)

প্রকল্প ব্যয়	প্রাক্কলিত ব্যয়		হ্রাস/বৃদ্ধির হার (%)
	মূল অনুমোদিত ব্যয়	সর্বশেষ সংশোধিত	
মোট	৩৪৯৭৮.৩৪	৪১৫২৩.৮৩	মোট ৬৮৪৮.৪৯ টাকা বৃদ্ধি পায় (১৮.৭১%)
টাকা (জিওবি)	৭৪৯৮.৩৪	৯৬৪৯.৩৫	জিওবি ২১৫১.০১ টাকা বৃদ্ধি পায় (২৮.৬৯%)
প্রকল্প সাহায্য (পিএ)	২৭৪৮০.০০	৩১৮৭৪.৪৮	প্রকল্প সাহায্য ৪৩৯৪.৪৮ টাকা বৃদ্ধি পায় (১৫.৯৯%)

১.৬ প্রকল্পের প্রধান প্রধান কাজসমূহ

ডিপিপি (২য় সংশোধিত) অনুযায়ী প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রমগুলোর তালিকা নিম্নে দেওয়া হল। প্রকল্প কার্যক্রমের অগ্রগতি, সফলতা, পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ অধ্যায় ৩-এ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

- **প্রশিক্ষণ ও সম্প্রসারণ:** ডিএই প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ-২০০ জন, এনজিও প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ-৩২৯ জন, ডিএই কর্মচারী (এসএএও) প্রশিক্ষণ-১৩৫০ জন, এসএএও পুনঃপ্রশিক্ষণ-৭৭০০ জন, এনজিও কর্মচারী প্রশিক্ষণ-১৪১৩ জন, সূচনামূলক প্রশিক্ষণ-৬৬০ জন, কমিউনিটি ফ্যাসিলেটেটর প্রশিক্ষণ-২০০ জন, কৃষক এইচভিসি প্রশিক্ষণ -২৭৮৪৬৬ জন, কৃষি মেলা- ৫২টি, ডিএই ঢাকা ওয়ার্কশপ-১০টি, ডিএই ফিল্ড ওয়ার্কশপ-১৪টি, ডিএই এসএএওএ কর্মকর্তাদের ওয়ার্কশপ-১১৬টি, এনজিও এবং কৃষক ওয়ার্কশপ-১৫৬টি।
- **মোটিভেশনাল ট্যুর:** এসএসএও এক্সটেশন ট্যুর-৭২০০টি, কৃষক মোটিভেশন ট্যুর-৮৩২০টি, ডেমন্সট্রেশন-ব্লক/টেক ভিলেজ-১৬৬৯৯টি, মাঠ দিবস-১৯৫৫টি।
- **মূল্য সংযোজনের জন্য প্রশিক্ষণ:** ডিএই কর্মচারী প্রশিক্ষণ-৮২৭৭ জন, দক্ষতা উন্নয়ন-১৯২ জন, ডিএই কর্মকর্তাদের জন্য টিওটি-২০০ জন, বাড়ি বাগানের জন্য প্রশিক্ষণ-১৬০০০ জন, কমিউনিটি ম্যানেজমেন্ট প্রশিক্ষণ-২৪০০০ জন।
- **জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন:** প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ-২০০ জন, ডিএই কর্মকর্তা কর্মচারী প্রশিক্ষণ-১০০০ জন, কমিউনিটি প্রশিক্ষণ-১৩৯০০ জন, পাইলট প্রজেক্ট- ২৫টি, ডিএই কর্মকর্তাদের সম্প্রসারণ ট্যুর-২৬টি।
- **জেন্ডার সচেতনতা** - জেন্ডার ও উন্নয়নের ওপর টিওটি-২০০ জন, ডিএই জেন্ডার প্রশিক্ষণ-১৫৬৬ জন, নারী নেতৃত্ব আলোচক দল-১২০৫১ জন, জেন্ডার সচেতনতা প্রশিক্ষণ উপকরণ, স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষঃ অন সাইট সুপারভিশন।
- **পরামর্শক:** বিদেশী পরামর্শক-৫৯ জনমাস, দেশী পরামর্শক-২৯৩ জনমাস।
- **সার্ভে, স্টাডি এবং মূল্যায়ন:** বেইস লাইন সার্ভে, মিডটার্ম সার্ভে, প্রকল্প সমাপ্তি সার্ভে, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সার্ভে (পি এন্ড ই উইং), বিনিয়োগ চিহ্নিতকরণ, রিসার্চ গ্রান্ট (২০), হায়ারিং চার্জ।
- **মেসিনারী ও যন্ত্রপাতি ক্রয়**- কম্পিউটার সেট-৬০টি, ফটোকপিয়ার -৯৩টি, মাল্টিমিডিয়াসহ ল্যাপটপ-৮২টি, ফ্যাক্স মেশিন-৮২টি, ডিজিটাল ক্যামেরা-৬০টি, রেফ্রিজারেটর-৬টি, পাওয়ার টিলারস-১২টি, পাওয়ার স্প্রেয়ারস-৯০টি, মেগা ফোন- ৫২টি, ফুট পাম্প-৯৩টি, ইকুপমেন্ট, ওয়েবসাইট সেটআপ।
- **ভেহিকল ক্রয়**- জিপ-৪টি, পিকআপ (ডাবল কেবিন)-৩৮টি, মোটর সাইকেল-৬৭টি, মাইক্রোবাস-০১ টি।
- **কন্সট্রাকশন ওয়ার্ক:** ডরমিটরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ ও সম্প্রসারণ-০৭টি, নার্সারী আপগ্রেড-০৭টি, OFSSI উন্নয়ন-১০৪টি, নতুন ডিডি এর অফিস নির্মাণ-১১টি, ডিডি এর অফিস সম্প্রসারণ-১৬টি।
- **কৃষি ঋণ বিতরণ।**

১.৭ প্রকল্পের অংগভিত্তিক কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা

নিম্নে সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের অংগভিত্তিক কার্যক্রমের ভৌত ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা দেখানো হল:

সারণী ৩: সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী অঙ্গভিত্তিক কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা

কাজের ক্ষেত্র (সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী)	ভৌত (সংখ্যা/পরিমাণ)	আর্থিক (লক্ষ টাকা)
A. রাজস্ব (Revenue) কম্পোনেন্ট		
(I) জনবলের খরচ		
• কর্মকর্তা	২৫ জন	৪৩০.৭০
• কর্মচারী (স্টাফ)	১৭ জন	৯৯.৪৫
• কমিউনিটি কো-অর্ডিনেটর/ফ্যাসিলিটেটর	৫২ জন	৪৫৩.৩৯
• প্রকল্পের সুবিধাসহ মোট ভাতা	৪২ জন	৬১১.৪৬
উপ-মোট: (I) জনবলের খরচ	**১৩৬ জন**	**১৫৯৫.০০**
(II) সেবা সংগ্রহের জন্য ভ্যাট এবং আইটি	-	**৬৮৩.১৪**
(III) বিজ্ঞাপন/প্রচারণা	**থোক**	**৫৫.০০**
(IV) প্রশিক্ষণ, সম্প্রসারণ এবং জেন্ডার সচেতনতা		
ক. প্রশিক্ষণ ও সম্প্রসারণ		
• (ক) DAE প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ	২০০ জন	২০.১৭
• (খ) এনজিও প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ	৩২৯ জন	১৪.৭২
• (গ) DAE কর্মচারী (SAAO) প্রশিক্ষণ	১৩৫০ জন	১০.৫৩
• (ঘ) SAAO পুনঃপ্রশিক্ষণ	৭৭০০ জন	৫৪.৪১
• (ঙ) এনজিও কর্মচারী প্রশিক্ষণ	১৯২৫ জন	১৯.২৫
• (চ) সূচনামূলক প্রশিক্ষণ	৬৬০ জন	১০.৮৯
• (ছ) কমিউনিটি ফ্যাসিলিটেটর (CF) প্রশিক্ষণ	৩৫০ জন	৬.৯৮
• (জ) কৃষক এইচভিসি প্রশিক্ষণ	২৭৮৪৬৬ জন	১৭৯০.০০
• (ঝ) কৃষি মেলা	৫২টি	৫২.০০
• (ঞ) কর্মশালা		
✓ DAE ঢাকা কর্মশালা	১০ টি	৩২.৬০
✓ DAE মাঠ পর্যায়ে কর্মশালা	১৪ টি	২২.৫০
✓ DAE - SAAO কর্মকর্তাদের কর্মশালা	১১৬ টি	৩৪.৫০
✓ এনজিও এবং কৃষক কর্মশালা	১৫৬ টি	৬২.৬০
• (ট) উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ:		
✓ SAAO সম্প্রসারণ ট্যুর	৭২০০ টি	১০৩.৯০
✓ কৃষক উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ	৮৩২০ টি	১৬০.০০
• (ঠ) প্রদর্শনী/ডেমন্সট্রেশন (ব্লক/টেক ভিলেজ)	১৬৬৯৯ টি	৯৯৭.৩৪
• (ড) মাঠ দিবস	১৯৫৫ টি	৯৬.৪৬
• (ঢ) মূল্য সংযোজন প্রশিক্ষণ:		
✓ DAE কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ	৫৮৫৩ জন	৫৮.৫৩
✓ CF-দের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	১৯২ জন	২.৫০
✓ DAE প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ	২০০ জন	১২.৫০
✓ মহিলাদের বাড়ি বাগানের উপর প্রশিক্ষণ	১৬০০০ জন	১৬০.২৩
✓ ফসল সংগ্রহত্তোর প্রযুক্তি/ব্যবস্থাপনার উপর কমিউনিটি প্রশিক্ষণ	২৪০০০ জন	২৫৭.০৫
• (ণ) জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন বিষয়ক প্রশিক্ষণ		
✓ প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ	২০০ জন	৯.০০
✓ DAE কর্মকর্তা ও কর্মচারী প্রশিক্ষণ	১০০০ জন	৯.২০
✓ কমিউনিটি প্রশিক্ষণ	১২০০০ জন	৯৫.৯৯
✓ পাইলট প্রজেক্ট	২০ টি	২৬.১০
• (ত) জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে ডিএই কর্মকর্তাদের সম্প্রসারণ ট্যুর	২০ টি	৩২.২৪
উপ-মোট: ক. প্রশিক্ষণ ও সম্প্রসারণ	-	**৪১৫২.১৯**
খ. জেন্ডার সচেতনতা		
• (ক) জেন্ডার ও উন্নয়নের ওপর প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ	২০০ জন	১২.০০
• (খ) জেন্ডার বিষয়ে ডিএই কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ	১৮০০ জন	২১.০০
• (গ) জেন্ডার বিষয়ে নারী নেতৃত্ব আলোচক দলের প্রশিক্ষণ	১৪০০০ জন	১৩৫.৮৩
• (ঘ) জেন্ডার সচেতনতা প্রশিক্ষণ উপকরণ	থোক	৬০.৬৬
উপ-মোট: খ. জেন্ডার সচেতনতা	-	**২২৯.৪৯**

কাজের ক্ষেত্র (সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী)	ভৌত (সংখ্যা/পরিমাণ)	আর্থিক (লক্ষ টাকা)
মোট: (IV) প্রশিক্ষণ, সম্প্রসারণ এবং জেন্ডার সচেতনতা (ক+খ)	-	**৪৩৮১.৬৮**
(V) স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষঃ অন সাইট সুপারভিশন	**থোক**	**২২.০০**
(VI) পরামর্শক:		
• (ক) বিদেশী পরামর্শক	৫৯ জন মাস	৭১৮.০০
• (খ) দেশী পরামর্শক	২৯৩ জন মাস	১৩৬২.০০
উপ-মোট: (VI) পরামর্শক	**৩৫২ জন মাস**	**২০৮০.০০**
(VII) সার্ভে, স্টাডি এবং মূল্যায়ন:		
• (ক) বেইস লাইন সার্ভে	১	৪০.৭০
• (খ) মিডটার্ম সার্ভে	১	৩০.০০
• (গ) প্রকল্প সমাপ্তি সার্ভে	১	৫০.০০
• (ঘ) পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ণ সার্ভে (পি এন্ড ই উইং)	৩	১৪.০০
• (ঙ) বিনিয়োগ চিহ্নিতকরণ	থোক	১৫০.০০
• (চ) রিসার্চ গ্র্যান্ট (গবেষণা অনুদান)	থোক	৩৮.০০
-উপ-মোট: (VII) সার্ভে, স্টাডি এবং মূল্যায়ন (ক+খ+গ+ঘ+ঙ+চ)	-	**৩২২.৭০**
(VIII) হায়ারিং চার্জ (আউট সোর্সিং স্টাফ)	**৭৮**	**৮৮৬.৮১**
(IX) বিবিধ (Miscellaneous)	**থোক**	**১৭৩৩.০০**
(X) ডিডিএ অফিস মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও সংস্কার	**১৬ টি**	**৮৮০.০০**
মোট: A. রাজস্ব (Revenue) কম্পোনেন্ট	-	**১২৬৩৯.৩৩**
B. ক্যাপিটাল (মূলধন) কম্পোনেন্ট		
(I) যন্ত্রপাতি, সরঞ্জামাদি, স্পেয়ার্স ও আসবাবপত্র ক্রয়:		
• (ক) আসবাবপত্র (DDAE & HDTC)	থোক	১৮১.৯৭
• (খ) কম্পিউটার সেট	৬০ টি	৪১.১২
• (গ) ফটোকপিয়ার	৯৩ টি	১১৯.৮৫
• (ঘ) মাল্টিমিডিয়াসহ ল্যাপটপ	৮২ টি	১৭৭.৪০
• (ঙ) ফ্যাক্স মেশিন	৮২ টি	২০.৬৬
• (চ) ডিজিটাল ক্যামেরা	৬০ টি	২৮.২০
• (ছ) রেফ্রিজারেটর	৬ টি	৩.৬০
• (জ) পাওয়ার টিলারস	১২ টি	১৫.০০
• (ঝ) পাওয়ার স্প্রেয়ারস	৯০ টি	৩১.৫০
• (ঞ) মেগা ফোন	৫২ টি	৩.৫৯
• (ট) ফুট পাম্প	৯৩ টি	৬.৪২
• (ঠ) ইকুইপমেন্ট (HDTC)	থোক	১৫৬.১১
• (ড) টেলিফোন	৩ টি	০.৪৫
• (ঢ) ওয়েবসাইট সেটআপ এ্যান্ড অপারেশন	থোক	৩০.৩২
উপ-মোট: B (I)	-	**৮১৬.১৯**
(II) পরিবহন/যানবাহন:		
• (ক) জিপ	৪ টি	২৪৮.০০
• (খ) পিকআপ (ডাবল কেবিন)	৩৮ টি	১৬৪৭.১৮
• (গ) মোটর সাইকেল	৬৭ টি	৭৭.৪৩
• (ঘ) মাইক্রোবাস	০১ টি	৩৮.৩৩
উপ-মোট: B (II)	-	**২০১০.৯৪**
(III) নির্মাণ কাজ (কন্সট্রাকশন ওয়ার্ক)		
• (ক) ডরমেটরি এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ ও সম্প্রসারণ	০৭ টি	৩৩১.০০
• (খ) নার্সারী আপগ্রেড (HDTC)	০৭ টি	১৬৫.৩৬
• (গ) অন ফার্ম স্মল স্কেল অবকাঠামো (OFSSI)	১০৪ টি	১০৯৯.০০
• (ঘ) নতুন ডিডিএ অফিস (১১টি) নির্মাণ	১১ টি	২০০২.১২
• (ঙ) ডিডিএ অফিস (১৬টি) সম্প্রসারণ	১৬ টি	১৪৫১.০০
উপ-মোট: B (III)	-	**৫০৪৮.৪৮**
(IV) কৃষি ঋণ	২০৩২০০ জন	২০৩১৯.৩৪
মোট: B. ক্যাপিটাল কম্পোনেন্ট (I+II+III+IV)	-	**২৮১৯৪.৯৫**
মোট (রাজস্ব ও ক্যাপিটাল): (A+B)	-	**৪০৮৩৪.২৮**
(V) প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময় ইন্টারেস্ট/মুনাফা	-	**৬৮৯.৫৫**
সর্বমোট	-	**৪১৫২৩.৮৩**

তথ্যসূত্র: কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন এবং সংশোধিত ডিপিপি

১.৮ প্রকল্পের সরঞ্জামাদি ও যানবাহন ক্রয় পরিকল্পনা

সংশোধিত ডিপিপিতে উল্লেখিত কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের বিভিন্ন পণ্য ও কার্যাদি ক্রয়ের জন্য নির্ধারিত ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন নিম্নে দেয়া হল:

সারণী ৪: প্রকল্পের বিভিন্ন সরঞ্জামাদি, যানবাহন ও কার্যাদি ক্রয়ের জন্য নির্ধারিত ক্রয় পদ্ধতি

প্রণ্যের নাম	লক্ষ্যমাত্রা (পরিমাণ)	ক্রয় পদ্ধতি ও (ধরন)	প্রক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
(I) যন্ত্রপাতি, সরঞ্জামাদি, স্পেয়ার্স ও আসবাবপত্র ক্রয়:			
(ক) আসবাবপত্র (DDAE & HDTC)	থোক	OTM (NCT) (Quotation)	১৮১.৯৭
(খ) কম্পিউটার সেট	৬০ টি	OTM (NCT) (Quotation)	৪১.১২
(গ) ফটোকপিয়ার	৯৩ টি	OTM (NCT) (Quotation)	১১৯.৮৫
(ঘ) মাল্টিমিডিয়াসহ ল্যাপটপ	৮২ টি	OTM (NCT) (Quotation)	১৭৭.৪০
(ঙ) ফ্যাক্স মেশিন	৮২ টি	OTM (NCT) (Quotation)	২০.৬৬
(চ) ডিজিটাল ক্যামেরা	৬০ টি	OTM (NCT) (Quotation)	২৮.২০
(ছ) রেফ্রিজারেটর	৬ টি	OTM (NCT) (OTM)	৩.৬০
(জ) পাওয়ার টিলারস	১২ টি	OTM/Quotation (Shopping)	১৫.০০
(ঝ) পাওয়ার স্প্রেয়ারস	৯০ টি	Quotation (Shopping)	৩১.৫০
(ঞ) মেগা ফোন	৫২ টি	OTM (NCT) (Quotation)	৩.৫৯
(ট) ফুট পাম্প	৯৩ টি	Quotation (Shopping)	৬.৪২
(ঠ) ইকুইপমেন্ট (HDTC)	থোক	OTM (NCT) (OTM)	১৫৬.১১
(ড) টেলিফোন	৩ টি	OTM (NCT) (Quotation)	০.৪৫
(ঢ) ওয়েবসাইট সেটআপ এ্যান্ড অপারেশন	থোক	OTM (NCT) (OTM)	৩০.৩২
(II) পরিবহন/যানবাহন:			
(ক) জিপ	৪ টি	OTM (NCT) (OTM)	২৪৮.০০
(খ) পিকআপ (ডাবল কেবিন)	৩৮ টি	OTM (NCT) (OTM)	১৬৪৭.১৮
(গ) মোটর সাইকেল	৬৭ টি	OTM (NCT) (OTM)	৭৭.৪৩
(ঘ) মাইক্রোবাস	০১ টি	OTM (NCT) (OTM)	৩৮.৩৩
(III) নির্মাণ কাজ (কন্সট্রাকশন ওয়ার্ক)			
(ক) ডরমেটরি এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ ও সম্প্রসারণ	০৭ টি	OTM (NCT) (OTM)	৩৩১.০০
(খ) নার্সারী আপগ্রেড (HDTC)	০৭ টি	OTM (NCT) (OTM)	১৬৫.৩৬
(গ) অন ফার্ম স্মল স্কেল অবকাঠামো (OFSSI) নির্মাণ	১০৪ টি	OTM (NCT) (OTM)	১০৯৯.০০
(ঘ) নতুন ডিডিএ অফিস (১১টি) নির্মাণ	১১ টি	OTM (NCT) (OTM)	২০০২.১২
(ঙ) ডিডিএ অফিস (১৬টি) সম্প্রসারণ	১৬ টি	OTM (NCT) (OTM)	১৪৫১.০০

তথ্যসূত্র: কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ সংশোধিত ডিপিপি

এসসিডিপির শেষ প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ ফজলুল হক নিশ্চিত করেছেন যে বাংলাদেশ সরকার বিধি (ক্রয়কাজে পিপিআর-২০০৬/পিপিআর-২০০৮ অনুসরণ করা হয়েছিল)এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের বিধি অনুসরণ করে সমস্ত ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। ফর্ম্যালিটি দীর্ঘ হওয়ায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ক্রয় বিলম্বিত হয়েছিল। এডিবি তাদের ম্যানিলা সদর দফতর থেকে তাদের মতামত দিয়েছিল। তারপরে বিভিন্ন এসসিডিপি জেলা, উপজেলা সদর এবং দুটি আঞ্চলিক কার্যালয়ে আইটেম কেনার বরাদ্দ দেওয়া হয়। স্থানীয় এলজিইডি-র তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে OFSSI নির্মিত হয়েছিল। প্রকল্প কর্মকর্তার সাথে আলোচনা করে জানা যায় যে প্রকল্পের আওতায় যে সমস্ত সরঞ্জামাদি ও যানবাহন ক্রয় করা হয়েছিল তা প্রকল্প শেষে ব্রিজিং সময়কালীন বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টকে হস্তান্তর করা হয়েছে। প্রকল্প পুনরায় শুরু হলে তা আবারো ফেরত এনে প্রকল্পের কাজে লাগানো হবে। প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত যন্ত্রপাতি এবং যানবাহন কোথায় কি অবস্থায় আছে তার তালিকা **অধ্যায় ৩ ও সংযুক্তি ৩**-এ বর্ণনা করা হয়েছে।

১.৯ প্রকল্পের অর্থ-বছর ভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা

প্রকল্প দলিল (ডিপিপি) অনুযায়ী অর্থ-বছর ভিত্তিক মূল এবং সংশোধিত আর্থিক এবং ভৌত কর্ম পরিকল্পনা (তফসিল) সারণী ৫-এ দেখানো হল:

সারণী ৫: অর্থ-বছর অনুযায়ী মূল এবং সংশোধিত আর্থিক এবং ভৌত কর্ম পরিকল্পনা

অর্থ বছর	মূল পিপি অনুযায়ী আর্থিক বিধান ও ভৌত/ফিজিক্যাল লক্ষ্যমাত্রা				সংশোধিত পিপি অনুযায়ী আর্থিক বিধান ও ভৌত/ফিজিক্যাল লক্ষ্যমাত্রা			
	মোট (লক্ষ টাকায়)	টাকা (লক্ষ টাকায়)	পিএ (লক্ষ টাকায়)	ভৌত/ফিজিক্যাল (%)	মোট (লক্ষ টাকায়)	টাকা (লক্ষ টাকায়)	পিএ (লক্ষ টাকায়)	ভৌত/ফিজিক্যাল (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
২০১০-১১	২৩৯৩.৩০	৩৩৬.৫০	২০৫৬.৮০	৬.৮৪	২২৯৩.৩০	৩৩৬.৫.	১৯৫৬.৮০	৫.৫২
২০১১-১২	৫৪১৬.৯৬	৫৩০.০১	৪৮৮৬.৯৫	১৫.৪৯	৪৭৭৮.৫৫	৫৩০.০১	৪২৪৮.৫৪	১১.৫১
২০১২-১৩	৮৬২১.৩০	২৩৫৭.৫৪	৬২৬৩.৭৬	২৪.৬৫	২৭৪৬.৭৮	৬০৪.৭৯	২১৪১.৯৯	৬.৬১
২০১৩-১৪	৮২২২.৮৯	২২৯৪.৭৬	৫৯২৮.১৩	২৩.৫১	১১৩৭০.৮৯	৩৫৬৩.৯৬	৭৮০৬.৯৩	২৭.৩৮
২০১৪-১৫	৭২০৭.০৫	১২৪১.৫৭	৫৯৫৬.৪৮	২০.৬০	১২৯১২.২৫	১২১৭.৮২	১১৬৯৪.৪৩	৩১.১০
২০১৫-১৬	৩১১৬.৮৪	৭৩৭.৯৬	২৩৭৮.৮৮	৮.৯১	৪৯৩৭.১০	২১৫৪.২১	২৭৮২.৮৯	১১.৮৯
২০১৬-১৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৪৮৪.৯৬	১২৪২.০৬	১২৪২.৯০	৫.৯৮
মোটঃ	**৩৪৯৭৮.৩৪**	**৭৪৯৮.৩৪**	**২৭৪৮০.০০**	**১০০.০০**	**৪১৫২৩.৮৩**	**৯৬৪৯.৩৫**	**৩১৮৭৪.৪৮**	**১০০.০০**

তথ্যসূত্র: কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন

১.১০ অডিট কার্যক্রম (পিসিআর অনুযায়ী)

অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা: (Internal Audit):
পিসিআর এর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় কোন অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়নি।

বাহ্যিক নিরীক্ষা (External Audit):
এসসিডিপি প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময়ের প্রতি অর্থ-বছরের জন্যই বাহ্যিক নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। পিসিআর এর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ২০১০-২০১১ অর্থ-বছর থেকে ২০১৫-২০১৬ অর্থ-বছর পর্যন্ত দাখিলকৃত ৬ টি বাহ্যিক নিরীক্ষা প্রতিবেদনের মধ্যে শুধুমাত্র ২০১০-১১ অর্থ-বছর ব্যতীত সবগুলো অর্থ-বছরেই কিছু না কিছু অডিট আপত্তি উত্থাপিত হয়েছিল এবং পরবর্তীতে সেইসব অডিট আপত্তির নিষ্পত্তিও করা হয়েছিল। নিম্নে অর্থ-বছর ভিত্তিক বাহ্যিক নিরীক্ষা প্রতিবেদন জমা দেবার তারিখ উল্লেখ করা হল:

নিরীক্ষা কাল (Audit Period)	নিরীক্ষা প্রতিবেদন জমা দেবার তারিখ	অডিট আপত্তি ছিল কিনা	আপত্তির নিষ্পত্তি হয়েছিল কিনা
২০১০-২০১১	৩১/১২/২০১১	কোন অডিট আপত্তি ছিল না	-
২০১১-২০১২	৩১/১২/২০১২	অডিট আপত্তি ছিল	নিষ্পত্তি হয়েছিল
২০১২-২০১৩	৩১/১২/২০১৩	অডিট আপত্তি ছিল	নিষ্পত্তি হয়েছিল
২০১৩-২০১৪	৩১/১২/২০১৪	অডিট আপত্তি ছিল	নিষ্পত্তি হয়েছিল
২০১৪-২০১৫	৩১/১২/২০১৫	অডিট আপত্তি ছিল	নিষ্পত্তি হয়েছিল
২০১৫-২০১৬	৩১/১২/২০১৬	অডিট আপত্তি ছিল	নিষ্পত্তি হয়েছিল

১.১১ প্রকল্পের অপারেশন এ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম

প্রকল্পের সার্বিক বাস্তবায়ন এবং পরিবীক্ষণ তদারকির জন্য ডিএই সহ একটি প্রকল্প পরিচালনা ইউনিট ছিল। প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনা এবং সহায়তা করার জন্য আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পরামর্শকদের সমন্বয়ে গঠিত একটি পরামর্শক দল ছিল। দুইটি আঞ্চলিক প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেশন এবং সুপারভিশন ইউনিটি (পিএমইউ) ছিল, যার একটি ছিল বগুড়ায় এবং অন্যটি যশোরে। এই ইউনিট মাঠ পর্যায়ের কাজ পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করত এবং উপকারভোগীদের সাথে যোগাযোগ রাখত। প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিট (পিএমইউ) মাইক্রোফাইন্যান্স ইনস্টিটিউট এর কাজেরও কো-অর্ডিনেট করত। সেখানে নিম্নে উল্লেখিত সরকারী ও বেসরকারী দুটি ইউনিট ছিল:

- কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) - লীড এজেন্সী
- বাংলাদেশ ব্যাংক - ক্রডিট কম্পোন্টে

বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান:

- কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই)
- বাংলাদেশ রুরাল এ্যাডভান্সমেন্ট কমিটি (ব্র্যাক)

সামগ্রিক প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার দায়িত্ব ছিল ডিএই-র। এনজিও-র কাজ ছিল কৃষক দল গঠন করা এবং প্রকল্প উপকারভোগীদের ঋণ সুবিধা প্রদান করা এবং প্রশিক্ষণ ও সম্প্রসারণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণের জন্য উপকারভোগী কৃষকদের মোবিলাইজ করার জন্য ডিএই-র সাথে কাজ করা। এলজিইডি ডিএই এবং স্থানীয় পর্যায়ের কর্তৃপক্ষের সহায়তায় OFSSI অবকাঠামো উন্নয়নের কাজ করেছিল।

বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে ক্রেডিট ফান্ড এর টাকা দুইটি হোলসেল ব্যাংক (ইস্টার্ণ ব্যাংক লিমিটেড ও ব্যাসিক ব্যাংক লিমিটেড)-এর মাধ্যমে ব্র্যাকের কাছে লেনদেন হত। ব্র্যাক সরাসরি ক্ষুদ্র কৃষক দলের সদস্যদের মাঝে ঋণের টাকা বিতরণ করেছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়: প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার কার্যপদ্ধতি (মেথডলজি)

২.১ প্রভাব মূল্যায়ন সামীক্ষার কার্যক্রমের আওতায় পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিধি (TOR)

- প্রকল্পের বিবরণ যেমন: পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন/সংশোধনের অবস্থা, অর্থায়নের বিষয় ইত্যাদি তথ্য পর্যালোচনা;
- প্রকল্পের অর্থ-বছরভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা, অর্থ-বছরভিত্তিক বরাদ্দ ছাড় ও ব্যয় এবং সার্বিক ও বিস্তারিত অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন (বাস্তব ও আর্থিক) অগ্রগতির তথ্য সংগ্রহ, সন্নিবেশন, বিশ্লেষণ, সারণী/লেখচিত্রের মাধ্যমে উপাস্থাপন ও পর্যালোচনা;
- প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লগ ফ্রেমের আলোকে output, outcome ও impact ও অর্জন পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত বিভিন্ন পণ্য কার্য ও সেবা সংগ্রহের (Procurement) ক্ষেত্রে প্রচলিত ক্রয় সংক্রান্ত আইন ও বিধিমালা (পিপিএ, পিপিআর, উন্নয়ন সহযোগীর গাইডলাইন ইত্যাদি) প্রতিপালন করা হয়েছে কি না সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট সুবিধাদি (পণ্য, অবকাঠামো ও সেবা) পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবলসহ আনুষঙ্গিক বিষয় পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত বিভিন্ন পণ্য কার্য ও সেবা সংশ্লিষ্ট ক্রয়চুক্তিতে নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন/ BOQ/TOR, গুণগত মান, পরিমাণ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিবীক্ষণ/ যাচাইয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে কি না সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী কি পরিবর্তন হয়েছে তা বিভিন্ন জাতীয়/ স্থানীয় তথ্য (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) এবং বেইজলাইন সার্ভের (যদি থাকে) আলোকে তুলনামূলক পর্যালোচনা করা।
- প্রকল্পের BCR ও IRR অর্জন পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- প্রকল্পটি Sustainable হয়েছে কিনা সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- প্রকল্পের SWOT Analysis;
- উল্লেখিত পর্যালোচনার ভিত্তিতে সার্বিক পর্যবেক্ষণ; এবং
- প্রয়োজনীয় সুপারিশমালা প্রণয়ন।

২.২ প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার উদ্দেশ্য

প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার সার্বিক উদ্দেশ্য হচ্ছে:

- প্রকল্পের প্রস্তাবনা অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা। সেইসাথে প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন প্যাকেজে সম্পাদিত ক্রয়কাজ যথাযথ ক্রয় বিধিমালা ও নির্দেশনা অনুসরণ করা হয়েছে কিনা তা পর্যালোচনা করা;
- সমীক্ষার নমুনায়িত এলাকায় SCDP প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে উচ্চমূল্যের ফসল উৎপাদন প্রযুক্তি টেকসই হয়েছে কিনা যাচাই করা; এবং
- প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে অভিষ্ট কৃষকের উচ্চ মূল্যের ফসলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, পুষ্টিমানের উন্নয়ন, মহিলাদের কর্মসংস্থান, ফসল সংগ্রহোত্তর ক্ষতি হ্রাস, কৃষি ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শনীর মাধ্যমে উন্নত কলাকৌশল প্রয়োগ সম্প্রসারণ এবং কৃষকদের অর্থনৈতিক এবং জীবনযাত্রার মানের যে পরিবর্তন হয়েছে তা যাচাই করা।

২.৩ প্রস্তাবিত প্রভাব মূল্যায়ন পদ্ধতি

বিস্তৃত-বিন্যাস কৌশল বা System-wide approach[1] অনুসরণ করে এ সমীক্ষা চালানো হয়েছে যা ছিল গভীর ও অংশগ্রহণমূলক। এটি পরিচালিত হয়েছে প্রকল্প সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভের লক্ষ্যে সমীক্ষা দল সদস্য, প্রকল্প ব্যবস্থাপনার জনবল এবং উপকারভোগীদের পর্যায়ক্রমিক আলোচনা বা পরামর্শের ভিত্তিতে। এ সমীক্ষার অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো ছিল: ১. আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকার, ২. দলীয় আলোচনা (এফজিডি) এবং ৩. কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের মাধ্যমে পরিচালিত মাঠ জরিপ, কৃষক সাক্ষাৎকার, কেআইআই, এফজিডি এবং স্থানীয় পর্যায়ে মতবিনিময় কর্মশালা। প্রাথমিক ও দ্বিতীয় পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহ, প্রাপ্ত প্রতিবেদনের পর্যালোচনা, ধারাবাহিকভাবে মাঠ পর্যায় থেকে সংগৃহীত জরিপ পর্যবেক্ষণ ও অভিমত প্রদান করা। প্রাথমিক পর্যায়ের জরিপের জন্য পরামর্শকদল নিয়ে প্রকল্প এলাকার মাঠ পরিদর্শন করা। মাঠ পরিদর্শনের সময় পরামর্শকগণের প্রকল্পের উপকারভোগী ও অন্যান্য জনবলের সঙ্গে আলাপ করা।

পরামর্শক ফার্ম কর্তৃক প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লগ ফ্রেমের আলোকে প্রকল্পের আউপুট, আউটকাম এবং ইমপ্যাক্ট লেবেল এই প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। এ সমীক্ষার জন্য প্রাইমারি (primary) ও সেকেন্ডারি (secondary) উভয় ধরণের তথ্য/উপাত্তই ব্যবহার করা হয়েছে। সেজন্য আইএমইডি থেকে সরবরাহকৃত প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিবেদন/নথিপত্র যেমন DPP, PCR এবং ADB থেকে বেইস লাইন সার্ভে রিপোর্ট (২০১২ সালে করা) ইত্যাদি সেকেন্ডারি তথ্য-উপাত্তের উৎস হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। প্রত্যাশিত প্রাথমিক উপাত্ত সংগ্রহের জন্য যথাযথ নমুনা নকশা ও কাঠামোগত প্রশ্নমালা ব্যবহার করে নমুনা জরিপ চালানো হয়েছে।

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার জন্য বর্ণনামূলক গবেষণা নক্শা অনুসরণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের প্রভাব নিরূপণের জন্য পূর্বাপর (প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে ও প্রকল্প সমাপ্তির পরের) তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তুলনামূলক বিশ্লেষণের জন্য ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করার জন্য base line data ব্যবহার করা হয়েছে। প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের ফলাফল ও প্রভাব সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট করতে প্রকল্প ও প্রকল্প বহির্ভূত পরিবর্তনগুলো অনুসন্ধানের আওতায় আনা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ের সংগৃহীত প্রাথমিক তথ্যের গুণগতমান নিশ্চিত করার জন্য সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

২.৪ প্রভাব মূল্যায়ণ সমীক্ষার ধারণাগত কাঠামো

প্রস্তাবিত নকশাটি প্রভাব মূল্যায়ন মডেল জরিপ বাস্তবায়ন করার জন্য একটি সহজ পদ্ধতি। এটি প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রম পদ্ধতি বাস্তবায়নের ধারণা স্ফীত করে। পদ্ধতির সাথে সামঞ্জস্যের নিশ্চিতকরণ, সেকেন্ডারী তথ্য সংগ্রহ এবং পর্যালোচনা, মূল্যায়ন ফ্রেমওয়ার্ক এবং সারণী ডিজাইন, পর্যবেক্ষণ ডেটা ট্র্যাকিং, ডেটা সংগ্রহ, ডেটা ব্যাখ্যা, একই সময়ে ফলো-আপ কার্যক্রম এবং আউটপুট, বিশ্লেষণাত্নক কৌশল এবং তথ্য বিশ্লেষণ, পর্যবেক্ষণ, সারণীর সংগৃহীত তথ্য একীভূতকরণ, প্রস্তাবনা তৈরী, প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রমগুলিতে একীভূত প্রতিবেদন সম্পর্কে লেআউট তৈরীকরণ নিশ্চিত করতে সহায়তা করে। প্রভাব মূল্যায়ন জরিপের ধারণাগত নকশাটি চিত্র-১ এ দেয়া হল:

[১] বিস্তৃত-বিন্যাস কৌশল বা System-wide approach অনুসরণ হলো পরিসংখ্যানগুলিতে সিস্টেম-ব্যাপী পদ্ধতি ও প্রকল্পের বাস্তায়ন সংস্থা ও development partner এর বাজেট কাঠামো ব্যবহার করা।

চিত্র ১: প্রভাব মূল্যায়ণের ধারণাগত কাঠামো

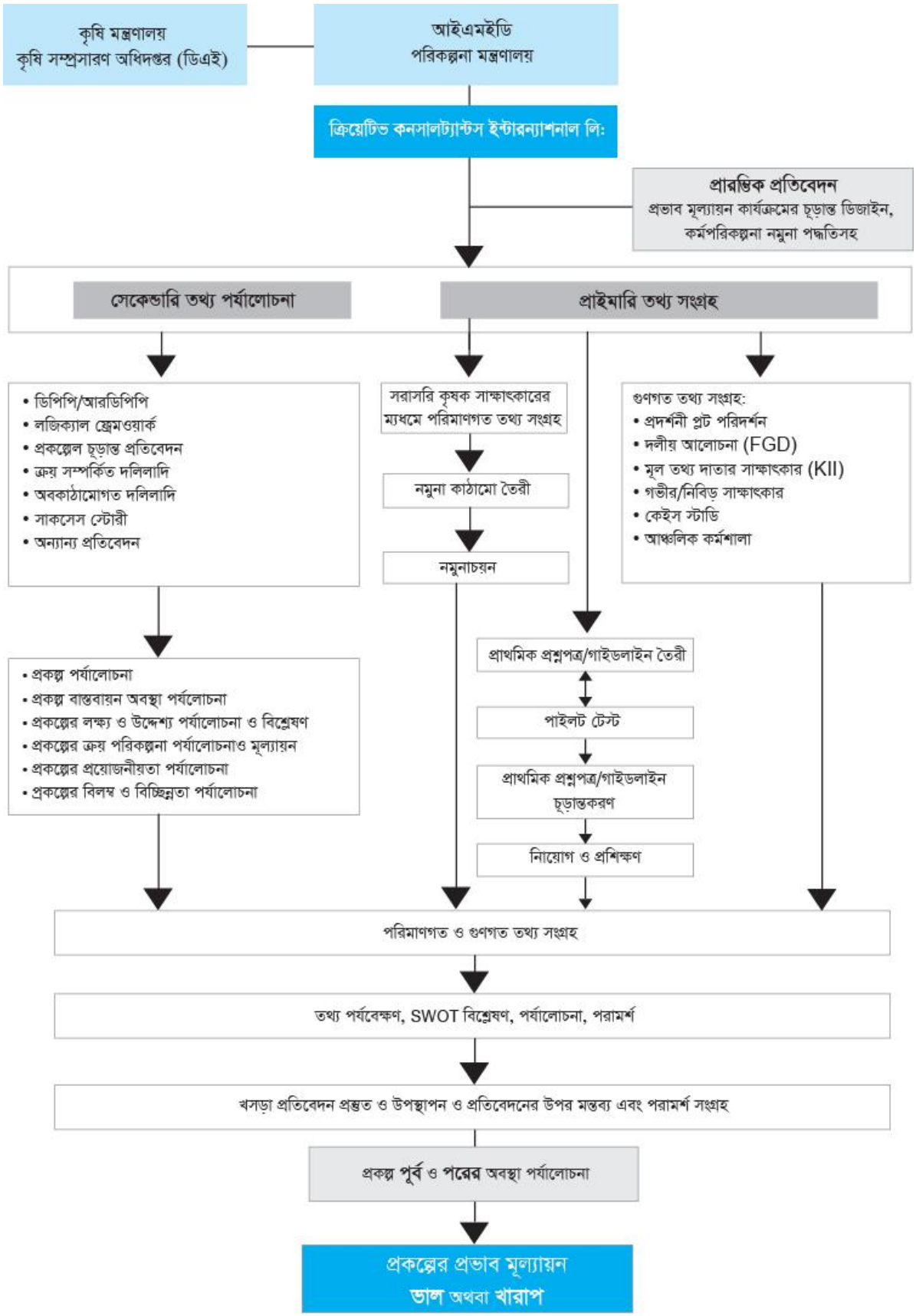

২.৫ নমুনা চয়ন

২.৫.১ নমুনা নির্বাচন পদ্ধতি

প্রকল্পের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য, উপাদানসমূহ, উপকারভোগী ও সংশ্লিষ্টজন বিভিন্নতার জন্য এ সমীক্ষা নমুনা নির্বাচনে বহুস্তরে বিন্যস্ত (multi-stage sampling procedure) নমুনায়ন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। প্রথমে সমীক্ষার নমুনা এলাকা হিসাবে প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার TOR অনুযায়ী ৫২টি প্রকল্প উপজেলা থেকে দৈবচয়নের ভিত্তিতে ২৬টি উপজেলা (৫০%) নমুনা এলাকা হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। অতঃপর ডিএই-র প্রকল্প এলাকার (সদর দপ্তর, জেলা ও উপজেলা পর্যায়) সংশ্লিষ্ট জেলা/উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তার সাথে আলোচনা করে ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ের উপকারভোগী কৃষকদের তালিকা সংগ্রহ করে দৈবচয়নের ভিত্তিতে (random) নমুনা উপকারভোগী কৃষক নির্বাচন করা হয়েছে। খানা পর্যায়ে জরিপ পরিচালনার জন্য ব্যক্তিগত পর্যায়ে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয় ।

পরিমাণগত ও গুণগত উভয় তথ্য সংগ্রহের জন্য **মোট ১০৮০ জন বিভিন্ন শ্রেণীর উত্তরদাতার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়**। এর মধ্যে খানা জরিপের জন্য নির্বাচিত ৯১০ জন উপকারভোগী কৃষকদের সরাসরি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। উপকারভোগী কৃষকদের খানা জরিপের মাধ্যমে পরিমাণগত তথ্য সংগ্রহের পাশাপাশি নির্বাচিত নমুনা এলাকায় কী ইনফরমেন্ট ইন্টারভিউ, এফজিডি, কেস স্টাডি, কনসাল্টেটিভ মিটিং, স্টেকহোল্ডারদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে ১২৫ জনের কাছ থেকে গুণগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে যার বিভাজন হল: উপজেলা/জেলা/জাতীয় পর্যায়ে কী ইনফরমেন্ট ইন্টারভিউ (৫৫ জন: বিভিন্ন স্তরের ডিএই/কৃষি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/এনজিও কর্মকর্তা); পাঁচটি গ্রুপে মোট ৬০ জন উপকারভোগী কৃষকদের নিয়ে FGD; উপকারভোগী কৃষকদের সাকসেস স্টোরির উপর মোট ৫টি কেস স্টাডি তৈরি করা করা হয়েছে। এছাড়াও প্রকল্প অফিস এবং আইএমইডি থেকে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিবেদন বা নথিপত্র সংগ্রহ ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমেও গুণগত (qualitative) তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

২.৫.২ নমুনা আকারের সার-সংক্ষেপ ও বিভাজন

প্রকল্পের প্রকৃতি এবং উদ্দেশ্যগুলির অংশ, উপাদান, উপকারভোগী এবং অংশীদারদের random sampling design অনুসরণ করা হয়েছে। প্রকল্পের নির্বাচিত ২৬টি জেলা এবং প্রতিটি জেলা থেকে ১টি করে উপজেলা নিয়ে মোট ২৬টি উপজেলা (৫০%[২]) মূল্যায়ন সমীক্ষার নমুনা এলাকা হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। পরিমাণগত তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়/জেলা/উপজেলা পর্যায়ের প্রকল্প কর্মকর্তার সাথে আলোচনা করে ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ের উপকারভোগী (কৃষক) উত্তরদাতাদের random নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। কী-ইনফরমেন্ট ইন্টারভিউ সম্পাদনের জন্য প্রধান কী-তথ্যদাতা ডিএই অফিস থেকে যেমন DDAE/UAO/SAAO অথবা তাদের মনোনীত কর্মকর্তা, এনজিও কর্মকর্তা, কৃষক ক্লাবের চেয়ারম্যান/সেক্রেটারি নির্বাচন করা হয়েছে।

নমুনা আকারের সার-সংক্ষেপ ও বিভাজন **সারণী ৬** এ উপস্থাপন করা হল।

[২] TOR – এ নির্দেশিত নমুনা এলাকা নির্বাচন অনুসরণ করা হয়েছে। সংযুক্তি ৭ (সেকশন ১১.১ দেখুন)।

সারণী ৬: নমুনার আকারের সার-সংক্ষেপ ও বিভাজন

গবেষণা এলাকা			উত্তরদাতার ধরণ	নমুনা আকার
বিভাগ	জেলা	উপজেলা		
৫	২৬	২৬	উপকারভোগী কৃষকদের (প্রান্তিক, ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষক) সাথে সরাসরি সাক্ষাৎকার (প্রতি উপজেলা থেকে ৩৫ জন কৃষক মহিলা কৃষকসহ; ৫০% মহিলা কৃষক)	৯১০
			৫ টি FGD ক্ষুদ্র কৃষক দলের সদস্যদের সাথে (প্রতি বিভাগে ১ টি): (প্রতি FGD-তে ১২ জন অংশগ্রহণকারী * ৫ FGD)	৬০
			KIIs উপজেলা পর্যায়ে কৃষি কর্মকর্তাদের সাথে (প্রতি নমুনা উপজেলায় ১ জন * ২৬ উপজেলা)	২৬
			KIIs জেলা পর্যায়ে ডিএই/কৃষি কর্মকর্তাদের সাথে (প্রতি নমুনা জেলায় ১ জন * ২৬ জেলা)	২৬
			NGO কর্মকর্তাদের সাথে নিবিড় সাক্ষাৎকার (প্রতি নমুনা উপজেলায় ১ জন * ২৬ উপজেলা)	২৬
			স্টেকহোল্ডার, প্রকল্প এলাকার সংশ্লিষ্ট প্রকল্প কর্মকর্তা, উপকারভোগী কৃষক, স্থানীয় নেতৃবৃন্দ, এনজিও প্রতিনিধি (ব্রাক), সামাজিক প্রতিনিধি ইত্যাদিসহ সংশ্লিষ্ট জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তিবগের সাথে আলোচনা	৫০
			কনসাল্টেটিভ মিটিং (ক্রয় সংক্রান্ত বিষয়সহ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট আনুষঙ্গিক প্রয়োজনীয় তথ্য ও নথিপত্র সংগ্রহের জন্য): প্রকল্প পরিচালক, উপ-পরিচালক, ডিএই ও অন্যান্য প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তিবর্গদের সাথে আলোচনা	৩
			সফল উপকারভোগী কৃষকদের নিয়ে কেস স্টাডি	৫
মোট				১১০৬

২.৫.৩ নমুনা নকশা

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষায় পরিমাণগত জরিপের জন্য নমুনা আকার নির্বাচনে পরিসংখ্যানগত সূত্র ব্যবহার করা হয়েছে। নমুনা আকার নির্ধারণ করার জন্য কনফিডেন্স লেভেল ও প্রিসিশনের উপর ভিত্তি করে একটি পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। জনসংখ্যার সাংখ্যিক মানের পাশাপাশি এই পদ্ধতিতে জনসংখ্যার বৈচিত্র্য, কনফিডেন্স লেভেল প্রয়োজনীয় বিষয়গুলোর মধ্যে অন্যতম (Godden, 2004)। উত্তরদাতাদের জন্য নমুনা আকারগুলি এমনভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে নমুনাটি নির্দিষ্ট নির্ভুলতার মাত্রার ৫% সহ কনফিডেন্স লেভেল অনুমানিত ফলাফলটি ৯৫%। এই তিনটি বিভাগের উত্তরদাতাদের নমুনা আকারগুলি নিম্নলিখিত সূত্রটি ব্যবহার করে অনুমান করা হয়েছে (কোঠারি, ১৯৯৬: ২১৮):

$$n = \frac{z^2 pq}{e^2}$$

$$n = \frac{(1.96)^2 \cdot 0.5 \cdot 0.5}{(0.0325)^2}$$

$$\therefore \quad n = 909.25$$

যেখানে n = required sample size to be determined;
p = Proportion of the target population having a particular characteristic;
q = 1 – P (Q = 0.5);
e = Acceptable error (0.05);
N= Population size (direct beneficiaries) = 910
z = Standard normal variant at 95 percent confidence level.

প্রদত্ত নির্ভুলতার মাত্রা (p =.৫০; e = .০৫) বিবেচনায় উপরোক্ত সমীকরণ সমাধানের মাধ্যমে সুবিধাভোগীদের নমুনা আকার ৯১০ করা হয়েছে। প্রতিটি নমুনা এলাকা থেকে নমুনা সংখ্যা নির্বাচনের সময় মোট সুবিধাভোগীর সংখ্যা বিবেচনা করা হবে।

২.৫.৪ নমুনা এলাকা

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার TOR অনুযায়ী এবং আইএমইডি কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে সম্ভাব্য নমুনা এলাকা নির্বাচন ও চূড়ান্ত করা হয়েছে। নিম্নের সারণীতে নির্বাচিত নমুনা এলাকার বিভাজন দেখানো হল।

সারণী ৭: জেলা ও উপজেলা অনুযায়ী নির্বাচিত নমুনা এলাকা

বিভাগ	জেলার নাম	নির্বাচিত উপজেলার নাম
ঢাকা	ফরিদপুর	মধুখালী
	গোপালগঞ্জ	মুকছুদপুর
	মাদারীপুর	কালকিনি
	শরিয়তপুর	জাজিরা
	রাজবাড়ী	রাজবাড়ী সদর
খুলনা	কুষ্টিয়া	মিরপুর
	যশোর	ঝিকরগাছা
	সাতক্ষীরা	দেবহাটা
	মাগুরা	শ্রীপুর
	ঝিনাইদাহ	কোটচাঁদপুর
	চুয়াডাঙ্গা	দামুড়হুদা
	মেহরপুর	মুজিবনগর
	নড়াইল	নড়াইল সদর
	খুলনা	ডুমুরিয়া
	বাগেরহাট	ফকিরহাট
বরিশাল	বরিশাল	আগৈলঝরা
	ঝালকাঠি	ঝালকাঠি সদর
	পিরোজপুর	নাজিরপুর
রংপুর	দিনাজপুর	বিরামপুর
	লালমনিরহাট	হাতীবান্ধা
	কুড়িগ্রাম	নাগেশ্বরী
	গাইবান্ধা	সাদুল্লাপুর
রাজশাহী	বগুড়া	সোনাতলা
	চাঁপাই নবাবগঞ্জ	চাঁপাই নবাবগঞ্জ সদর
	রাজশাহী	গোদাগাড়ী
	নাটোর	বাগাতিপাড়া

চিত্র ২: নমুনা এলাকার ম্যাপ

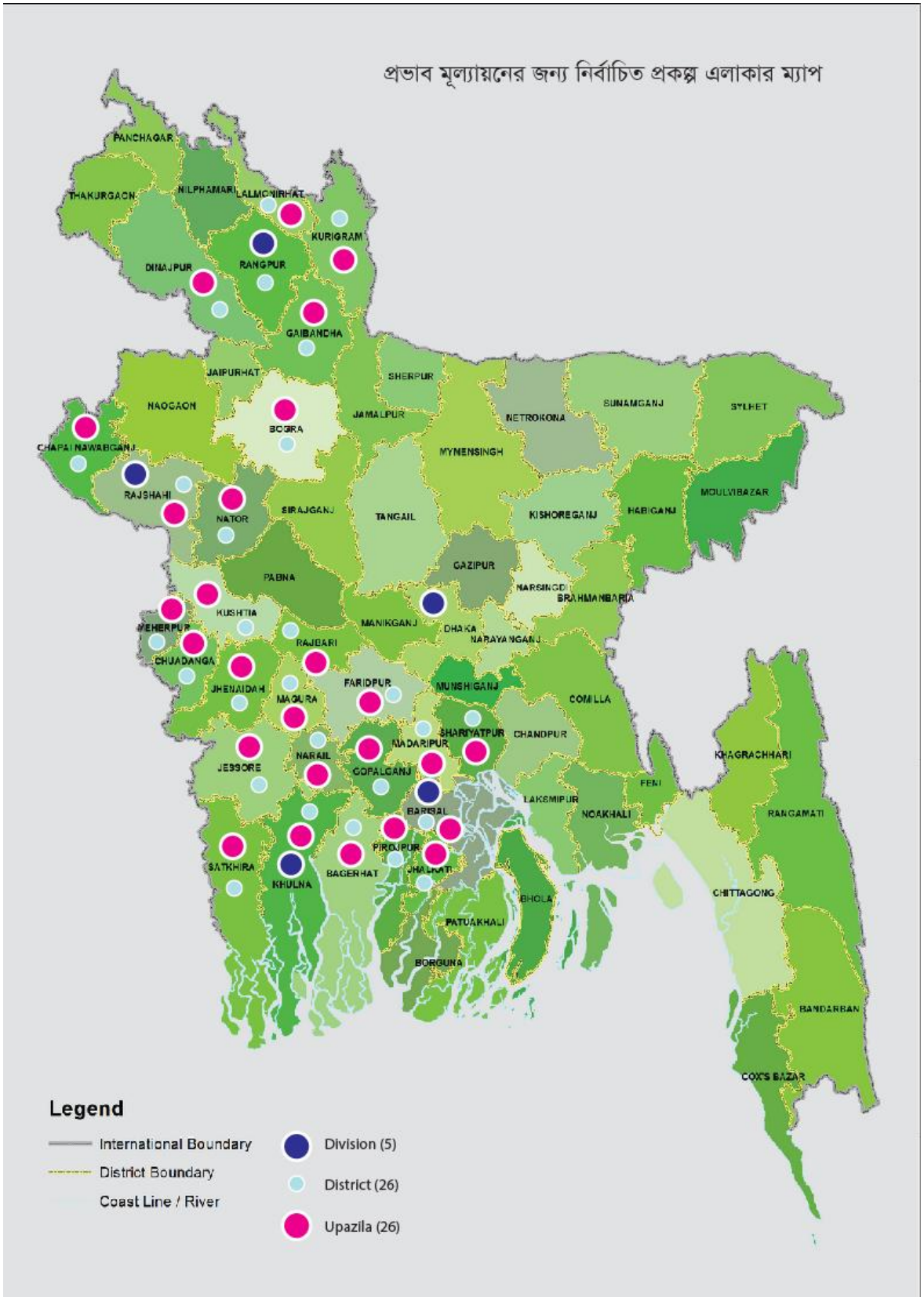

২.৬ সমীক্ষার নির্দেশক/সূচকসমূহ

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা কাজের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য বিভিন্ন সূচক/নির্দেশক (indicators) ব্যবহার করা হয়েছে। সম্ভাব্য সূচক বা নির্দেশকসমূহ নিম্নে দেয়া হল:

সারণী ৮: প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার সূচকসমুহ

প্রধান ইস্যু	নির্ধারিত সূচকসমুহ (indicators)
ক্ষুদ্র কৃষক দল গঠন ও ক্রেডিট সহায়তা একং কৃষকদের প্রকল্পের কার্যক্রমে অংশগ্রহণ	• প্রকল্পের আওতায় মোট কতটা ক্ষুদ্র কৃষক দল গঠিত হয়েছে; মোট কতজন কৃষককে এই কৃষক দলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে (পুরুষ ও মহিলা); মোট কতভাগ মহিলা কৃষক দলে অন্তর্ভুক্ত ছিল • নমুনা এলাকায় ক্ষুদ্র কৃষক দল গঠিত হয়েছে কিনা; গঠিত ক্ষুদ্র কৃষক দলের সংখ্যা; একটি কৃষক দলের সদস্য সংখ্যা কতজন (পুরুষ ও মহিলা); কৃষক দলে কতভাগ মহিলা; ৫০% মহিলাসহ উপকারভোগী কৃষক সনাক্ত এবং সংগঠিত করা হয়েছে কিনা • শুধুমাত্র মহিলাদের নিয়ে কোন মহিলা কৃষক দল গঠিত হয়েছে কিনা, কতটি মহিলা দল গঠন করা হয়েছে এবং একটি মহিলা কৃষক দলের সদস্য সংখ্যা কতজন • % কৃষক প্রকল্পে আওতায় উচ্চমূল্য ফসল উৎপাদন করেছেন, কৃষক দলের সদস্যগণ SCDP প্রকল্প থেকে কি কি উচ্চমূল্য ফসল চাষবাদ করেছেন, আধুনিক প্রযুক্তি গ্রহণ এবং ক্ষুদ্র কৃষকদের ক্রেডিট সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে উচ্চমূল্যের ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে কিনা ও কি পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে, মূল বৃদ্ধি পেয়েছে কিনা, কতভাগ; ফসলের গুণগতমান উন্নয়ন ও মূল্য সংযোজনের ফলে ফসলের বাজারমূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে কিনা, কত % বৃদ্ধি পেয়েছে • কৃষকদলের সদস্যরা ওয়ার্কশপ, মাঠ দিবস ও মোটিভেশনাল ট্যুর-এ অংশগ্রহণ করেছে কিনা, কতটিতে, এইগুলিতে অংশগ্রহণ করে তারা কিভাবে লাভবান হয়েছে • ক্ষুদ্র কৃষকদলের সদস্যরা প্রদর্শনী প্লট পেয়েছেন কিনা, প্রদর্শনী প্লটে কৃষকদের নিজেদের জমি প্রদর্শনীর ফসল উৎপাদনে ব্যবহার করা হয়েছে কিনা, কি পরিমাণ জমি ব্যবহৃত হয়েছে • প্রকল্প থেকে কৃষকদের কি কি দেওয়া হয়েছে (নগদ অর্থ, বীজ, সার ইত্যাদি) • কতভাগ কৃষক প্রকল্প থেকে ঋণ গ্রহণ করেছে, এই টাকা কিভাবে খরচ করেছে, ঋন পরিশোধের অবস্থা কেমন ইত্যাদি • বর্তমানে উচ্চমূল্য ফসল উৎপাদন করছে কিনা, প্রকল্প থেকে ক্রেডিট সুবিধা পাচ্ছে কিনা
প্রশিক্ষণ ও সম্প্রসারণ	• কৃষক প্রশিক্ষণ: কৃষক দলের কৃষকগণ এইচভিসি প্রশিক্ষণ পেয়েছে কিনা; কতজন (%) কৃষক প্রশিক্ষণ পেয়েছে (পুরুষ ও মহিলা); প্রকল্প থেকে কয়বার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন; কি কি বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ পেয়েছে • কতজন প্রশিক্ষক (ডিএই এবং এমএফআই কর্মকর্তা) প্রকল্পের আওতায় TOT প্রশিক্ষণ পেয়েছে; কি কি বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ পেয়েছে • কতজন ডিএই স্টাফ (এসএএও, সিএফ, এফও) প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ পেয়েছেন; কি কি বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ পেয়েছে • কতটি কৃষি মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে, কোথায় এই মেলাগুলো হয়েছে, % উপকারভোগী কৃষক এই মেলায় অংশগ্রহণ করেছে • কতটি ওয়ার্কশপ (উপজেলা, জেলা, আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে) অনুষ্ঠিত হয়েছে:

প্রধান ইস্যু	নির্ধারিত সূচকসমুহ (indicators)
	ডিএই সদর দপ্তর, মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা এবং এনজিও এবং কৃষকদের কর্মশালা, কৃষকদের কর্মশালায় মহিলাদের অংশগ্রহণের শতকরা হার কত ছিল ● কতটি মহিলা নেতৃত্ব আলোচনা দল গঠিত হয়েছিল এবং এই দল প্রকল্পের আওতায় কি কি কাজ করেছিল ● উচ্চমূল্যের ফসলের উপর কতটি প্রদর্শনী প্লট এর আয়োজন করা হয়েছিল এবং এর মধ্যে কতটি প্লট মহিলাদের জন্য নির্ধারিত ছিল ● কৃষকদের জন্য কতটি মাঠ দিবস পরিচালনা করা হয়েছিল এবং এই মাঠ দিবসে শতকরা কতভাগ মহিলা অংশগ্রহণকারী ছিল ● স্থানীয় এলাকায় কৃষকদের জন্য কতিট মোটিভেশনাল ট্যুর এর আয়োজন করা হয়েছিল এবং এতে শতকরা কতভাগ মহিলা অংশগ্রহণকারী ছিল ● কতটি কৃষি মেলা আয়োজন করা হয়েছিল, এই মেলাগুলো কোথায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল, এই মেলায় মহিলাদের জন্য পৃথক স্টল বরাদ্দ ছিল কিনা এবং কতটি স্টল বরাদ্দ ছিল
প্রকল্পে প্রভাব	● উচ্চ মূল্য ফসলের টেকসই উৎপাদন ও বানিজ্যিকীকরণ বৃদ্ধি পেয়েছে কিনা, কত % বৃদ্ধি পেয়েছে ● উচ্চ মূল্য ফসলের ফসল (HYV) সংগ্রোহত্তর ক্ষতি কমেছে কিনা, কত % কমেছে ● ফসলের গুণগতমান উন্নয়ন ও মূল্য সংযোজনের ফলে ফসলের বাজারমূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে কিনা, কত % বৃদ্ধি পেয়েছে ● এইচভিসি ফসলের এলাকা সম্প্রসারিত হয়েছে কিনা, কি পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে ● উচ্চ মূল্যের ফসল (HYV) উৎপাদনের মাধ্যমে প্রান্তিক ক্ষুদ্র, মাঝারি কৃষকের আয় কতভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে ● বানিজ্যিক কৃষিতে মহিলাদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, গ্রামীণ মহিলাদের ক্ষমতায়ন, আয় বৃদ্ধি পেয়েছে কিনা, কতভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে ● উচ্চ মূল্যের ফসল (HYV) চাষের মাধ্যমে খাদ্য পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ হয়েছে কিনা, কতভাগ (%) ● কৃষি-ভিত্তিক আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, উচ্চ মূল্যের ফসল উৎপাদনের মাধ্যমে কৃষকদের আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন করা হয়েছে কিনা, কি পরিমাণ ● কৃষি অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে কিনা, কিভাবে
প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন প্যাকেজে (পণ্য, নির্মাণ কাজ ও সেবা) ক্রয়	● ক্রয়কাজে পিপিআর-২০০৬/পিপিআর-২০০৮ অনুসরণ করা হয়েছিল কিনা, ● টেন্ডার ডকুমেন্ট তৈরি এবং তা প্রচার করা হয়েছে কিনা।
প্রকল্পের সফলতা, দুর্বলতা ও সুপারিশ	● প্রকল্পের স্থায়িত্ব: এইচভিসি ফসল চাষ বৃদ্ধি, প্রযুক্তির ব্যবহার, প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য ইনপুট, ক্রেডিট সহায়তা, প্রক্রিয়াকরণ এবং বিপণন, সঞ্চয়, সরকারী-বেসরকারী অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি ● প্রকল্পের সবল ও দুর্বল দিক চিহ্নিত করা ● প্রকল্পের বিভিন্ন রকম ঝুঁকি চিহ্নিত করা ● উন্নয়ন প্রকল্প সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট মতামত প্রদান ● এই প্রকল্পের টেকসই এবং সুবিধাজনক দিকগুলো অন্য প্রকল্পে বাস্তবায়নের জন্য সুপারিশ করা

২.৭ উপাত্ত সংগ্রহের সরঞ্জাম বা প্রশ্নপত্র তৈরি

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার উদ্দেশ্য এবং প্রকল্পের লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক এর আউটপুট ও আউটকাম এর সূচকগুলো অনুসরণ করে তথ্য সংগ্রহের instrument বা প্রশ্নপত্র তৈরি করা হয়ছে। প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার জন্য গুণগত এবং পরিমাণগত উপাত্তের প্রয়োজনের ভিত্তিতে, কাঠামোগত এবং উন্মুক্ত প্রশ্নপত্র প্রস্তুত ও ব্যবহার করা হয়েছে। পরিবীক্ষণ উপকরণসমূহ বা প্রশ্নপত্র প্রারম্ভিক পর্যায়ে যথাযথ যাচাই-বাছাইয়ের আলোকে চূড়ান্ত করা হয়েছে। ইতোপূর্বে নির্দেশিত উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্বক নিম্নোক্ত ৮ সেট তথ্য সংগ্রহ প্রশ্নপত্র/গাইডলাইন তৈরি করা হয়েছে:

- ফরম-ক: মাঠ জরিপ (উপকারভোগী কৃষক) - এক সেট
- ফরম-খ: এফজিডি (FGDs) গাইড লাইন - এক সেট
- ফরম-গ: KIIs প্রশ্নপত্র (জেলা পর্যায়ের কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা) - এক সেট
- ফরম-ঘ: KIIs প্রশ্নপত্র (উপজেলা পর্যায়ের কৃষি কর্মকর্তা) - এক সেট
- ফরম-ঙ: ক্রয় সংক্রান্ত চেকলিস্ট - এক সেট
- ফরম-চ: সাকসেস স্টোরি কেস স্টাডি গাইড লাইন - এক সেট
- ফরম-ছ: এনজিও কর্মকর্তাদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ ফরম - এক সেট

প্রশ্নপত্র বা তথ্য সংগ্রহের গাইড লাইন/চেক লিস্ট তৈরি করার ক্ষেত্রে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়েছে। প্রথমে খসড়া প্রশ্নপত্র প্রস্তুত তা যাচাই বাছাই ও পরবর্তীতে এই প্রশ্নপত্র/গাইড লাইন/চেকলিস্ট সমূহ মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প এলাকায় পাইলট টেস্ট/প্রি-টেস্ট করা হয়েছে এবং আইএমইডির প্রকল্প দলের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে চূড়ান্ত করা হয়েছে (প্রশ্নপত্র সংযুক্তি পরিশিষ্ট ১)। প্রশ্নপত্র চূড়ান্ত করার জন্য টিম লিডার গত ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে গোদাগাড়ী উপজেলায় পাইলট টেস্ট করেছেন। তিনি কয়েকজন এসসিডিপি কৃষকের সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন এবং খসড়া প্রশ্নাবলির ভিত্তিতে তাদের সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন। সব কৃষকই এসসিডিপির উচ্চমুল্যের ফসল উৎপাদনে সন্তুষ্ট ছিলেন। তারা দীর্ঘ সময়ের জন্য একই ধরণের প্রকল্প চায়। কৃষকদের মধ্যে একজন এসসিডিপির ঋণ নিয়ে যথাসময়ে তা ফেরত দেন। তবে তারা সামাজিক সমস্যা এড়াতে পণ্য বিপণনের সুবিধার্থে বিক্ষিপ্ত প্লটের পরিবর্তে ব্লক প্লট করার পরামর্শ দেন।

২.৮ প্রাথমিক পরিদর্শন

প্রকল্পের ধারণা স্পষ্ট করে বোঝার জন্য টিম লিডার গত ২২ জানুয়ারি ২০২০ তারিখ ডিএই এর সদর দপ্তর পরিদর্শন করেন এবং নিরাপদ উদ্যানতত্ত্বের প্রকল্প পরিচালক ড. মোঃ শাহিনুল ইসলামের (এসসিডিপির বর্তমান যোগাযোগ ব্যক্তি) সাথে সাক্ষাৎ করেন। সেখানে এসসিডিপির ক্রেডিট ম্যানেজমেন্ট বিশেষজ্ঞ মোঃ রফিকুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন। তাছাড়াও সর্বশেষ প্রকল্প পরিচালক জনাব মো: ফজলুল হকের সাথেও প্রকল্পের বিভিন্ন দিক নিয়ে প্রাথমিক আলোচনা হয়। তাছাড়াও প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রমের স্টাডি কোঅর্ডিনেটর জনাব আলী আহম্মেদ গত ১২ মার্চ ২০২০ তারিখে প্রকল্প পরিচালক ড. মোঃ শাহিনুল ইসলামের সাথে দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ করেন ও স্থানীয় কর্মশালা আয়োজন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। ড. মোঃ শাহিনুল ইসলাম স্থানীয় কর্মশালা আয়োজনের ওপর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

২.৯ মাঠ কর্মী নিয়োগ, পরিচিতি ও প্রশিক্ষণ

সমীক্ষার কাজে কমপক্ষে স্নাতক বা মাস্টারস ডিগ্রিধারী এবং তথ্য সংগ্রহ কাজে পর্যাপ্ত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ১২ জন তথ্য সংগ্রহকারী কর্মীকে সমীক্ষা কাজে নিযুক্ত করা হয়। মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের জরিপের উদ্দেশ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের উপকরণ ব্যবহারে দক্ষ করে তোলার জন্য ক্রিয়েটিভ কনসালটেন্টস এর অফিসে দু'দিন ব্যাপি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। পরামর্শক দল বক্তৃতা দেয়া ছাড়াও উপাত্ত সংগ্রহের উপকরণ ব্যবহার করে মাঠ পর্যায় থেকে কিভাবে উপাত্ত সংগ্রহ করতে হয়, কিভাবে বাস্তব ক্ষেত্রে সাক্ষাৎকার নিতে হয় এসব বিষয়ে প্রশিক্ষণার্থীদের হাতে কলমে শিক্ষা দেন।

২.১০ তথ্য সংগ্রহ

প্রশিক্ষণ শেষে সকল মাঠকর্মীকে তাদের নিজ নিজ কাজ সম্পর্কে বিস্তারিত ব্রীফ করা হয় এবং তথ্য সংগ্রহের কর্ম পরিকল্পনা বুঝিয়ে দেয়া হয়। এই কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী নমুনা এলাকা হতে সমীক্ষার মাঠ পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহের কাজ শুরু করা হয়। মাঠ পর্যায়ে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের জন্য তথ্য সংগ্রহকারীদের ৬ টি টিমে ভাগ করা হয়। প্রতি টিমে ১ জন সুপারভাইজার ও ১ জন তথ্য সংগ্রহকারী ছিলেন। উপকারভোগী কৃষকদের ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার সাধারণত তথ্য সংগ্রহকারীগণ নিয়েছেন। ফিল্ড সুপারভাইজার দলের কাজ তদারকির পাশাপাশি FGD এবং নিবিড় সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছেন। ৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখের মধ্যে মাঠ পর্যায়ে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের কাজ সম্পন্ন করা হয়।

মোট তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছেঃ উপকারভোগী কৃষকদের (প্রান্তিক, ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষক) সাথে সরাসরি সাক্ষাৎকার- ৯১০; এফজিডি (কৃষকদের সাথে)-৫ টি (প্রতি এফজিডিতে ১২ জন করে মোট ৬০ জন); KIIs উপজেলা পর্যায়ে- ২৬; KIIs জেলা পর্যায়ে- ২৬; এনজিও কর্মকর্তার সাক্ষাতকার-২৬; জাতীয় পর্যায়ে কনসালটেটিভ মিটিং (ক্রয় সংক্রান্ত বিষয়সহ আনুষঙ্গিক প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের জন্য) প্রকল্প পরিচালক, উপ-পরিচালক, ডিএই ও অন্যান্য প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তিবর্গদের সাথে আলোচনা-৩; সফল উপকারভোগী কৃষকদের নিয়ে ৫টি কেস স্টাডি তেরি করা হয়েছে (সংযুক্তি ৭)

২.১১ তত্ত্বাবধান ও মান নিয়ন্ত্রণ

তথ্য সংগ্রহের সময় তথ্যের গুণগত মানের দিকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়। তথ্য সংগ্রহকালীন সময়ে টিমের সুপারভাইজার তথ্যের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য ধারাবাহিকভাবে তথ্য সংগ্রহের কাজ সুপারভিশন এবং মনিটরিং করেছেন। সুপারভাইজার তথ্য সংগ্রহকারীদের পূরণকৃত প্রশ্নপত্র চেক করেছেন এবং চেকিং এর সময় কোন অসামঞ্জস্য বা ভুল পাওয়া গেলে তা মাঠপর্যায়ে তাৎক্ষণিকভাবে সংশোধন করেছেন। প্রশ্নপত্র তথ্য সংগ্রহকারীদের দ্বারা ক্রস চেক করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহকারীগণ যাতে সময়মত মানসম্মত কাজ শেষ করতে পারেন সে বিষয়ে সুপারভাইজার যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। এছাড়া, এই সমীক্ষার দলনেতা, সমীক্ষা টিমের অন্যান্য পরামর্শকগণ, সমীক্ষা সমন্বয়কারী এবং পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য কর্মকর্তাগণ তথ্য সংগ্রহকারী দলের কাজ স্পট পরিদর্শনের মাধ্যমে মনিটর করে গৃহীত তথ্যের গুণগত মান নিশ্চিত করেছেন।

২.১২ তথ্য প্রক্রিয়াকরণ, একত্রীকরণ ও বিশ্লেষণ

মাঠ থেকে সংগৃহীত পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কার্যালয়ে পৌঁছানোর পর পরিমাণগত প্রশ্নপ্রত্র কোডিং ও তথ্য কম্পিউটারে সন্নিবেশিত (এন্ট্রি) করার পূর্বে এডিটর দ্বারা তথ্য এডিট করা হয়েছে, যাতে তথ্যের গুণগতমান বজায় থাকে এবং তথ্য ত্রুটিহীন হয়। তারপর তথ্য কম্পিউটারে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। তথ্য কম্পিউটারে সন্নিবেশিত করার জন্য কম্পিউটার সফটওয়ার প্রোগ্রাম MS Access ব্যবহার করা হয়েছে এবং তথ্য বিশ্লেষণের জন্য SPSS সফটওয়্যার প্রোগ্রাম ব্যবহার করা হয়েছে। পরিমাণগত তথ্যের ক্ষেত্রে তথ্য একত্রীকরণ ও বিশ্লেষণে পর্যায়ক্রমিকভাবে যে কাজগুলো করা হয়েছে তা হল: প্রশ্নাবলী নিবন্ধান, এডিটিং, কোডিং, কম্পিউটারে ডাটা এন্ট্রি, ডাটা যাচাইকরণ, ডাটা প্রসেসিং এবং পরিশেষে ডাটা বিশ্লেষণ ও প্রয়োজনীয় আউটপুট তৈরি। অনুরূপভাবে গুণগত পদ্ধতিতে সংগৃহীত তথ্যাদিও একত্রীকরণ করা হয়েছে। তথ্য বিশ্লেষণে সারণী/টেবিল (ট্যাবুলেশন), গ্রাফ, চার্ট ইত্যাদির মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে। পরিমাণ ও গুণগত উভয় পদ্ধতিতে সংগৃহীত তথ্যাদি বিশ্লেষণ করে প্রাপ্ত তথ্যাদির শ্রেণীবিন্যাস করা হয়েছে। তথ্য বিশ্লেষণে পরিমাণগত (উপকারভোগী মাঠ জরিপ) ও গুণগত উভয় পদ্ধতিতে সংগৃহীত তথ্যাদি (দলীয় আলোচনা, নিবিড় সাক্ষাৎকার, স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা, পর্যবেক্ষণ, কেস স্টাডি) থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন ফলাফল বিশ্লেষণ করে সমষ্টিগত ফলাফলের মাধ্যমে প্রতিবেদনে উপস্থাপন করা হয়েছে। সংগৃহিত তথ্যাদি সারণী/লেখচিত্রের (পাই চার্ট/গ্রাফের) মাধ্যমে প্রতিবেদনে উপস্থাপন করা হয়েছে।

২.১৩ সমীক্ষার প্রতিবেদন

প্রতিবেদন তৈরিতে মানসম্পন্ন ফরম্যাট (বিন্যাস) ব্যবহার করা হয়েছে যাতে করে প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার ফলাফল সহজেই প্রকল্পের **বর্তমান সূচক** ও **পূর্বের সূচকের** সাথে তুলনা করা যায়। মাঠ পর্যায়ে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণপূর্বক পূর্বের এবং বর্তমান সূচক গ্রাফ আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিটি প্রতিবেদন যাচাই-বাছাইপূর্বক চূড়ান্তকরণের জন্য টেকনিক্যাল ও স্টিয়ারিং কমিটিতে উপস্থাপন করা হয়েছে। টেকনিক্যাল ও স্টিয়ারিং কমিটি থেকে প্রাপ্ত কমেনট্স বা পরামর্শ প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

প্রারম্ভিক প্রতিবেদন: বাংলায় তৈরি করা এ খসড়া প্রারম্ভিক প্রতিবেদন চুক্তি স্বাক্ষরের **১৫** দিনের মধ্যে অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রারম্ভিক প্রতিবেদনে, জরিপ পদ্ধতি, উপাত্ত সংগ্রহের উপকরণ (খসড়া প্রশ্নপত্র, চেকলিস্ট ও ম্যানুয়াল এবং নির্দেশাবলী), উপাত্ত সূত্র, উপাত্ত সংগ্রহ বিধিমালা, স্টেকহোল্ডারস্, জনবল নিয়োগ এবং কর্ম পরিকল্পনার ছক প্রতিবেদনে প্রকল্প কর্তৃপক্ষের প্রয়োজন অনুযায়ী বাংলা ভাষায় লিখিত হয়েছে। প্রারম্ভিক প্রতিবেদন মোট ৪০ কপি (টেকনিক্যাল কমিটি ২০ + স্টিয়ারিং কমিটি ২০) জমা দেয়া হয়েছে। টেকনিক্যাল কমিটির মতামত অনুসরণপূবর্ক প্রারম্ভিক প্রতিবেদন পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করে স্টিয়ারিং কমিটিতে উপস্থাপন করা হয়েছে।

খসড়া প্রতিবেদন: খসড়া প্রতিবেদন চুক্তি স্বাক্ষরের **৭৫ দিনের** মধ্যে তৈরি ও জমা দেয়া হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণপূর্বক ফাইনডিংস ও সুপারিশমালা প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। খসড়া প্রতিবেদন তৈরি ও তা যাচাই-বাছাইয়ের জন্য টেকনিক্যাল ও স্টিয়ারিং কমিটি বরাবরে উপস্থাপন করা হয়েছে। টেকনিক্যাল ও স্টিয়ারিং কমিটির মতামত অত্র চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদনে সন্নিবেশিতে করা হয়েছে।

চূড়ান্ত প্রতিবেদন: টেকনিক্যাল, স্টিয়ারিং ও জাতীয় কর্মশালা থেকে প্রাপ্ত পরামর্শ সন্নিবেশিত করে চূড়ান্ত প্রতিবেদনটি চুক্তি স্বাক্ষরের ১২০ দিনের মধ্যে তৈরি ও জমা দেয়া। চূড়ান্ত প্রতিবেদনের ৬০ কপি (৪০ কপি বাংলায় এবং ২০ কপি ইংরেজিতে) ও সফ্ট কপি মহাপরিচালক, মূল্যায়ন শাখা-৪, আইএমইডি বরাবরে পেশ করা।

২.১৪ প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার কার্য সম্পাদনের ধাপ

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার কার্যক্রম নিম্নলিখিত তিনটি পর্যায়ে সম্পাদিত হয়েছে:

ধাপ ১: প্রারম্ভিক পর্যায়:

- প্রয়োজনীয় সাপোর্ট স্টাফসহ টিম গঠন করা হয়েছে
- পরামর্শক ও সাপোর্ট স্টাফের উপস্থিতিতে **২য় শস্য বহুমুখীকরণ প্রকল্প - এর** প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা করার জন্য উদ্ভোদনী ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয়েছে
- প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র এবং যন্ত্রপাতিসজ্জিত অফিসের ব্যবস্থা করা হয়েছে
- আইএমইডি এবং প্রকল্পের অন্যান্য সিনিয়র কর্মকর্তাদের সাথে সাক্ষাৎ ও আলোচনা করা হয়েছে
- বিদ্যমান সেকেন্ডারী তথ্য (ডিপিপি, পিসিআর, base line report, অগ্রগতি প্রতিবেদন) এবং অন্যান্য বিষয় সম্পর্কিত কাগজপত্র সংগ্রহ তা পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে
- TOR এর সংশোধন, তথ্য সংগ্রহের নকশা (প্রশ্নপত্র এবং চেকলিস্টগুলি), প্রস্তাবিত পদ্ধতি এবং কর্মসূচি বিকাশ, এবং ক্লায়েন্টের সাথে আলোচনা করা হয়েছে
- আইএমইডি কর্তৃপক্ষের সাথে পরামর্শক্রমে পদ্ধতি ও কর্মসূচির চূড়ান্ত করা হয়েছে
- তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি, চূড়ান্ত প্রশ্নপত্র ও চেকলিস্টের উপর দুই দিনব্যাপি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে
- দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রকল্প কর্মকর্তার সাথে বিভিন্ন সময়ে সাক্ষাৎ ও প্রকল্প সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা এবং বিভিন্ন দিক নির্দেশনা নেয়া হয়েছে
- খসড়া প্রশ্নপত্র ও চেকলিস্ট পরীক্ষার জন্য পরামর্শকগণের দ্বারা প্রকল্প এলাকায় ফিল্ড টেস্টের আয়োজন করা হয়েছে

- প্রারম্ভিক প্রতিবেদন জমা ও যাচাই-বাছাইপূর্বক চূড়ান্তকরণের জন্য টেকনিক্যাল ও স্টিয়ারিং কমিটিতে উপস্থাপন করা হয়েছে। টেকনিক্যাল ও স্টিয়ারিং কমিটি থেকে প্রাপ্ত সিদ্ধান্তগুলো প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত করার পর তা চূড়ান্ত করা ও অনুমোদন নেয়া হয়েছে।

ধাপ ২: মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ

- পরিপূর্ণ এবং গঠনমূলক প্রশ্নপত্র ও চেকলিস্টের মাধ্যমে ফিল্ড থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে
- তথ্য সংগ্রহের কার্যক্রম তত্ত্বাবধান ও নিরীক্ষার জন্য পেশাদার কর্মীদের দ্বারা মাঠ পরিদর্শন করা হয়েছে
- পর্যালোচনার অধীনে এলাকার বিশদ তথ্য সন্ধান, গবেষণা এবং বিশ্লেষণসহ সম্পূরক পরিমাণগত মূল্যায়ন পরিচালনা করা হয়েছে
- ফিল্ড সুপারভাইজার ও ক্লায়েন্টের সহযোগিতায় কৃষক সাক্ষাৎকার, FGDs, KIIs এবং পরামর্শমূলক সভা পরিচালনা করা হয়েছে
- স্থানীয় কর্মশালার আয়োজন করার পরিকল্পনা করা হয়েছে

ধাপ ৩: ডেটা প্রসেসিং ও প্রতিবেদন তৈরী পর্যায়

- ডেটা এন্ট্রি, প্রসেসিং, বিশ্লেষণ, প্রতিবেদন প্রস্তুত এবং সম্পাদনা করা হয়েছে
- সংক্ষিপ্ত টেবিল তৈরি ও পরিসংখ্যানগত তথ্য বিশ্লেষণ, SWOT analysis করা হয়েছে
- খসড়া প্রতিবেদন তৈরী। খসড়া প্রতিবেদন যাচাই-বাছাইপূর্বক চূড়ান্তকরণের জন্য টেকনিক্যাল ও স্টিয়ারিং কমিটিতে উপস্থাপন করা হয়েছে। টেকনিক্যাল ও স্টিয়ারিং কমিটি থেকে প্রাপ্ত সিদ্ধান্তগুলো প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত করার পর তা চূড়ান্ত করা হয়েছে।
- আইএমইডি কর্তৃক আয়োজিত জাতীয় কর্মশালায় উপস্থিতি, চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদন উপস্থাপন ও প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার ফাইনডিংস ও সুপারিশমালা প্রতিবেদনে উপস্থাপন করা হয়েছে
- জাতীয় কর্মশালা থেকে প্রাপ্ত মন্তব্য, পরামর্শ ও সিদ্ধান্তগুলো প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত করার পর চূড়ান্ত প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে
- চূড়ান্ত প্রতিবেদন জমা : ৪০ কপি বাংলা এবং ২০ কপি ইংরেজীতে জমা দেয়া হয়েছে।

২.১৫ প্রভাব মূল্যায়ন কর্মপরিকল্পনা

এটি প্রস্তাবিত কর্মসূচী এবং গবেষণা পরিচালনা করার জন্য পেশাদারী পরামর্শদাতা এবং সমর্থক কর্মীদের একটি যথাযথ ম্যানিং কর্মসূচী উন্নয়ন করতে সাহায্য করে। পুরো কাজকে গবেষণা দলের দ্বারা সঞ্চালন করা বিভিন্ন কর্মে বিভক্ত করা হয়েছে। কর্মসূচী ছকটি নিম্নে উপস্থাপন করা হয়েছে (চিত্র ৩)।

২.১৬ স্টাফিং সিডিউল

কাজ করার সময়সূচী মূলত কাজটি চিহ্নিত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে। TOR এর প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী দলের কর্মীদের জন্য সময়সূচী নিম্নে উপস্থাপন করা হয়েছে (চিত্র ৪)।

চিত্র ৩: প্রভাব মূল্যায়ন কর্মপরিকল্পনা

ক্রমিক নং:	কার্যকলাপ	বছর: ২০২০															
		জানুয়ারি				ফেব্রুয়ারি				মার্চ				এপ্রিল			
		সপ্তাহ				সপ্তাহ				সপ্তাহ				সপ্তাহ			
		১	২	৩	৪	১	২	৩	৪	১	২	৩	৪	১	২	৩	৪
ধাপ ১: প্রারম্ভিক পর্যায়																	
১	প্রয়োজনীয় সাপোর্ট স্টাফসহ টিম গঠন																
২	পরামর্শক ও সাপোর্ট স্টাফের উপস্থিতিতে **২য় শস্য বহুমুখীকরণ প্রকল্প - এর** প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা করার জন্য উদ্বোদনী ওয়ার্কসপের আয়োজন করা																
৪	প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র এবং যন্ত্রপাতিসজ্জিত অফিসের ব্যবস্থা করা																
৪	আইএমইডি এবং প্রকল্পের অন্যান্য সিনিয়র কর্মকর্তাদের সাথে সাক্ষাৎ ও আলোচনা																
৫	বিদ্যমান সেকেন্ডারী তথ্য (ডিপিপি, পিসিআর, অগ্রগতি প্রতিবেদন) এবং অন্যান্য বিষয় সম্পর্কিত কাগজপত্র সংগ্রহ তা পর্যালোচনা করা																
৬	TOR এর সংশোধন, তথ্য সংগ্রহের নকশা (প্রশ্নপত্র এবং চেকলিস্টগুলি), প্রস্তাবিত পদ্ধতি এবং কর্মসূচি বিকাশ, এবং ক্লায়েন্টের সাথে আলোচনা																
৭	আইএমইডি কর্তৃপক্ষের সাথে পরামর্শক্রমে পদ্ধতি ও কর্মসূচির চূড়ান্তকরণ																
৮	ইনসেপসন রিপোর্ট জমা																
৯	তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি, খসড়া প্রশ্নপত্র ও চেকলিস্টের উপর দুই দিনব্যাপি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা																
১০	দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রকল্প কর্মকর্তার সাথে প্রাথমিক সাক্ষাত ও প্রকল্প সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা																
১১	খসড়া প্রশ্নপত্র ও চেকলিস্ট পরীক্ষার জন্য পরামর্শকগণের দ্বারা প্রকল্প এলাকায় ফিল্ড টেস্টের আয়োজন করা																
১২	প্রশ্নপত্র ও চেকলিস্ট চূড়ান্তকরণ																
১৩	প্রারম্ভিক প্রতিবেদন জমা। খসড়া প্রারম্ভিক প্রতিবেদন যাচাই-বাছাইপূর্বক চূড়ান্তকরণের জন্য টেকনিক্যাল ও স্টিয়ারিং কমিটিতে উপস্থাপন করা হবে। টেকনিক্যাল ও স্টিয়ারিং কমিটি থেকে প্রাপ্ত সিদ্ধান্তগুলো প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত করার পর তা চূড়ান্ত করা।																

ক্রমিক নঃ	কার্যকলাপ	বছরঃ ২০২০															
		জানুয়ারি				ফেব্রুয়ারি				মার্চ				এপ্রিল			
		সপ্তাহ				সপ্তাহ				সপ্তাহ				সপ্তাহ			
		১	২	৩	৪	১	২	৩	৪	১	২	৩	৪	১	২	৩	৪
ধাপ ২: মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ																	
১	পরিপূর্ণ এবং গঠনমূলক প্রশ্নপত্র ও চেকলিস্টের মাধ্যমে ফিল্ড থেকে তথ্য সংগ্রহ																
২	তথ্য সংগ্রহের কার্যক্রম তত্ত্বাবধান ও নিরীক্ষার জন্য পেশাদার কর্মীদের দ্বারা মাঠ পরিদর্শন																
৪	পর্যালোচনার অধীনে এলাকার বিশদ তথ্য সন্ধান, গবেষণা এবং বিশ্লেষণসহ সম্পূরক পরিমাণগত মূল্যায়ন পরিচালনা																
৪	ফিল্ড সুপারভাইজার ও ক্লায়েন্টের সহযোগিতায় FGDs, KIIs এবং পরামর্শমূলক সভা পরিচালনা																
৫	স্থানীয় কর্মশালার আয়োজন করা																
ধাপ ৩: ডেটা প্রসেসিং ও প্রতিবেদন তৈরী পর্যায়																	
১	ডেটা এন্ট্রি, প্রসেসিং, বিশ্লেষণ, প্রতিবেদন প্রস্তুতি এবং সম্পাদনা																
২	সংক্ষিপ্ত টেবিল তৈরী ও পরিসংখ্যানগত তথ্য বিশ্লেষণ, SWOT analysis																
৪	খসড়া প্রতিবেদন তৈরী। খসড়া প্রতিবেদন যাচাই-বাছাইপূর্বক চূড়ান্তকরণের জন্য টেকনিক্যাল ও স্টিয়ারিং কমিটিতে উপস্থাপন করা হবে। টেকনিক্যাল ও স্টিয়ারিং কমিটি থেকে প্রাপ্ত সিদ্ধান্তগুলো প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত করার পর তা চূড়ান্ত কর।																
৫	আইএমইডি কর্তৃক আয়োজিত জাতীয় কর্মশালায় চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদন উপস্থাপন ও প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার ফাইনডিংস ও সুপারিশমালা উপস্থাপন																
৬	জাতীয় কর্মশালা থেকে প্রাপ্ত মন্তব্য, পরামর্শ ও সিদ্ধান্তগুলো প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত করার পর চূড়ান্ত প্রতিবেদন তৈরি করা																
প্রতিবেদন উপস্থাপন																	
১	প্রারম্ভিক প্রতিবেদন জমা ও টেকনিক্যাল কমিটির সভাতে আলোচনা	২৬ জানুয়ারি ২০২০															
২	প্রথম খসড়া প্রতিবেদন জমা (৬০ দিনের মধ্যে)									▲							
৩	দ্বিতীয় খসড়া প্রতিবেদন জমা (৮০ দিনের মধ্যে)												▲				▲
৩	চূড়ান্ত প্রতিবেদন জমা (১২০ দিনের মধ্যে)																

চিত্র ৪: স্টাফিং সিডিউল

Sl. No.	Name and Position of Staff	Location	Staff Month Input by Month																Total Staff-Month Input		
			Janaury 2020				February 2020				March 2020				April 2020						
			Weeks																		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Home	Field	Total
A. Professional Staff																					
1	**Dr. Md. Yusuf Ali**	Home																	3.75		4
	Team Leader	Field																		0.25	
2	**Dr. Md. Zafar Ullah**	Home																	2.75		3
	Agro-economist	Field																		0.25	
3	**Susama Ferdous**	Home																	2.75		3
	Socio-economic Specialist	Field																		0.25	
4	**Noor Md. Rahmatullah**	Home																	1		1
	Statistrician	Field																		0	
																			Sub-Total (A)	10.25	0.75	11
B. Support Staff																					
1	**Nadira Sultana**	Home																	3.5		4
	Study Coordinator	Field																		0.5	
2	**Field Survey Supervisor (5)**	Home																	1		3.5
	Recruited	Field																		2.5	
3	**Field Investigators (5)**	Home																	2		7
	Recruited	Field																		5	
4	**Data Entry Operator (2)**	Home																	1	0	1
	Assigned	Field																		0	
5	**Computer Operator**	Home																	3.5		3.5
	Assigned	Field																		0	
																			Sub-Total (B)	11	8	19
																			Grand Total (A+B)	21.25	8.75	30

LEGEND:

Home Input (Intermittent)						
Field Input (Intermittent)						
Home Input (Continuous)						
Field Input (Continuous)						

তৃতীয় অধ্যায়: প্রকল্পর বাস্তবায়ন ও ফলাফল পর্যালোচনা

৩.১ প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল

প্রকল্পের মূল বাস্তবায়নের সময়সূচী ছিল ছয় বছর (১লা জুন ২০১০ হতে ৩০ জুন ২০১৬)। তবে প্রকল্পের পরামর্শক নিয়োগে দেরি হওয়ায় প্রকল্পের প্রাথমিক উদ্দেশ্যগুলি বাস্তবায়ন বিলম্বিত হয়। এই বিলম্বের বিষয়টি বিবেচনা করে প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ এক বছর বাড়িয়ে ৩০ জুন ২০১৭ পর্যন্ত করা হয়। সংশোধনের ফলে মূল প্রকল্প মেয়াদের ১ বছর বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পটি ২০১৭ সালের জুন মাসে শেষ হয়েছিল ২০% অতিক্রান্ত সময় নিয়ে। এই এক বছর সময় বাড়ানো প্রকল্পের কিছু গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম যেমন অবকাঠামো উন্নয়ন বিশেষ করে বাজারের অবকাঠামো নির্মাণ, কৃষকদের সম্প্রসারণ প্রশিক্ষণ, উদ্যোক্তা তৈরি ও ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ ইত্যাদি সম্পূর্ণ করতে সহায়ক ছিল।

সারণী ৯: প্রকল্প বাস্তবায়নকাল: মূল, সংশোধিত ও প্রকৃত

অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		
১লা জুন ২০১০ থেকে ৩০ জুন ২০১৬ = ৬ বছর	১লা জুন ২০১০ থেকে ৩০ জুন ২০১৭ = ৭ বছর	১লা জুন ২০১০ থেকে ৩০ জুন ২০১৭ = ৭ বছর	২০%

তথ্য সূত্র: ডিএই পিসিআর এবং সংশোধিত ডিপিপি

৩.২ প্রকল্প ব্যয়: অনুমোদিত ও প্রকৃত ব্যয়

দ্বিতীয় শস্য বহুমুখীকরণ প্রকল্পটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (জিওবি) এবং এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি) এর অর্থায়নে বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পের মূল প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল মোট ৩৪৯৭৮.৩৪ লক্ষ টাকা এবং পরবর্তীতে প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় সংশোধন করে ৪১,৫২৩.৮৩ লক্ষ টাকা (জিওবি- ৯৬৪৯.৩৫ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৩১,৮৭৪.৪৮ লক্ষ টাকা) ধার্য করা হয়। লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রকৃত মোট ব্যয় হয়েছে ৪১,২১৩.৮৩ লক্ষ টাকা (জিওবি-৯৫২৭.১৬ এবং প্রকল্প সাহায্য ৩১৬৮৬.৬৭ লক্ষ টাকা)। অর্থাৎ প্রকল্প সমাপ্তি (জুন ২০১০-জুন ২০১৭) পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি সংশোধিত প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৯৯.২৫%। প্রকৃত ব্যয় মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের থেকে ১৭.৮% বেশি এবং সংশোধিত অনুমোদিত ব্যয়ের থেকে ০.৭৫% কম অর্থাৎ ১৮৭.৮১ লক্ষ টাকা অব্যয়িত থেকে যায় (সারণী-১০)।

সারণী ১০: প্রকল্পের মোট অনুমোদিত ব্যয় এবং প্রকৃত ব্যয়

(লক্ষ টাকায়)

প্রকল্প ব্যয়	প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	Cost over-run (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)
	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		
মোট	৩৪৯৭৮.৩৪	৪১৫২৩.৮৩	৪১,২১৩.৮৩	১৭.৮%
টাকা (জিওবি)	৭৪৯৮.৩৪	৯৬৪৯.৩৫	৯৫২৭.১৬	২৭.৫%
প্রকল্প সাহায্য (পিএ)	২৭৪৮০.০০	৩১৮৭৪.৪৮	৩১৬৮৬.৬৭	১৩.৮%

তথ্য সূত্র: ডিএই পিসিআর এবং সংশোধিত ডিপিপি

সারণী ১১: প্রকল্পের প্রধান প্রধান অঙ্গভিত্তিক অর্থ ব্যয়

কাজের ক্ষেত্র (সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী)	আর্থিক (লক্ষ টাকায়)		
	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অগ্রগতি	অগ্রগতির হার (%)
জনবলের খরচ: বেতন-ভাতাদি	১৫৯৫.০০	১৫২৫.১৯	৯৫.৬২%
সেবা সংগ্রহের জন্য ভ্যাট এবং আইটি	৬৮৩.১৪	৬৮২.৬৪	৯৯.৯৩%
বিজ্ঞাপন/প্রচারণা	৫৫.০০	৫৪.০৯	৯৮.৩৫%
প্রশিক্ষণ, সম্প্রসারণ এবং জেন্ডার সচেতনতা	৪৩৮১.৬৮	৪৩৮১.৫৮	৯৯.৯৯%
পরামর্শক নিয়োগ (বিদেশী ও দেশী)	২০৮০.০০	২০৬৪.৩৫	৯৯.২৫%
সার্ভে, স্টাডি এবং মূল্যায়ন:	৩২২.৭০	৩২২.৪৮	৯৯.৯৩%
হায়ারিং চার্জ (আউট সোর্সিং স্টাফ)	৮৮৬.৮১	৮৭০.৯১	৯৮.২১%
বিবিধ (Miscellaneous)	১৭৩৩.০০	১৭৩১.৫৩	৯৯.৯২%
ডিডিএ অফিস মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও সংস্কার	৮৮০.০০	৮৭৭.০৪	৯৯.৬৬%
মোট: A. রাজস্ব (Revenue) কম্পোনেন্ট	১২৬৩৯.৩৩	১২৫০৯.৮১	৯৮.৯৮
যন্ত্রপাতি, সরঞ্জামাদি, স্পেয়ার্স ও আসবাবপত্র ক্রয়	৮১৬.১৯	৭৯৯.৮৬	৯৮.০০%
যানবাহন ক্রয়	২০১০.৯৪	২০১০.৯৪	১০০%
কন্সট্রাকশন ওয়ার্ক	৫০৪৮.৪৮	৪৮৮৪.৩৩	৯৬.৭৫
কৃষি ঋণ	২০৩১৯.৩৪	২০৩১৯.৩৪	১০০%
মোট: ক্যাপিটাল কম্পোনেন্ট	২৮১৯৪.৯৫	২৮০১৪.৪৭	৯৯.৩৬%
মোট (রাজস্ব ও ক্যাপিটাল)	**৪০৮৩৪.২৮**	**৪০৫২৪.২৮**	**৯৯.২৪%**
প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময় ইন্টারেস্ট/মুনাফা	**৬৮৯.৫৫**	**৬৮৯.৫৫**	**১০০%**
সর্বমোট	**৪১৫২৩.৮৩**	**৪১২১৩.৮৩**	**৯৯.২৫%**

পিসিআর-এ প্রাপ্ত অঙ্গভিত্তিক ব্যয় পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, যানবাহন ক্রয়, কৃষি ঋণ ও প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময় মুনাফা এই তিনটি খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের বিপরীতে ১০০% অর্থ ব্যয় হয়ছে। অন্যদিকে, প্রশিক্ষণ, সম্প্রসারণ ও জেন্ডার সচেতনতা খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের বিপরীতে ৯৯.৯৯% অর্থ ব্যয় হয়েছে। সেবা সংগ্রহের জন্য ভ্যাট ও আইটি এবং সার্ভে, স্টাডি এবং মূল্যায়ন খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের বিপরীতে ৯৯.৯৩% অর্থ ব্যয় হয়েছে; বিবিধ (Miscellaneous) খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের বিপরীতে ৯৯.৯২% অর্থ ব্যয় হয়েছে, ডিডিএ অফিস মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও সংস্কার এর জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের বিপরীতে ৯৯.৬৬% অর্থ ব্যয় হয়েছে, পরামর্শক খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের বিপরীতে ৯৯.২৫% অর্থ ব্যয় হয়েছে, বিজ্ঞাপন/ প্রকল্প প্রচারণা কার্যক্রমের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের বিপরীতে ৯৮.৩৫% অর্থ ব্যয় হয়েছে, হায়ারিং চার্জ (আউট সোর্সিং স্টাফ) খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের বিপরীতে ৯৮.২১% অর্থ ব্যয় হয়েছে, যন্ত্রপাতি, সরঞ্জামাদি, স্পেয়ার্স ও আসবাবপত্র ক্রয় খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের বিপরীতে ৯৮.০০% অর্থ ব্যয় হয়েছে, কন্সট্রাকশন ওয়ার্ক খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের বিপরীতে ৯৬.৭৫% অর্থ ব্যয় হয়েছে, এবং জনবলের বেতন-ভাতাদি বাবদ ধার্যকৃত অর্থের বিপরীতে ৯৫.৬২% অর্থ ব্যয় হয়েছে।

৩.৩ প্রকল্পের প্রধান প্রধান ভৌত কার্যক্রমের প্রকৃত অগ্রগতি

২য় শস্যবহুমুখীকরণ প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়নকৃত প্রধান কার্যক্রমগুলো হল: প্রশিক্ষণ ও সম্প্রসারণ (এইচভিসি উৎপাদন, ভ্যালু সংযোজন, ক্লাইমেট চেঞ্জ, জেন্ডার সচেতনতা ইত্যাদি বিষয়ক প্রশিক্ষণ, ওয়ার্কশপ, মোটিভেশনাল ট্যুর, প্রদর্শনী, মাঠ দিবস ইত্যাদি পরিচালনা); কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নির্ধারিত সময়ের জন্য বিদেশী ও দেশী পরামর্শক নিয়োগদান; প্রকল্প সংক্রান্ত বিভিন্ন সার্ভে, স্টাডি এবং মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা; প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, সরঞ্জামাদি, স্পেয়ার্স ও যানবাহন ক্রয়; প্রকল্পের আওতায় প্রয়োজনীয় কিছু অবকাঠামো নির্মাণ; কৃষক দল গঠন ও কৃষি ঋণ বিতরণ। প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায় যে শুধুমাত্র OFSSI নির্মাণ ছাড়া (৮৮%) বাকী সবগুলো ভৌত কার্যক্রমের প্রকৃত অগ্রগতি লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী শতভাগ (১০০%) অর্জিত হয়েছে। প্রকল্পের প্রধান প্রধান আউটপুটগুলোর লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকৃত ভৌত অগ্রগতি সারণী ১২-তে উপস্থাপিত হল।

সারণী ১২: প্রকল্পের প্রধান প্রধান বাস্তব (ভৌত) কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা এবং প্রকৃত অগ্রগতি

কাজের ক্ষেত্র (সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী)	ভৌত (সংখ্যা/জন)		
	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অগ্রগতি	অগ্রগতির হার (%)
● প্রশিক্ষণ এবং সম্প্রসারণ: উচ্চমূল্য ফসল উৎপাদন, পোস্ট হারভেস্ট ম্যানেজমেন্ট, ক্লাইমেট চেঞ্জ অ্যাডাপটেশান, জেন্ডার সচেতনতা ইত্যাদি বিষয়ক)	-	-	-
● প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ: ডিএই কর্মকর্তা এবং এনজিও কর্মকর্তা	১১২৯	১১২৯	১০০%
● স্টাফ প্রশিক্ষণ (ডিএই কর্মকর্তা, SAAO, CF, FO, MFI)	২২৮৫০	২২৮৫০	১০০%
● কৃষক প্রশিক্ষণ	৩৪০৯৭৫	৩৪০৯৭৫	১০০%
● কৃষি মেলা	৫২	৫২	১০০%
● ওয়ার্কশপ (জাতীয়, আঞ্চলিক, জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে: ডিএই কর্মকর্তা ও স্টাফ কর্মশালা, এনজিও এবং কৃষক কর্মশালা)	২৯৬	২৯৬	১০০%
● মোটিভেশনাল ট্যুর (SAAO এক্সটেনশন ট্যুর ও কৃষক মোটিভেশনাল ট্যুর)	১৫৫২০	১৫৫২০	১০০%
● ডেমন্সট্রেশন/প্রদর্শনী (ব্লক/টেক ভিলেজ)	১৬৬৯৯	১৬৬৯৯	১০০%
● মাঠ দিবস	১৯৫৫	১৯৫৫	১০০%
● পরামর্শক নিয়োগ (বিদেশী-৫৯ জন মাস ও দেশী-২৯৩ জন মাস)	৩৫২	৩৫২	১০০%
● সার্ভে, স্টাডি এবং মূল্যায়ন: বেইজ লাইন সার্ভে, মিডটার্ম ইভ্যালুয়েশন, প্রকল্প সমাপ্তি সার্ভে, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ণ সার্ভে (পি এন্ড ই উইং), বিশেষ সার্ভে	৯	৯	১০০%
● যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি ক্রয়: কম্পিউটার সেট-৬০টি, ফটোকপিয়ার -৯৩টি, মাল্টিমিডিয়াসহ ল্যাপটপ-৮২টি, ফ্যাক্স মেশিন-৮২টি, ডিজিটাল ক্যামেরা-৬০টি, রেফ্রিজারেটর-৬টি, টেলিফোন-৩, মেগা ফোন- ৫২টি, পাওয়ার টিলারস-১২টি, পাওয়ার স্প্রেয়ারস-৯০টি, ফুট পাম্প-৯৩টি	৬৩৩ টি	৬৩৩ টি	১০০%
● যানবাহন ক্রয়: জিপ-৪; পিকআপ-ডাবল কেবিন-৩৮, মোটর সাইকেল-৬৭, মাইক্রোবাস-১	১১০ টি	১১০ টি	১০০%
● ডিডিএ অফিস মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও সংস্কার	১৬ টি	১৬ টি	১০০%
● ডরমেটরি এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ ও সম্প্রসারণ	৭ টি	৭ টি	১০০%
● নার্সারী আপগ্রেড (HDTC)	৭ টি	৭ টি	১০০%
● অন ফার্ম স্মল স্কেল অবকাঠামো (OFSSI)	১০৪ টি	৯২ টি	৮৮%
● নতুন ডিডিএ অফিস নির্মাণ	১১	১১	১০০%
● ডিডিএ অফিস সম্প্রসারণ	১৬	১৬	১০০%
● কৃষক দল গঠন	১২০০০	১২০০০	১০০%
● কৃষি ঋণ বিতরণ	২০৩২০০	২০৩২০০	১০০%

তথ্য সূত্র: ডিএই পিসিআর এবং সংশোধিত ডিপিপি

৩.৪ প্রকল্পের সার্বিক ও অঙ্গভিত্তিক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন অগ্রগতি: বাস্তব ও আর্থিক

প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে প্রকল্পের আর্থিক ও ভৌত বা বাস্তব কাজের অগ্রগতির ক্ষেত্রে প্রায় শতভাগ (১০০%) অর্জিত হয়েছে। আর্থিক ক্ষেত্রে খাত ভিত্তিক অর্জনের হার হচ্ছে ৯৫.৬২% - ১০০% এবং ভৌত কাজের ক্ষেত্রে খাত ভিত্তিক অর্জনের হার হচ্ছে ৯১.৭২% - ১০০%। ভৌত কাজের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র OFSSI অবকাঠামো নির্মাণ ব্যতীত সকল ক্ষেত্রেই লক্ষ্যমাত্রা ১০০% অর্জিত হয়েছে। সারণী ১৩-তে প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতির (ভৌত ও আর্থিক) বিস্তারিত চিত্র দেখানো হল:

সারণী ১৩: প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা এবং অগ্রগতি: ভৌত ও আর্থিক

কাজের ক্ষেত্র (সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী)	ভৌত (সংখ্যা/পরিমাণ)			আর্থিক (লক্ষ টাকায়)		
	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অগ্রগতি	অগ্রগতির হার (%)	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অগ্রগতি	অগ্রগতির হার (%)
A. রাজস্ব (Revenue) কম্পোনেন্ট						
(I) জনবলের খরচ						
• কর্মকর্তা	২৫ জন	২৫ জন	১০০%	৪৩০.৭	৪১৯.২	৯৭.৩৩
• কর্মচারী (স্টাফ)	১৭ জন	১৭ জন	১০০%	৯৯.৪৫	৯১.৩	৯১.৮০
• কমিউনিটি কো-অর্ডিনেটর/ ফ্যাসিলিটেটর	৫২ জন	৫২ জন	১০০%	৪৫৩.৩৯	৪২৫.৪	৯৩.৮৩
• প্রকল্পের সুবিধাসহ মোট ভাতাদি	৪২ জন	৪২ জন	১০০%	৬১১.৪৬	৫৮৯.২৯	৯৬.৩৭
উপ-মোট: (I) জনবলের খরচ: বেতন-ভাতাদি	**১৩৬ জন**	**১৩৬ জন**	**১০০%**	**১৫৯৫**	**১৫২৫.১৯**	**৯৫.৬২**
(II) ভ্যাট ও আইটি (সেবা ক্রয় বাবদ)	-	-	-	**৬৮৩.১৪**	**৬৮২.৬৪**	**৯৯.৯৩**
(III) বিজ্ঞাপন/প্রকল্প প্রচার কার্যক্রম	**থোক**	**থোক**	-	**৫৫.০০**	**৫৪.০৯**	**৯৮.৩৫**
(IV) প্রশিক্ষণ, সম্প্রসারণ এবং জেন্ডার সচেতনতা						
ক. প্রশিক্ষণ ও সম্প্রসারণ						
(ক) DAE প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ	২০০ জন	২০০ জন	১০০%	২০.১৭	২০.১৭	১০০
(খ) এনজিও প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ	৩২৯ জন	৩২৯ জন	১০০%	১৪.৭২	১৪.৭২	১০০
(গ) DAE কর্মচারী (SAAO) প্রশিক্ষণ	১৩৫০ জন	১৩৫০ জন	১০০%	১০.৫৩	১০.৫৩	১০০
(ঘ) SAAO পুনঃপ্রশিক্ষণ	৭৭০০ জন	৭৭০০ জন	১০০%	৫৪.৪১	৫৪.৪১	১০০
(ঙ) এনজিও কর্মচারী প্রশিক্ষণ	১৯২৫ জন	১৯২৫ জন	১০০%	১৯.২৫	১৯.২৫	১০০
(চ) সূচনামূলক প্রশিক্ষণ	৬৬০ জন	৬৬০ জন	১০০%	১০.৮৯	১০.৮৯	১০০
(ছ) কমিউনিটি ফ্যাসিলিটেটর (CF) প্রশিক্ষণ	৩৫০ জন	৩৫০ জন	১০০%	৬.৯৮	৬.৯৮	১০০
(জ) কৃষক এইচভিসি প্রশিক্ষণ	২৭৮৪৬৬ জন	২৭৮৪৬৬ জন	১০০%	১৭৯০	১৭৯০	১০০
(ঝ) কৃষি মেলা	৫২টি	৫২টি	১০০%	৫২	৫২	১০০
(ঞ) ওয়ার্কশপ						
✓ DAE ঢাকা ওয়ার্কশপ (জাতীয় পর্যায়ে)	১০ টি	১০ টি	১০০%	৩২.৬	৩২.৬	১০০
✓ DAE ফিল্ড ওয়ার্কশপ (আঞ্চলিক পর্যায়ে)	১৪ টি	১৪ টি	১০০%	২২.৫	২২.৫	১০০
✓ DAE-SAAO ও কর্মকর্তাদের ওয়ার্কশপ (জেলা পর্যায়ে)	১১৬ টি	১১৬ টি	১০০%	৩৪.৫	৩৪.৫	১০০
✓ এনজিও এবং কৃষক ওয়ার্কশপ (উপজেলা পর্যায়ে)	১৫৬ টি	১৫৬ টি	১০০%	৬২.৬	৬২.৬	১০০
(ট) মোটিভেশনাল ট্যুর:						
✓ SAAO এক্সটেনশন ট্যুর	৭২০০ টি	৭২০০ টি	১০০%	১০৩.৯	১০৩.৯	১০০
✓ কৃষক মোটিভেশনাল ট্যুর	৮৩২০ টি	৮৩২০ টি	১০০%	১৬০	১৬০	১০০
(ঠ) ডেমন্সট্রেশন/প্রদর্শনী (ব্লক/টেক ভিলেজ)	১৬৬৯৯ টি	১৭০৭০ টি	১০২%	৯৯৭.৩৪	৯৯৭.৩৪	১০০
(ড) মাঠ দিবস	১৯৫৫ টি	১৯৫৫ টি	১০০%	৯৬.৪৬	৯৬.৪৬	১০০

কাজের ক্ষেত্র (সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী)	ভৌত (সংখ্যা/পরিমাণ)			আর্থিক (লক্ষ টাকায়)		
	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অগ্রগতি	অগ্রগতির হার (%)	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অগ্রগতি	অগ্রগতির হার (%)
(ঢ) মূল্য সংযোজন প্রশিক্ষণ:						
✓ মূল্য সংযোজন বিষয়ে DAE কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ	৫৮৫৩ জন	৫৮৫৩ জন	১০০%	৫৮.৫৩	৫৮.৫৩	১০০
✓ মূল্য সংযোজন বিষয়ে CF-দের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	১৯২ জন	১৯২ জন	১০০%	২.৫	২.৫	১০০
✓ মূল্য সংযোজন বিষয়ে DAE প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ	২০০ জন	২০০ জন	১০০%	১২.৫	১২.৫	১০০
✓ মহিলাদের বাড়ি বাগানের উপর প্রশিক্ষণ	১৬০০০ জন	১৬০০০ জন	১০০%	১৬০.২৩	১৬০.২৩	১০০
✓ ফসল সংগ্রহত্তোর প্রযুক্তি/ব্যবস্থাপনার উপর কমিউনিটি প্রশিক্ষণ	২৪০০০ জন	২৪০০০ জন	১০০%	২৫৭.০৫	২৫৭.০৫	১০০
(ণ) জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন বিষয়ে প্রশিক্ষণ						
✓ জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন বিষয়ে প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ	২০০ জন	২০০ জন	১০০%	৯	৯	১০০
✓ জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন বিষয়ে DAE কর্মকর্তা ও কর্মচারী প্রশিক্ষণ	১০০০ জন	১০০০ জন	১০০%	৯.২	৯.২	১০০
✓ জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন বিষয়ে কমিউনিটি প্রশিক্ষণ	১২০০০ জন	১২০০০ জন	১০০%	৯৫.৯৯	৯৫.৯৯	১০০
✓ জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন বিষয়ে পাইলট প্রজেক্ট	২০ টি	২০ টি	১০০%	২৬.১	২৬.১	১০০
(ত) ডিএই কর্মকর্তাদের সম্প্রসারণ ট্যুর	২০ টি	২০ টি	১০০%	৩২.২৪	৩২.২৪	১০০
উপ-মোটঃ ক. প্রশিক্ষণ ও সম্প্রসারণ	-	-	-	**৪১৫২.১৯**	**৪১৫২.১৯**	১০০
খ. জেন্ডার সচেতনতা						
(ক) জেন্ডার ও উন্নয়নের ওপর প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ	২০০ জন	২০০ জন	১০০%	১২	১২	১০০
(খ) ডিএই কর্মচারীদের এবং এমএফআইদের জেন্ডার প্রশিক্ষণ	১৮০০ জন	১৮০০ জন	১০০%	২১	২১	১০০
(গ) জেন্ডার বিষয়ে নারী নেতৃত্ব আলোচক দলের প্রশিক্ষণ	১৪০০০ জন	১৪০০০ জন	১০০%	১৩৫.৮৩	১৩৫.৮৩	১০০
(ঘ) জেন্ডার সচেতনতা প্রশিক্ষণ উপকরণ	থোক	থোক	-	৬০.৬৬	৬০.৫৬	৯৯.৮৪
উপ-মোটঃ খ. জেন্ডার সচেতনতা	-	-	-	**২২৯.৪৯**	**২২৯.৩৯**	**৯৯.৯৬**
মোটঃ (IV) প্রশিক্ষণ, সম্প্রসারণ এবং জেন্ডার সচেতনতা (ক+খ)	-	-	-	**৪৩৮১.৬৮**	**৪৩৮১.৫৮**	১০০
(V) স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষঃ অন সাইট সুপারভিশন	**থোক**	**থোক**	-	**২২**	**০**	**০.০০**
(VI) পরামর্শক নিয়োগদানঃ						
(ক) বিদেশী পরামর্শক	৫৯ জন মাস	৫৯ জন মাস	১০০%	৭১৮	৭০৪.৫৮	৯৮.১৩
(খ) দেশী পরামর্শক	২৯৩ জন মাস	২৯৩ জন মাস	১০০%	১৩৬২	১৩৫৯.৭৭	৯৯.৮৪
উপ-মোটঃ (VI) পরামর্শক	**৩৫২ জন মাস**	**৩৫২ জন মাস**	১০০%	**২০৮০**	**২০৬৪.৩৫**	৯৯.২৫
(VII) সার্ভে, স্টাডি এবং মূল্যায়নঃ						
(ক) বেইজ লাইন সার্ভে	১	১	১০০%	৪০.৭	৪০.৭	১০০
(খ) মধ্যমেয়াদী সার্ভে	১	১	১০০%	৩০	৩০	১০০
(গ) প্রকল্প সমাপ্তি সার্ভে	১	১	১০০%	৫০	৫০	১০০
(ঘ) পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ণ সার্ভে (পি এন্ড ই উইং)	৩	৩	১০০%	১৪	১৪	১০০
(ঙ) বিনিয়োগ চিহ্নিতকরণ এবং সাপোর্ট	থোক	থোক	-	১৫০	১৪৯.৭৮	৯৯.৮৫
(চ) রিসার্চ গ্র্যান্ট (গবেষণা অনুদান)	৩	৩	-	৩৮	৩৮	১০০
উপ-মোটঃ (VII) সার্ভে, স্টাডি এবং মূল্যায়ন (ক+খ+গ+ঘ+ঙ+চ)	-	-	-	**৩২২.৭**	**৩২২.৪৮**	**৯৯.৯৩**
(VIII) হায়ারিং চার্জ (আউট সোর্সিং স্টাফ)	**৭৮**	**৭৮**	**১০০%**	**৮৮৬.৮১**	**৮৭০.৯১**	**৯৮.২১**
(IX) বিবিধ (Miscellaneous)	**থোক**	**থোক**	-	**১৭৩৩**	**১৭৩১.৫৩**	**৯৯.৯২**
(X) ডিডিএ অফিস মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও সংস্কার	**১৬ টি**	**১৬ টি**	**১০০%**	**৮৮০**	**৮৭৭.০৪**	**৯৯.৬৬**

কাজের ক্ষেত্র (সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী)	ভৌত (সংখ্যা/পরিমাণ)			আর্থিক (লক্ষ টাকায়)		
	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অগ্রগতি	অগ্রগতির হার (%)	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অগ্রগতি	অগ্রগতির হার (%)
মোট: A. রাজস্ব (Revenue) কম্পোনেন্ট (ব্যয়)	-	-		**১২৬৩৯.৩৩**	**১২৫০৯.৮১**	**৯৮.৯৮**
B. ক্যাপিটাল (মূলধন) কম্পোনেন্ট						
(I) যন্ত্রপাতি, সরঞ্জামাদি, স্পেয়ার্স ও আসবাবপত্র ক্রয়:						
(ক) আসবাবপত্র (DDAE & HDTC)	থোক	থোক	-	১৮১.৯৭	১৮০.৭৭	৯৯.৩৪
(খ) কম্পিউটার সেট	৬০	৬০	১০০%	৪১.১২	৪০.০২	৯৭.৩২
(গ) ফটোকপিয়ার	৯৩	৯৩	১০০%	১১৯.৮৫	১১৬.৭৫	৯৭.৪১
(ঘ) মাল্টিমিডিয়াসহ ল্যাপটপ	৮২	৮২	১০০%	১৭৭.৪	১৭১.৪১	৯৬.৬২
(ঙ) ফ্যাক্স মেশিন	৮২	৮২	১০০%	২০.৬৬	১৯.৬২	৯৪.৯৭
(চ) ডিজিটাল ক্যামেরা	৬০	৬০	১০০%	২৮.২	২৮.২	১০০
(ছ) রেফ্রিজারেটর	৬	৬	১০০%	৩.৬	৩.৬	১০০
(জ) পাওয়ার টিলারস	১২	১২	১০০%	১৫	১৫	১০০
(ঝ) পাওয়ার স্প্রেয়ারস	৯০	৯০	১০০%	৩১.৫	৩১.৫	১০০
(ঞ) মেগা ফোন	৫২	৫২	১০০%	৩.৫৯	৩.৫৯	১০০
(ট) ফুট পাম্প	৯৩	৯৩	১০০%	৬.৪২	৬.৪২	১০০
(ঠ) ইকুইপমেন্ট (HDTC)	থোক	থোক	-	১৫৬.১১	১৫৩.২২	৯৮.১৫
(ড) টেলিফোন	৩	৩	১০০%	০.৪৫	০.৪৫	১০০
(ঢ) ওয়েবসাইট সেটআপ এ্যান্ড অপারেশন	থোক	থোক	-	৩০.৩২	২৯.৩১	৯৬.৬৭
উপ-মোট: B (I)	-	-	-	**৮১৬.১৯**	**৭৯৯.৮৬**	**৯৮.০০**
(II) পরিবহন/যানবাহন:						
(ক) জিপ	৪	৪	১০০%	২৪৮	২৪৮	১০০
(খ) পিকআপ (ডাবল কেবিন)	৩৮	৩৮	১০০%	১৬৪৭.১৮	১৬৪৭.১৮	১০০
(গ) মোটর সাইকেল	৬৭	৬৭	১০০%	৭৭.৪৩	৭৭.৪৩	১০০
(ঘ) মাইক্রোবাস	১	১	১০০%	৩৮.৩৩	৩৮.৩৩	১০০
উপ-মোট: B (II)	**১১০**	**১১০**	**১০০%**	**২০১০.৯৪**	**২০১০.৯৪**	১০০
(III) নির্মাণ/ পূর্ত কাজ (কন্সট্রাকশন ওয়ার্ক)						
(ক) ডরমেটরি এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ ও সম্প্রসারণ	৭	৭	১০০%	৩৩১	৩২৯.৮	৯৯.৬৪
(খ) নার্সারী আপগ্রেড (HDTC)	৭	৭	১০০%	১৬৫.৩৬	১৬৪.৭৯	৯৯.৬৬
(গ) অন ফার্ম স্মল স্কেল অবকাঠামো (OFSSI)	১০৪	৯২	৮৮%	১০৯৯	১০৭৭.১২	৯৮.০১
(ঘ) নতুন ডিডিএ অফিস (১১টি) নির্মাণ	১১	১১	১০০%	২০০২.১২	১৯৯৮.৫	৯৯.৮২
(ঙ) ডিডিএ অফিস (১৬টি) সম্প্রসারণ	১৬	১৬	১০০%	১৪৫১	১৩১৪.১২	৯০.৫৭
উপ-মোট: B (III)	১৪৫	১৩৩	৯১.৭২%	৫০৪৮.৪৮	৪৮৮৪.৩৩	৯৬.৭৫
(IV) কৃষি ঋণ	**২০৩২০০ জন**	**২০৩২০০**	**১০০%**	**২০৩১৯.৩৪**	**২০৩১৯.৩৪**	১০০
মোট: B. ক্যাপিটাল কম্পোনেন্ট (I+II+III+IV)	-	-	-	**২৮১৯৪.৯৫**	**২৮০১৪.৪৭**	**৯৯.৩৬**
মোট (রাজস্ব ও ক্যাপিটাল): (A+B)	-	-	-	**৪০৮৩৪.২৮**	**৪০৫২৪.২৮**	**৯৯.২৪**
(V) প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময় ইন্টারেস্ট/মুনাফা	-	-	-	**৬৮৯.৫৫**	**৬৮৯.৫৫**	**১০০.০০**
সর্বমোট	-	-	-	**৪১৫২৩.৮৩**	**৪১২১৩.৮৩**	**৯৯.২৫**

তথ্য সূত্র: ডিএই পিসিআর এবং সংশোধিত ডিপিপি

প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বিস্তারিত বাস্তবায়ন (বাস্তব ও আর্থিক) অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ (সারণী ১৩)

- **জনবলের বেতন-ভাতাদি:** প্রকল্পের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য অনুমোদিত ডিপিপি-র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় ১৩৬ জন জনবল (কর্মকর্তা, কর্মচারী, কমিউনিটি কো-অর্ডিনেটর/ফ্যাসিলিটেটর ও প্রকল্প সুবিধাপ্রাপ্ত অন্যান্য স্টাফ) প্রকল্পের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। এইসব জনবলের বেতন ও প্রকল্প সুবিধাসহ অন্যান্য ভাতাদি বাবদ মোট ১৫৯৫.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের সংস্থান রাখা হয়েছিল এবং এর বিপরীতে ১৫২৫.১৯ লক্ষ টাকা (৯৫.৬২%) ব্যয় হয়েছে।

- **ভ্যাট ও আইটি (সেবা ক্রয় বাবদ):** সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে ভ্যাট ও আইটি বাবদ ৬৮৩.১৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ের সংস্থান রাখা হয়েছিল এবং এর বিপরীতে ৬৮২.৬৪ লক্ষ টাকা (৯৯.৯৩%) ব্যয় হয়েছে।

- **বিজ্ঞাপন/প্রকল্প প্রচার কার্যক্রম:** প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কে জনসচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে বিজ্ঞাপন/প্রকল্প প্রচার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ৫৫.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের সংস্থান রাখা হয়েছিল এবং এর বিপরীতে ৫৪.০৯ লক্ষ টাকা (৯৮.৩৫%) ব্যয় হয়েছে।

- **প্রশিক্ষণ ও সম্প্রসারণ এবং জেন্ডার সচেতনতা:** জেন্ডার সচেতনতা সহ প্রশিক্ষণ ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আর্থিক সংস্থান ছিল মোট ৪৩৮১.৬৮ লক্ষ টাকা এবং এর বিপরীতে ৪৩৮১.৫৮ লক্ষ টাকা (৯৯.৯৯%) ব্যয় হয়েছে। এই খাতের আওতায় অন্তর্ভুক্ত আন্তঃখাতগুলোর মধ্যে শুধুমাত্র জেন্ডার সচেতনতা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষণ উপকরণ তৈরি আন্তঃখাতে ধার্যকৃত ব্যয় (৯৯.৮৪%) ব্যতীত বাকী সবগুলো খাতেই ১০০% টাকা ব্যয় হয়েছে। ভৌত বা বাস্তব কাজের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ (জেন্ডার সচেতনতা প্রশিক্ষণসহ) ও সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ডের আওতায় লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সব ধরনের প্রশিক্ষণ ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম শতভাগ (১০০%) বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রশিক্ষণ ও সম্প্রসারণ কার্যক্রমের আওতায় অন্তর্ভুক্ত আন্তঃখাত সমূহের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বাস্তবায়নের ভৌত বা বাস্তব অগ্রগতির অবস্থা নিম্নে উল্লেখ করা হল:

  - ✓ **প্রশিক্ষকের প্রশিক্ষণ:** প্রকল্পের আওতায় লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী মোট ১১২৯ জন (১০০%) কর্মকর্তা (ডিএই কর্মকর্তা-৮০০ জন এবং এনজিও কর্মকর্তা-৩২৯ জন) প্রকল্প থেকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষকগণ যে সব বিষয়ে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন সেগুলো হল: উচ্চমূল্য ফসল উৎপাদন; উচ্চমূল্য ফসলের পোস্ট হাসভেস্ট ম্যানেজমেন্ট ও মূল্য সংযোজন; জেন্ডার সচেতনতা তৈরি; ক্লাইমেট চেঞ্জ অ্যাডাপটেশন; ফুল উৎপাদন, পোস্ট হারভেস্ট ম্যানেজমেন্ট এবং বাজারজাতকরণ; মেডিসিনাল প্ল্যান্ট উৎপাদন, পোস্ট হারভেস্ট ম্যানেজমেন্ট এবং বাজারজাতকরণ; এসএফজি (ক্ষুদ্র দল গঠন) ইত্যাদি।

  - ✓ **স্টাফ প্রশিক্ষণ:** প্রকল্পের আওতায় মোট ২২৮৫০ জন (১০০%) ডিএই ও এনজিও স্টাফ (SAAO, CF, FO, MFI-BRAC) প্রকল্প থেকে উপরোক্ত বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ পেয়েছেন।

  - ✓ **কৃষক প্রশিক্ষণ:** লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী মোট ৩৪০৯৭৫ (১০০%) জন কৃষক প্রকল্প থেকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন (যেমন: উচ্চমূল্য ফসল উৎপাদন, বাগান উদ্যান, ফসল সংগ্রহত্তোর ব্যবস্থাপনা, জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন, জেন্ডার সচেতনতা বৃদ্ধি/লিডারশীপ ডেভেলপমেন্ট ইত্যাদি বিষয়ে)।

  - ✓ **কৃষি মেলা:** প্রকল্পের আওতায় লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রতিটি প্রকল্প উপজেলায় একটি করে মোট ৫২ টি (১০০%) কৃষি মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

- ✓ **কর্মশালা:** প্রকল্পের আওতায় পরিকল্পনা অনুযায়ী বিভিন্ন পর্যায়ে মোট ২৯৬ টি কর্মশালা (১০০%) অনুষ্ঠিত হয়েছে (ডিএই-র জাতীয় পর্যায়ে কর্মশালা-১০টি, ডিএই-র আঞ্চলিক পর্যায়ে কর্মশালা-১৪টি, ডিএই-র SAAO এবং কর্মকর্তাগণের জেলা পর্যায়ে কর্মশালা-১১৬টি, উপজেলা পর্যায়ে এনজিও এবং কৃষকদের কর্মশালা-১৫৬)।

- ✓ **SAAO ও কৃষকদের মোটিভেশনাল ট্যুর (উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমন):** দেশের বিভিন্ন উচ্চমূল্য ফসলের প্রসিদ্ধ স্থানে প্রকল্পভুক্ত বিভিন্ন উপজেলার উপ-সহকারি কৃষি কর্মকর্তা ও ক্ষুদ্র কৃষক দলের সদস্যভুক্ত কৃষক/কৃষানীগণকে উচ্চমূল্য ফসলের উৎপাদন, পোস্ট হারভেস্ট ম্যানেজমেন্ট এবং বাজারজাতকরণ সংক্রান্ত ধারণা দেওয়ার জন্য এই মোটিভেশনাল ট্যুর-এর আয়োজন করা হয়েছিল। প্রকল্পের আওতায় লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী মোট ১৫৫২০ জন (১০০%) অংশগ্রহণকারী মোটিভেশনাল ট্যুর-এ অংশগ্রহণ করেছেন (SAAO-দের সম্প্রসারণ ট্যুর-৭২০০ জন এবং কৃষকদের মোটিভেশনাল ট্যুর-৮৩২০ জন)।

- ✓ **প্রদর্শনী স্থাপন:** প্রকল্পের আওতায় কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৬৬৯৯ লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১৭,০৭০ টি (১০২%) ডেমন্সট্রেশন/প্রদর্শনী (ব্লক/টেক ভিলেজ) স্থাপন/গঠিত হয়েছে।

- ✓ **মাঠ দিবস:** প্রকল্পের আওতায় মোট ১৯৫৫ টি (১০০%) মাঠ দিবস পরিচালিত হয়েছে।

- ✓ **পাইলট প্রজেক্ট:** প্রকল্পের আওতায় কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী মোট ২০ টি জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন পাইলট প্রজেক্ট গ্রহণ করা হয়েছে।

- ✓ **ডিএই কর্মকর্তাদের সম্প্রসারণ ট্যুর:** প্রকল্পের আওতায় কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী মোট ২০টি (১০০%) ডিএই কর্মকর্তাদের সম্প্রসারণ ট্যুর অনুষ্ঠিত হয়েছে।

- ➢ **পরামর্শক:** লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্প চলাকালীন সময়ে প্রকল্পের আওতায় ১৫ জন পরামর্শক (বিদেশী-৬ ও দেশী-৯) মোট ৩৫২ জন মাস (১০০%) সময়ের জন্য (বিদেশী পরামর্শক ৫৯ জন মাস এবং দেশী পরামর্শক ২৯৩ জন মাস) পরামর্শ পরিষেবা প্রদান করেছিলেন। পরামর্শকদের খরচবাবদ ধার্যকৃত ২০৮০.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ২০৬৪.৩৫ লক্ষ টাকা (৯৯.২৫%)।

- ➢ **সার্ভে, স্টাডি এবং মূল্যায়ন:** লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় ৯ টি স্টাডি (১০০%) পরিচালিত হয়েছে (বেইস লাইন সার্ভে-১, মিডটার্ম ইভ্যালুয়েশন-১, প্রকল্প সমাপ্তি সার্ভে-১, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সার্ভে -পি এন্ড ই উইং-৩, বিশেষ গবেষণা-৩)। এই সার্ভে, স্টাডি এবং মূল্যায়ন খাতে বরাদ্দকৃত ৩২২.৭ লক্ষ টাকার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ৩২২.৪৮ লক্ষ টাকা (৯৯.৯৩%)।

- ➢ **হায়ারিং চার্জ (আউট সোর্সিং স্টাফ):** প্রকল্পের আওতায় লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ৭৮ জন (১০০%) আউট সোর্সিং স্টাফ হায়ার করা হয়েছিল এবং এই খাতে ধার্যকৃত ৮৮৬.৮১ লক্ষ টাকার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ৮৭০.৯১ লক্ষ টাকা (৯৮.২১%) ।

- ➢ **বিবিধ (Miscellaneous):** বিবিধ খাতে ১৭৩৩.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১৭৩১.৫৩ লক্ষ টাকা (৯৯.৯২%) ব্যয় হয়েছে। বিবিধ খাতে যেসব বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত ছিল সেগুলো হল: অফিস ভাড়া, বিদ্যুৎ বিল, মোবাইল বিল, টেলিফোন বিল, পেট্রোল লুব্রিকেন্ট, ইনস্যুরেন্স, স্টেশনারী, ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি, প্রিন্টিং, মুদ্রণ, অনিয়মিত শ্রমিক, বইপত্র সাময়িকী, রেজিস্ট্রেশন ফি, আপ্যায়ন ব্যয়, মোটর যানবাহন মেরামত, কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জাম মেরামত এবং অন্যান্য মেরামত ও সংরক্ষণ।

- **ডিডিএই অফিস মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও সংস্কার:** কর্ম-পরিকল্পান মোতাবেক প্রকল্পের আওতায় মোট ১৬ টি উপ-পরিচালক কার্যালয় (১০০%) মেরামতসহ সকল আনুষঙ্গিক কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। এই খাতে ধার্যকৃত ৮৮০.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ৮৭৭.০৪ লক্ষ টাকা (৯৯.৯৬%) ।

- **মেশিনারী/যন্ত্রপাতি, সরঞ্জামাদি, স্পেয়ার্স ও আসবাবপত্র ক্রয়:** পিসিআর পর্যালোচনায় দেখা যায় যে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্প দলিলে উল্লেখিত সকল প্রকার মেশিনারী/যন্ত্রপাতি, সরঞ্জামাদি, স্পেয়ার্স ও আসবাবপত্র প্রকল্পের আওতায় শতভাগ (১০০%) ক্রয় করা হয়েছে। এই খাতে ব্যয়ের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ছিল মোট ৮১৬.১৯ লক্ষ টাকা এবং এর বিপরীতে ব্যয় হয়েছে মোট ৭৯৯.৮৬ লক্ষ টাকা (৯৮.০০%)। এই খাতের আওতায় অন্তর্ভুক্ত আন্তঃখাতগুলোর লক্ষমাত্রা ও প্রকৃত অর্জন নিম্নে বর্ণনা করা হল:

- ✓ **আসবাবপত্র ক্রয় (DDAE & HDTC), ইকুইপমেন্ট (HDTC), ওয়েবসাইট সেটআপ এ্যান্ড অপারেশন:** ডিএই এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য আসবাবপত্র ক্রয়, ইকুইপমেন্ট ক্রয় (HDTC) ও ওয়েবসাইট সেটআপ এ্যান্ড অপারেশন এর জন্য থোক বরাদ্দ ধরা হয়েছিল এবং এই তিনটি খাতে মোট ব্যয়ের জন্য বরাদ্দকৃত টাকার পরিমাণ ছিল মোট ৩৬৮.৪০ লক্ষ টাকা (যথাক্রমে ৩০.৩২, ১৮১.৯৭ এবং ১৫৬.১১ লক্ষ টাকা) এবং এর বিপরীতে ব্যয় হয়েছে মোট ৩৬৩.৩০ লক্ষ টাকা (যথাক্রমে ২৯.৩১, ১৮০.৭৭ এবং ১৫৩.২২) অর্থাৎ লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জিত হয়েছে ৯৮.৬২% (যথাক্রমে ৯৬.৬৭%, ৯৯.৩৪% এবং ৯৮.১৫%)।

- ✓ **কম্পিউটার সেট, ফটোকপিয়ার, মাল্টিমিডিয়াসহ ল্যাপটপ, ফ্যাক্স মেশিন, ডিজিটাল ক্যামেরা, রেফ্রিজারেটর, টেলিফোন, মেগাফোন ক্রয়:** প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন ধরনের মোট ৪৩৮ টি মেশিনারীজ (যেমন: ৬০টি কম্পিউটার সেট, ৯৩টি ফটোকপিয়ার মেশিন, ৮২টি মাল্টিমিডিয়াসহ ল্যাপটপ, ৮২টি ফ্যাক্স মেশিন, ৬০টি ডিজিটাল ক্যামেরা, ৬টি রেফ্রিজারেটর, ৩টি টেলিফোন এবং ৫২টি মেগাফোন) ক্রয় করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। পিসিআর পর্যালোচনায় দেখা যায় যে প্রকল্প সময়ে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী উপরোল্লিখিত বিভিন্ন ধরনের ৪৩৮ টি মেশিনারীজ এর সবগুলোই (১০০%) ক্রয় করা হয়েছিল। উল্লেখিত বিভিন্ন ধরনের ৪৩৮টি মেশিনারীজ ক্রয় বাবদ বরাদ্দকৃত মোট টাকার পরিমাণ ছিল ৩৯৪.৮৭ লক্ষ টাকা (যথাক্রমে ৪১.১২, ১১৯.৮৫, ১৭৭.৪, ২০.৬৬, ২৮.২, ৩.৬, ০.৪৫ এবং ৩.৫৯ লক্ষ টাকা) এবং ধার্যকৃত এই টাকার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে মোট ৩৮৩.৬৪ লক্ষ টাকা অর্থাৎ ৯৭.১৬%। উপরোক্ত ৮ ধরনের মেশিনারীজ এর মধ্যে ৪ ধরনের মেশিনারীজ যেমন ডিজিটাল ক্যামেরা, রেফ্রিজারেটর, টেলিফোন, মেগাফোন ক্রয় বাবদ বরাদ্দকৃত অর্থের বিপরীতে ১০০% অর্থ ব্যয় হয়েছে এবং বাকী ৪ ধরনের মেশিনারীজ যেমন কম্পিউটার সেট, ফটোকপিয়ার, মাল্টিমিডিয়াসহ ল্যাপটপ ও ফ্যাক্স মেশিন ক্রয় বাবদ বরাদ্দকৃত অর্থের বিপরীতে ব্যয় হয়েছে যথাক্রমে ৯৭.৩২%, ৯৭.৪১%, ৯৬.৬২% এবং ৯৪.৯৭% (যথাক্রমে ৪০.০২, ১১৬.৭৫, ১৭১.৪১ এবং ১৯.৬২ লক্ষ টাকা)।

- ✓ **কৃষি যন্ত্রপাতি (পাওয়ার টিলারস, পাওয়ার স্প্রেয়ারস, ফুট পাম্প) ক্রয়:** প্রকল্পের আওতায় কৃষিকাজে ব্যবহার্য মোট ১৯৫ টি কৃষি সরঞ্জামাদি (১২টি পাওয়ার টিলারস, ৯০টি পাওয়ার স্প্রেয়ারস, এবং ৯৩টি ফুট পাম্প) ক্রয় বাবদ ধার্য করা হয়েছিল যথাক্রমে ১৫.০, ৩১.৫ ও ৬.৪২ লক্ষ টাকা। পিসিআর পর্যালোচনায় দেখা যায় প্রকল্প সময়ে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কৃষিকাজে ব্যবহার্য সবগুলো সরঞ্জাম ১০০% ক্রয় করা হয়েছিল এবং এই খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ পুরোটাই খরচ হয়েছে (১০০%)।

- **যানবাহন ক্রয় :** প্রকল্পের আওতায় মোট ১১০ টি যানবাহন (৪টি জিপ, ৩৮টি পিকআপ-ডাবল কেবিন, ৬৭টি মোটর সাইকেল, ১টি মাইক্রোবাস) ক্রয় বাবদ ধার্য করা হয়েছিল মোট ২০১০.৯৪ লক্ষ টাকা (যথাক্রমে ২৪৮.০০, ১৬৪৭.১৮, ৭৭.৪৩ এবং ৩৮.৩৩ লক্ষ টাকা)। পিসিআর পর্যালোচনায় দেখা যায় যে প্রকল্প সময়ে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী মোট ১১০ টি (১০০%) যানবাহন ক্রয় করা হয়েছে এবং এই খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ পুরোটাই খরচ হয়েছে (১০০%)।

- **কন্সট্রাকশন ওয়ার্ক (পূর্ত কাজ):** প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন ধরনের মোট ১৪৫ টি অবকাঠামো নির্মাণ/আপগ্রেড/সম্প্রসারণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল। এর মধ্যে ছিল ৭টি ডরমেটরি এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ ও সম্প্রসারণ, ৭টি নার্সারী আপগ্রেড (HDTC), ১০৪টি অন ফার্ম স্মল স্কেল অবকাঠামো (OFSSI) নির্মাণ, ১১ টি নতুন ডিডিএ অফিস নির্মাণ এবং ১৬ টি ডিডিএ অফিস সম্প্রসারণ। সবধরণের অবকাঠামো উন্নয়ন কাজই ১০০% সম্পন্ন কারা হয়েছে শুধুমাত্র OFSSI নির্মাণ ব্যতীত (৮৮%)। কন্সট্রাকশন ওয়ার্ক খাতে মোট অর্থের সংস্থান ছিল ৫,০৪৮.৪৮ লক্ষ টাকা এবং সংস্থানের বিপরীতে প্রকৃত ব্যয় হয়েছে ৪,৮৮৪.৩৩ লক্ষ টাকা অর্থাৎ ৯৬.৭৫% অর্জিত হয়েছে। এই খাতের আওতায় আন্তঃখাতসমূহের ভৌত ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতির অবস্থা নিম্নে বর্ণনা করা হল:

- ✓ **ডরমেটরি এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ ও সম্প্রসারণ:** প্রকল্পের আওতায় লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ৭টি (১০০%) ডরমেটরি এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ ও সম্প্রসারণ করা হয়েছে এবং এ খাতে বারাদ্দকৃত ৩৩১.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ৩২৯.৮ লক্ষ টাকা (৯৯.৬৪)।

- ✓ **নার্সারী আপগ্রেড (HDTC):** প্রকল্পের আওতায় লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ৭টি (১০০%) নার্সারী আপগ্রেড করা হয়েছে এবং এ খাতে বারাদ্দকৃত ১৬৫.৩৬ লক্ষ টাকার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ১৬৪.৭৯ লক্ষ টাকা (৯৯.৬৬)।

- ✓ **অন ফার্ম স্মল স্কেল অবকাঠামো (OFSSI):** পিসিআর পর্যালোচনায় দেখা যায় যে প্রকল্প দলিল অনুযায়ী মোট ১০৪ টি OFSSI নির্মাণ করার কথা ছিল কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ৯২ টি (৮৮%) OFSSI নির্মাণ করা হয়েছে। জমি এবং তহবিল/ফান্ড এর সীমাবদ্ধতার কারণে বাকী ১২ টি OFSSI নির্মাণ করা সম্ভব হয়নি। OFSSI নির্মাণ খাতে বারাদ্দকৃত ১০৯৯.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ১০৭৭.১২ লক্ষ টাকা (৯৮.০১%)।

- ✓ **নতুন ডিডিএই অফিস নির্মাণ:** প্রকল্পের আওতায় লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ১১ টি (১০০%) নতুন ডিডিএই অফিস নির্মাণ করা হয়েছে এবং এ খাতে বারাদ্দকৃত ২০০২.১২ লক্ষ টাকার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ১৯৯৮.৫০ লক্ষ টাকা (৯৯.৮২%)।

- ✓ **ডিডিএই অফিস সম্প্রসারণ:** প্রকল্পের আওতায় লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ১৬ টি (১০০%) ডিডিএই অফিস সম্প্রসারণ করা হয়েছে এবং এ খাতে বারাদ্দকৃত ১৪৫১.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ১৩১৪.১২ লক্ষ টাকা (৯০.৫৭%)।

- **কৃষি ঋণ বিতরণ:** লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় ২০৩২০০ জন কৃষককে ২০৩১৯.৩৪ লক্ষ টাকা (১০০%) কৃষি ঋণ প্রদান করা হয়েছে। কৃষকদের ৩৬ ধরনের উচ্চ মূল্য ফসলের (সবজি-৬, ফল-১১, মশলা-৬, ওষধি গাছ-৬, ফুল -৬ এবং অন্যান্য-১) জন্য উৎপাদন ঋণ প্রদান করা হয়।

- **ক্ষুদ্র কৃষক দল গঠন:** প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী মাইক্রো ফাইন্যান্স ইনস্টিটিউট ব্র্যাক ডিএই-এর সহায়তায় ২৭ টি জেলার ৫২ টি উপজেলায় ১২,০০০ ক্ষুদ্র কৃষক দল গঠন করেছে (পুরুষ-৫৬২০, মহিলা-৬৩৮০) যার সদস্য সংখ্যা ছিল ২৫২৮৭৩ জন এবং এর মধ্যে ৫৫% ছিল মহিলা কৃষক। কৃষক দল গঠনে সহায়তা করার জন্য প্রকল্পের পরামর্শকগণ সর্বদা মাঠ সফরে থাকতেন।

৩.৫ প্রকল্পের ক্রয় সংক্রান্ত কার্যক্রম পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ (তথ্যসুত্রঃ পিসিআর)

সংশোধিত ডিপিপি-তে উল্লেখিত সকল প্রকার পণ্য, কাজ, পরামর্শ পরিষেবা লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ১০০% ক্রয় করা হয়েছে। নির্ধারিত পণ্য, কাজসমূহ ক্রয়ের জন্য সংস্থানকৃত অর্থের বিপরীতে প্রকৃত ব্যয় হয়েছে ৯০.৫৭% থেকে ১০০%। যানবাহন ক্রয় খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের শতভাগ ব্যয় হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় যে সমস্ত সামগ্রী ক্রয় করা হয়েছে তার তালিকা এবং ক্রয় পদ্ধতির বিবরণ নিম্নে দেওয়া হল।

সারণী ১৪: ডিডিপি অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত নির্মাণ/নির্গমণ/ইনস্টলেশন যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদির তালিকা

ক্রয়কৃত দ্রব্য সামগ্রীর নাম (সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী)	ভৌত (সংখ্যা/পরিমাণ)			আর্থিক (লক্ষ টাকায়)			ক্রয় পদ্ধতি	সংগ্রহের সময়
	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অগ্রগতি	অগ্রগতির হার (%)	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অগ্রগতি	অগ্রগতির হার (%)		
যন্ত্রপাতি, সরঞ্জামাদি, স্পেয়ার্স ও আসবাবপত্র ক্রয়:								
আসবাবপত্র (DDAE & HDTC)	থোক	থোক	-	১৮১.৯৭	১৮০.৭৭	৯৯.৩৪%	উন্মুক্ত দরপত্র	০৮/০৫/২০১২; ৩১/১২/২০১২; ২৮/০২/২০১৪; ৩০/০৬/২০১৬
কম্পিউটার	৬০	৬০	১০০%	৪১.১২	৪০.০২	৯৭.৩২%	উন্মুক্ত দরপত্র	০৯/০৬/২০১১; ২১/০৬/২০১২; ১০/০২/২০১৪
ফটোকপিয়ার	৯৩	৯৩	১০০%	১১৯.৮৫	১১৬.৭৫	৯৭.৪১%	উন্মুক্ত দরপত্র	০২/০৬/২০১১; ২১/০৬/২০১২; ৩১/০১/২০১৪
মাল্টিমিডিয়া ও ল্যাপটপ	৮২	৮২	১০০%	১৭৭.৪০	১৭১.৪১	৯৬.৬২%	উন্মুক্ত দরপত্র	২০/০৫/২০১২; ২১/১১/২০১২; ১০/০২/২০১৪
ফ্যাক্স মেশিন	৮২	৮২	১০০%	২০.৬৬	১৯.৬২	৯৪.৯৭%	উন্মুক্ত দরপত্র	১৯/০৫/২০১২; ৩১/০১/২০১৪
ডিজিটাল ক্যামেরা	৬০	৬০	১০০%	২৮.২০	২৮.২০	১০০%	উন্মুক্ত দরপত্র	০৬/০৫/২০১২; ২১/১০/২০১২
রেফ্রিটারেটর	৬	৬	১০০%	৩.৬০	৩.৬০	১০০%	উন্মুক্ত দরপত্র	১৯/১১/২০১২
পাওয়ার টিলার	১২	১২	১০০%	১৫.০০	১৫.০০	১০০%	উন্মুক্ত দরপত্র	২৭/১১/২০১৪
পাওয়ার স্প্রেয়ার	৯০	৯০	১০০%	৩১.৫০	৩১.৫০	১০০%	উন্মুক্ত দরপত্র	২৭/১১/২০১৪; ৩০/০৬/২০১৬
মেগাফোন	৫২	৫২	১০০%	৩.৫৯	৩.৫৯	১০০%	উন্মুক্ত দরপত্র	২৮/০৫/২০১২; ৩১/০১/২০১৪
ফুটপাম্প	৯৩	৯৩	১০০%	৬.৪২	৬.৪২	১০০%	উন্মুক্ত দরপত্র	২৭/১১/২০১৪; ৩০/০৬/২০১৬
যন্ত্রপাতি (HDTC)	থোক	থোক	৯৮%	১৫৬.১১	১৫৩.২২	৯৮.১৫%	উন্মুক্ত দরপত্র	২৬/০৫/২০১৪; ২২/০২/২০১৪; ২৭/১১/২০১৪; ৩০/০৬/২০১৬
যানবাহন ক্রয়								
জীপ	৪	৪	১০০%	২৪৮.০০	২৪৮.০০	১০০%	উন্মুক্ত দরপত্র	১০/০৬/২০১২; ২২/০৬/২০১৪; ২৯/০৪/২০১৫
পীক-আপ (ডাবল কেবিন)	৩৮	৩৮	১০০%	১৬৪৭.১৮	১৬৪৭.১৮	১০০%	উন্মুক্ত দরপত্র	৩০/০৫/২০১২; ২৮/১১/২০১২; ১৮/০৬/২০১৪; ২৯/০৩/২০১৫
মটর সাইকেল	৬৭	৬৭	১০০%	৭৭.৪৩	৭৭.৪৩	১০০%	উন্মুক্ত	০৮/০৫/২০১২;

ক্রয়কৃত দ্রব্য সামগ্রীর নাম (সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী)	ভৌত (সংখ্যা/পরিমাণ)			আর্থিক (লক্ষ টাকায়)			ক্রয় পদ্ধতি	সংগ্রহের সময়
	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অগ্রগতি	অগ্রগতির হার (%)	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অগ্রগতি	অগ্রগতির হার (%)		
							দরপত্র	০৫/০৫/২০১৪
মাইক্রোবাস	১	১	১০০%	৩৮.৩৩	৩৮.৩৩	১০০%	উন্মুক্ত দরপত্র	০৪/০৫/২০১৪
কন্সট্রাকশন ওয়ার্ক								
ডিডিএ অফিস মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও সংস্কার	**১৬**	**১৬**	**১০০%**	৮৮০	৮৭৭.০৪	৯৯.৬৬%	উন্মুক্ত দরপত্র	**৩০/০৬/২০১৩-৩০/০৬/২০১৪**
ডরমেটরি ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নির্মাণ ও সম্প্রসারণ	৭	৭	১০০%	৩৩১.০০	৩২৯.৮০	৯৯.৬৪%	উন্মুক্ত দরপত্র	২৭/০১/২০১৩; ২৭/০৩/২০১৪; ০৪/০২/২০১৫; ০৫/০৬/২০১৫-২০/০৮/২০১৫
নার্সারী উন্নয়ন	৭	৭	১০০%	১৬৫.৩৬	১৬৪.৭৯	৯৯.৬৬%	উন্মুক্ত দরপত্র	০৯/০৭/২০১৩; ৩০/০৬/২০১৪
OFSSI অবকাঠামো নির্মাণ	১০৪	৯২	৮৮%	১০৯৯.০০	১০৭৭.১২	৯৮.০১%	উন্মুক্ত দরপত্র	১৫/০৫/২০১৪-১৬/০২/২০১৫
নতুন ডিডিএ অফিস নির্মাণ	১১	১১	১০০%	২০০২.১২	১৯৯৮.৫০	৯৯.৮২%	উন্মুক্ত দরপত্র	২০/০৭/২০১৪
ডিডিএ অফিস সম্প্রসারণ	১৬	১৬	১০০%	১৪৫১.০০	১৩১৪.১২	৯০.৫৭%	উন্মুক্ত দরপত্র	৩০/০৬/২০১৩; ৩০/০৬/২০১৪

তথ্য সূত্র: ডিএই পিসিআর এবং সংশোধিত ডিপিপি

যানবাহন, মালপত্র এবং যন্ত্রপাতি ক্রয় সম্বন্ধে জনাব মো: ফজলুল হক, SCDP এর সর্বশেষ প্রকল্প পরিচালক নিশ্চিত করেছেন যে সংশ্লিষ্ট সমস্ত ক্রয় সম্পাদিত হয়েছে বাংলাদেশ সরকার এবং এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি) এর নিয়ম নীতি মেনে। তিনি আরও জানান, দীর্ঘ আনুষ্ঠানিকতার কারণে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ক্রয় কার্যক্রম বিলম্বিত হয়েছিল। এডিবি কে তাদের ম্যানিলা সদর দপ্তর থেকে সম্মতি নিতে হয়েছিল। অত:পর ক্রয় সম্পাদনের পরে, ক্রয়কৃত সামগ্রীসমূহ বরাদ্দ করা হয়েছিল বিভিন্ন SCDP জেলা, উপজেলা সদর দপ্তর এবং দুটি আঞ্চলিক অফিসসমূহে। স্থানীয় LGED এর তত্ত্বাবধানে OFSSI নির্মিত হয়েছিল।

৩.৬ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা

৩.৬.১ প্রকল্প পরিচালক ও জনবল নিয়োগ

কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নকৃত "২য় শস্য বহুমুখীকরণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পে মোট চার জন প্রকল্প পরিচালক আগস্ট ২০১০ থেকে জুন ২০১৭ পর্যন্ত প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময়ে পর্যায়ক্রমিকভাবে প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। সারণী ১৫-এ তাঁদের নাম চাকুরীর মেয়াদকাল দেওয়া হল:

সারণী ১৫: প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ ও মেয়াদকাল

প্রকল্প পরিচালকের নাম ও পদবী	মেয়াদকাল	
	জয়েনিং	বদলী
জনাব মো: সাইদুর রহমান (সেলিম)	১০/০৮/২০১০	১৫/১২/২০১০
জনাব মো: হামিদুর রহমান	১৩/০১/২০১১	৩০/০৬/২০১৫
জনাব মো: গোলাম মারুফ	২৮/০৭/২০১৫	০৪/১২/২০১৬
জনাব মো: ফজলুল হক	০৪/১২/২০১৬	৩০/০৬/২০১৭

প্রকল্প শুরুর সময় প্রকল্পের আওতায় মোট ১২০ জন জনবল তথা কর্মকর্তা ও স্টাফ/কর্মচারী (৮৪ জন পুরুষ ও ১১ জন মহিলা) নিয়োগ দেওয়া হয়। প্রকল্পে নিয়োজিত মোট কর্মকর্তা হচ্ছে ২৫ জন (পুরুষ-২১ জন ও মহিলা-৭ জন) এবং অন্যান্য স্টাফ হচ্ছে ৯৫ জন (পুরুষ-৮৪ জন ও মহিলা-১১ জন)।

সারণী ১৬: প্রকল্প শুরুর সময় নিয়োগকৃত জনবল

পিসিআর অনুযায়ী ধার্যকৃত জনবল	প্রকল্প শুরুর সময় নিয়োগকৃত জনবল		
	পুরুষ	মহিলা	মোট
কর্মকর্তাবৃন্দ	২১	৪	২৫
কর্মচারী/স্টাফবৃন্দ	৮৪	১১	৯৫
মোট	**১০৫**	**১৫**	**১২০**

৩.৬.২ প্রকল্পের পরামর্শক

প্রকল্পের আওতায় পিএমইউ কর্তৃক টেকনিক্যাল টিমের জন্য মোট ১৫ জন পরামর্শক নিয়োগ করা হয়েছিল যার মধ্যে পরামর্শ পরিষেবা দেওয়ার জন্য ৬ জন ছিলেন বিদেশী পরামর্শক এবং বাকী ৯ জন ছিলেন দেশী পরামর্শক। এই ১৫ জন বিদেশী ও দেশী পরামর্শক প্রকল্পের আওতায় যথাক্রমে ৫৯ ও ২৯৩ জন মাস পরামর্শ পরিষেবা প্রদান করেছিলেন।

সারণী ১৭: প্রকল্প পরামর্শদাতার ব্যবহার (বিদেশী ও দেশী)

পরামর্শদাতার ধরণ	অনুমোদিত (জন মাস)		প্রকৃত জন মাসের ব্যবহার
	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী	চুক্তি অনুযায়ী	
বিদেশী	৫৯	৫৯	৫৯
দেশী	২৯৩	২৯৩	২৯৩
মোট	**৩৫২**	**৩৫২**	**৩৫২**

এই পরামর্শক দলটি ক্রান্তি এ্যাসোসিয়েটস্ নামক একটি পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিযুক্ত আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পরামর্শক নিয়ে গঠিত। টিম লিডারসহ ৬ জন আন্তর্জাতিক পরামর্শদাতা এবং ডেপুটি টিম লিডারসহ ৯ জন জাতীয় পরামর্শদাতা বিভিন্ন শাখার অধীনে বিভিন্ন সময়কালে প্রকল্পটিতে কাজ করেছেন। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের সময় প্রয়োজনীয় টেকনিক্যাল সাপোর্ট-এর প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে মূল ডিপিপি-তে বরাদ্দকৃত পরামর্শকদের কাজের সময়সূচি ডিপিপি-র ১ম ও ২য় সংশোধনীতে পরিবর্তন করা হয়। ডিপিপি-র ২য় সংশোধনীতে আন্তর্জাতিক পরামর্শকদের জন মাস ৬৬ থেকে কমিয়ে ৫৯ করা হয় এবং জাতীয় পরামর্শকদের জন মাস ২৮৩ থেকে বাড়িয়ে ২৯৩ করা হয়। নিম্নলিখিত সারণীতে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পরামর্শকদের জন মাসের সময়কাল দেখানো হল।

সারণী ১৮: মূল, ১ম ও ২য় সংশোধিত ডিপিপি-তে পরামর্শমূলক পরিষেবার কর্মীদের কর্মসূচি

বিশেষজ্ঞদের পদবী	জন মাস		প্রকৃত জন মাসের
	মূল ডিপিপি সংস্থান	১ম সংশোধিত ডিপিপি	২য় সংশোধিত ডিপিপি
আন্তর্জাতিক			
১. টিম লিডার/হর্টিকালচার ও মশলা ফসল বিশেষজ্ঞ	৩৬	২৫	২৫
২. কৃষি বিপণন বিশেষজ্ঞ	১৫	১৫	৭.৫
৩. ফুল চাষ বিশেষজ্ঞ	৬	৯	৬.৬৭

বিশেষজ্ঞদের পদবী	জন মাস		প্রকৃত জন মাসের
	মূল ডিপিপি সংস্থান	১ম সংশোধিত ডিপিপি	২য় সংশোধিত ডিপিপি
৪. বীজ উৎপাদন বিশেষজ্ঞ	৬	৬	৬
৫. গুণগতমান, মান প্রশংসাপত্র বিশেষজ্ঞ	৩	০	০
৬. ওষধি এবং সুগন্ধযুক্ত গাছ বিশেষজ্ঞ	০	৬	৬
৭. পোস্ট হারভেস্ট ম্যানেজমেন্ট এবং সরবরাহ চেইন বিশেষজ্ঞ	০	৮	৭.৮৩
মোট আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ	**৬৬**	**৬৬**	**৫৯**
জাতীয়			
১. পোস্ট হারভেস্ট প্রযুক্তি এবং বিপণন বিশেষজ্ঞ/ডেপুটি টিম লিডার	৫৪	৪৬	৪৮
২. ফুল চাষ বিশেষজ্ঞ	১৮	১৮	১৮
৩. হর্টিকালচার ও মশলা ফসল বিশেষজ্ঞ	৩৬	৩৮	৪০
৪. বেনিফিট পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন বিশেষজ্ঞ	১৬	৪৩	৪৬
৫. জেন্ডার এবং সামাজিক উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ	৩৬	২৪	২৫
৬. কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট এবং গ্রামীণ ক্রেডিট বিশেষজ্ঞ	৩৬	৪১	৪৪
৭. প্রশিক্ষণ পরিচালন বিশেষজ্ঞ	৩৬	৩৬	৩৮
৮. খাদ্য সুরক্ষা ও গুণগতমান বিশেষজ্ঞ	৩	৩	০
৯. গ্রামীন অবকাঠামো ইঞ্জিনিয়ারিয় বিশেষজ্ঞ	১২	১৮	১৮
১০. জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন/ পরিবেশ বিশেষজ্ঞ	৩৬	১৬	১৬
মোট জাতীয় বিশেষজ্ঞ	**২৮৩**	**২৮৩**	**২৯৩**

৩.৭ প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন (তথ্যসুত্রঃ পিসিআর)

দ্বিতীয় শস্য বহুমুখীকরণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত) নামক এই প্রকল্পটি জুলাই ২০১০ সাল থেকে জুন ২০১৭ সাল পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়। প্রাইমারি ও সেকন্ডারি উৎস থেকে সংগৃহিত তথ্যের ভিত্তিতে অর্থাৎ প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত বিভিন্ন মূল্যায়ন কার্যক্রম ও প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন থেকে প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে প্রকল্পের পরিকল্পিত উদ্দেশ্য (পিপিতে উল্লেখিত লগফ্রেমের আউটপুট অনুযায়ী) অর্জনের অবস্থা ও তার প্রভাব নিম্নে তুলে ধরা হল:

প্রকল্পের পরিকল্পিত উদ্দেশ্য (পিপিতে উল্লেখিত লগফ্রেমের আউটপুট অনুযায়ী)	প্রকৃত অর্জন ও আউটকাম/প্রভাব
বিভিন্ন উদ্যানতাত্ত্বিক শস্যের সম্প্রসারণের জন্য ক্ষুদ্র কৃষক দল গঠন (১২০০০ টি)	• পিসিআর এর তথ্য অনুযায়ী, ৩৬ টি উচ্চ মূল্য ফসল ২৭টি উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ পশ্চিম জেলায় বাস্তবায়ন করার জন্য ১২,০০০ ক্ষুদ্র কৃষক দল গঠন করা হয়েছে যার মোট সদস্য সংখ্যা ২,৫২,৮৭৩ জন এবং এর মধ্যে ১,৩৯,৭৯৩ জন (৫৫%) মহিলা, যা মহিলাদের সম্পৃক্তকরণ, ক্ষতায়ন এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণে সহায়তা করেছে।

প্রকল্পের পরিকল্পিত উদ্দেশ্য (পিপিতে উল্লেখিত লগফ্রেমের আউটপুট অনুযায়ী)	প্রকৃত অর্জন ও আউটকাম/প্রভাব
৫০০০০ হেক্টর জমি উচ্চ মূল্য ফসল চাষের আওতায় আনয়ন	• প্রকল্প বাস্তবায়ন সময়ে (জুলাই ২০১০-জুন ২০১৭) কৃষকদের কৃষি ঋণ সহায়তা প্রদানসহ ৯৩,৮৭০ হেক্টর জমি উচ্চ মূল্য ফসল চাষের আওতায় আনা হয়েছে যা শস্য বহুমুখীকরণে বিরাট ভূমিকা রেখেছে। প্রকল্পের ছয় বছর মেয়াদী (জুলাই ২০১০ - জুন ২০১৭) কার্যক্রমের ফলে প্রকল্প এলাকাগুলোতে ১৮.৫% বেশি উচ্চ মূল্য ফসল উৎপাদিত হয়েছে।
কৃষক প্রশিক্ষণ (৩৪০৯৭৫ জন)	• ঋণ পাওয়ার উপযোগী করার জন্য মোট ৩,৪০,৯৭৫ জন কৃষককে (পুরুষ-১৫৪৬১৮, মহিলা-১৮৬৩৫৭) বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে, যেমন: উচ্চ মূল্য ফসল উৎপাদন, ফসল সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা ও মূল্য সংযোজন, জেন্ডার অ্যাওয়ারনেস, ক্লাইমেট চেঞ্জ এ্যাডপটেশন এবং বসত বাড়ির জমিতে সবজি বাগান ও ফলের বাগান করা ইত্যাদি বিষয়ে। • এই প্রশিক্ষণ ও প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত সহায়তা কৃষকদেরকে উচ্চ মূল্য ফসল উৎপাদনে অনুপ্রাণিত করেছে। এই প্রশিক্ষণের জ্ঞান তাদের ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং আয় বৃদ্ধিতেও সহায়তা করেছে।
প্রযুক্তি স্থানান্তর: • এইচভিসি প্রদর্শনী প্লট স্থাপন (১৬৬৯৯ টি) • কর্মশালার আয়োজন: ডিএই কর্মকর্তা, স্টাফ, এনজিও ও কৃষকদের জন্য (২৯৬ টি) • কৃষি মেলা (৫২ টি) • ডিএই স্টাফ ও কৃষকদের জন্য মোটিভেশনাল ট্যুর এর আয়োজন (১৫৫২০ জন) • কৃষক মাঠ দিবস পালন (১৯৫৫)	• উন্নত উৎপাদন প্রযুক্তি প্যাকেজ নির্বাচন করা হয়েছে, ১৭,০৭০ টি প্রযুক্তির প্রদর্শনী করা হয়েছে। • ২৯৬ টি কর্মশালা করা হয়েছে (১৫৬ টি উপজেলা ওয়ার্কশপ, ১১৬টি জেলা ওয়ার্কশপ, ১৪ টি আঞ্চলিক ওয়ার্কশপ এবং ১০টি জাতীয় কর্মশালা) । • ৫২টি কৃষি মেলা হয়েছে (প্রতি প্রকল্প উপজেলায় ১ টি করে)। • ৫৮২ টি ব্যাচের মোটিভেশনাল ট্যুরের আয়োজন করা হয়েছে এবং এই মোটিভেশনাল ট্যুরে ডিএই স্টাফ ও কৃষকসহ মোট ১৫৫২০ জন অংশগ্রহণ করেছেন। • উচ্চ মূল্য ফসলের উপর ১৯৫৫ মাঠ দিবস পরিচালিত হয়েছে। • প্রতিষ্ঠানিক কর্মকর্তা ও কৃষকদের দক্ষতা উন্নয়নের সাথে সাথে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য উল্লেখযোগ্য সংখ্যক এইচভিসি উৎপাদন ম্যানুয়াল এবং ২,১৬০,০০০টি লিফলেট তৈরী এবং বিতরণ করা হয়েছে।
আধুনিক প্রযুক্তি গ্রহণের মাধ্যমে উচ্চ মূল্য ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি	• এই প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ৯৪ হাজার হেক্টর জমিতে ১.১৫ মিলিয়ন টন উচ্চ মূল্য ফসল উৎপাদিত হয়েছে। • জাতীয় উৎপাদনের হার থেকে এইচভিসি কৃষকের উৎপাদনশীলতা ১৭১ ভাগ (%) বৃদ্ধি পেয়েছে। সর্বোচ্চ বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়েছে সবজিতে (২৫-১৭১%), পর্যায়ক্রমে মসলা জাতীয় ফসল (৭৫%)।
উচ্চ মূল্য ফসল উৎপাদন ও কৃষি ব্যবসার উন্নয়নের জন্য ঋণ সহায়তা প্রদান	• প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত ২০৯,৭৪৬ জন কৃষককে ৮৬৩ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে উচ্চ মূল্য ফসল উৎপাদনের জন্য। অনেক কৃষক একবারের বেশি ঋণ নিয়েছে। • কৃষি ব্যবসা পাইলট ভিত্তিক সম্প্রসারণ করার মাধ্যমে ১৪৫৩ উদ্যোক্তার মধ্যে (৮৪০.৫ মিলিয়ন টাকা) ঋণ বিতরণ করা

প্রকল্পের পরিকল্পিত উদ্দেশ্য (পিপিতে উল্লেখিত লগফ্রেমের আউটপুট অনুযায়ী)	প্রকৃত অর্জন ও আউটকাম/প্রভাব
	হয়েছে।
প্রতিষ্ঠানিক উন্নয়ন: ● নতুন ডিডি-ডিএই অফিস উন্নয়ন (১১ টি) ● ডিডি-ডিএই অফিসের আনুভূমিক সম্প্রসারণ (১৬ টি) ● ডিডি-ডিএই অফিস মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ (১৬ টি) ● ডরমেটরি ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নির্মাণ ও সম্প্রসারণ (৭ টি) ● নার্সারী আপগ্রেড (৭ টি)	● প্রকল্পের আওতায় ১১ টি নতুন ডিডি-ডিএই অফিস উন্নয়ন, ১৬ টি ডিডি-ডিএই অফিসের আনুভূমিক সম্প্রসারণ এবং ১৬ টি ডিডি-ডিএই অফিস মেরামত করা হয়েছে। ● এছাড়া ৭টি ডরমেটরি ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নির্মাণ ও সম্প্রসারণ এবং ৭টি নার্সারী আপগ্রেড করা হয়েছে। ● এছাড়া গাড়ী, মটরসাইকেল, মাল্টিমিডিয়া ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে যার মাধ্যমে অফিসগুলোর লজিস্টিক ও প্রযুক্তির সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
অন ফার্ম স্মল স্কেল অবকাঠামো (OFSSI) নির্মাণ (১০৪ টি)	● ২৭টি জেলার ৫২টি প্রকল্প উপজেলায় ৯২টি OFSSI অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে উচ্চ মূল্য ফসল বাজারজাতকরণের জন্য। জমি এবং ফান্ড সমস্যার কারণে অবশিষ্ট ১২ টি OFSSI অবকাঠামো নির্মাণ করা সম্ভব হয়নি। ● OFSSI এর মাধ্যমে কৃষকরা কোন মধ্যসত্বভোগী ছাড়াই ন্যায্য মূল্যে পণ্য বিক্রি করতে পারছে। OFSSI-এর মাধ্যমে কৃষকের বাড়ি ও পাইকারী বাজারের মধ্যে যে মূল্য পার্থক্য তা কমানো সম্ভব হয়েছে। ● OFSSI মার্কেট তৈরি এবং FMA গঠনের মাধ্যমে কৃষকের পণ্য বাজারজাতকরণে সহায়তা করা হয়েছে।
কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি (বছরে ১৮০,০০০ শ্রম দিবস)	● প্রকল্পটি বার্ষিক ১৮০,০০০ শ্রম দিবস কর্ম সংস্থান সৃষ্টির পরিকল্পনা করেছিল কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ৪৭৯,০০০ শ্রম দিবস শ্রমিকের কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। যা সম্ভব হয়েছে প্রকল্প বাস্তবায়ন সময়ে (জুলাই ২০১০-জুন ২০১৭) কৃষি ঋণ সহায়তা প্রদানসহ ৯৩,৮৭০ হেক্টর জমি উচ্চ মূল্য ফসল চাষের আওতায় আনয়নের মাধ্যমে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য। এই বৃহৎ উৎপাদন ব্যবস্থাপনার জন্য অতিরিক্ত কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
কৃষকদের আয় ২৪% বৃদ্ধি	● বেইস লাইন সার্ভের সময় (২০১২) কৃষকের বাৎসরিক গড় আয়, পাওয়া গিয়েছিল ১৯০,০০৮ টাকা। যা প্রকল্পের শেষ দিকে (২০১৬) দাঁড়ায় বাৎসরিক ৩১৩,৫৮৪ টাকা যা বেইজ লাইনের তুলনায় ৬৫% বেশি ছিল। । ● বেইস লাইন সার্ভের সময় থেকে প্রকল্পের শেষ পর্যায়ে সবচেয়ে বেশি আয় বৃদ্ধি পেয়েছে সব্জি চাষের মাধ্যমে (৮৬.৫%), এরপর মসলা জাতীয় ফসল (২৬.৫%), এরপর ফল (২৫.৭%) এবং এরপর অন্যান্য ফসল (২০.৪%)।
ফসল সংগ্রহোত্তর ক্ষতি ১০% কমানো	● এই প্রকল্পের প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে বিভিন্ন ফসলের সংগ্রহোত্তর ক্ষতি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। (১.২৩% থেকে ১৯.৫৭% কমানো সম্ভব হয়েছে)।

তথ্য সূত্র: ডিএই পিসিআর ও বর্তমান প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার মাঠ জরিপ

৩.৮ ২য় শস্য বহুমুখীকরণ প্রকল্পের প্রভাব

২য় শস্য বহুমুখীকরণ প্রকল্পর (২য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পটি ছয় বছরের বেশি সময় ধরে (২০১০-২০১৭) এর কার্যক্রম চালায়। প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের মধ্যে ছিল ১২,০০০ কৃষক দল তৈরি ও তাদের মাঝে ৩৬ রকমের উচ্চমূল্যের ফসল উৎপাদনের প্রযুক্তি হস্তান্তর, প্রশিক্ষণ ও ঋণ সহায়তা প্রদান; কৃষি কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ ও বিভিন্ন উচ্চমূল্যের ফসল উৎপাদন ও সঠিকভাবে বাজারজাতকরণের মাধ্যমে কৃষকের আয় বৃদ্ধি ও দারিদ্র বিমোচন করা। প্রকল্পটির উদ্দেশ্য সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হয় যার প্রভাবে কৃষক বর্তমানে লাভবান হচ্ছে। প্রকল্পের প্রভাবসমূহ নিম্নে আলোচনা করা হল।

৩.৮.১ পিসিআর অনুযায়ী সরাসরি প্রভাব (ডাইরেক্ট ইম্প্যাক্ট)

১) এই প্রকল্পের মাধ্যমে অতিরিক্ত ৯৩,৮৭০ হেক্টর জমিতে উচ্চ মূল্য ফসল উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে যা শস্য বহুমুখীকরণে বিরাট ভূমিকা রেখেছে।

২) প্রকল্পের ছয় বছর মেয়াদী (জুলাই ২০১০ - জুন ২০১৭) কার্যক্রমের ফলে প্রকল্পভুক্ত এলাকাগুলোতে ১৮.৫% বেশি উচ্চ মূল্য ফসল উৎপাদিত হয়েছে।

৩) প্রকল্পের আওতায় ১২,০০০ কৃষক দল গঠন করা হয়েছে যার মোট সদস্য সংখ্যা ২৫২,৮৭৩ জন এবং এর ৫৫% মহিলা। যা মহিলাদের সম্পৃক্তকরণ, ক্ষতায়ন এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণে সহায়তা করেছে।

৪) ২৭ টি জেলায় ৯২ টি OFSSI মার্কেট তৈরির মাধ্যমে এবং FMA গঠনের মাধ্যমে কৃষকের পণ্য বাজারজাতকরণে সহায়তা করা হয়েছে।

৫) প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পগুলোর মাধ্যমে ২০৯,৭৪৬ জন কৃষককে ৮৬৩ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে উচ্চ মূল্য ফসল উৎপাদনের জন্য। অনেক কৃষক একবারের বেশি ঋণ নিয়েছে। ৯৯% লোনের টাকা উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।

৬) এছাড়া ৭টি উদ্যানতত্ত্ব সেন্টার এবং ২৭টি উপ-পরিচালক ডিএই অফিস উন্নয়ন করা হয়েছে। গাড়ী, মটরসাইকেল, মাল্টিমিডিয়া ও অন্যান্য যন্ত্রপাতির ক্রয়ের মাধ্যমে অফিসগুলোর লজিস্টিক ও প্রযুক্তির সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

৭) এই প্রকল্পের মাধ্যমে ৩৪০,৯৭৫ জন কৃষককে বিভিন্ন উচ্চ মূল্য ফসল উৎপাদন, সংরক্ষণ ও মূল্য সংযোজনের উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

৮) উপরন্তু ৯৩৪ জন সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, ১৫,৭৭৫ জন এসএএও এবং ১৮৬৫ জন এনজিও মাঠকর্মীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে ক্যাপাসিটি বিল্ডিং-এর জন্য। যা উচ্চ মূল্য ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি, বাজারজাতকরণ ও মূল্য সংযোজনে ভূমিকা রেখেছে এবং ভবিষ্যতেও রাখবে।

প্রকল্পের সামগ্রিক কার্যক্রমের মাধ্যমে উচ্চ মূল্য ফসলের উৎপাদন ও কৃষকের আয় বৃদ্ধির উপর প্রভাব:

আয় বৃদ্ধিঃ বেইস লাইন সার্ভের সময় (২০১২) কৃষকের বাৎসরিক গড় আয়, পাওয়া গিয়েছিল ১৯০,০০৮ টাকা। যা প্রকল্পের শেষ দিকে (২০১৬) দাঁড়ায় বাৎসরিক ৩১৯,৫৮৪ টাকা। এর থেকে ধরে নেওয়া যায় প্রকল্পের কার্যক্রমের মাধ্যমে কৃষকের আয় ৬৫% বৃদ্ধি পেয়েছে। বেইস লাইন সার্ভের সময় থেকে প্রকল্পের শেষ পর্যায়ে সবচেয়ে বেশি আয় বৃদ্ধি পেয়েছে সব্জি চাষের মাধ্যমে (৮৬.৫%), এরপর মসলা জাতীয় ফসল (২৬.৫%), এরপর ফল (২৫.৭%) এবং এরপর অন্যান্য ফসল (২০.৪%)।

চিত্র ৫: প্রকল্পের কার্যক্রমের মাধ্যমে কৃষকের আয় বৃদ্ধি (source: PCR)

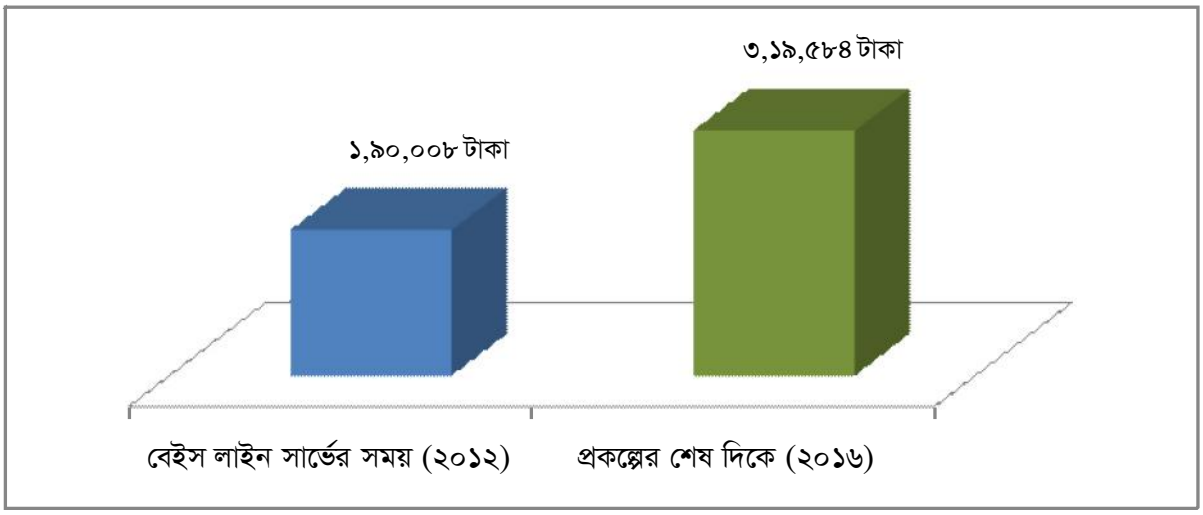

ফসল বহুমুখীকরণ: প্রকল্পভুক্ত কৃষকদের গড় ফসলের নিবিড়তা ২৪৫%, অপরদিকে অন্য কৃষকদের ফসলের নিবিড়তা ১৯৬%। এর কারণ ছয় বছরে ১৭০০০ প্রযুক্তি প্রদর্শনী ৫২ টি উপজেলার গ্রামে স্থাপন করা হয়। এবং সেই সঙ্গে কৃষকদের প্রশিক্ষণ ও প্রয়োজনীয় ঋণ দেয়া হয়।

উচ্চ মূল্যের ফসল চাষের মাধ্যমে কৃষকের লাভ বৃদ্ধি: প্রায় সব উচ্চ মূল্য ফসল থেকেই কৃষক ভাল লাভ পেয়েছে। ভাল বীজ/চারা, সময়মত রোপন এবং বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা, প্রশিক্ষণ, ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে। বিনা চাষে রসুন সব থেকে বেশি লাভ দিয়েছে (৬,৬০,০০০ টাকা/হেক্টর), এরপর বেগুন (৪,৮৩,৯৯০ টাকা/হেক্টর), এরপর আদায় লাভ (৪,৬৬,০৮৯ টাকা/হেক্টর) এবং ১,৯৪,১০৪ টাকা/হেক্টর লাভ করেছে ভূট্টা থেকে। অন্যদিকে, দীর্ঘমেয়াদী ফল কলা, মাল্টা ও আম শুরুতেই যথেষ্ট ভাল লাভ দিয়েছে। এর থেকে (বিশেষ করে আম ও মাল্টা) অনেক বছর ধরে ফসল পাওয়া যাবে যা কৃষকের উৎপাদন ও লাভ উভয়কেই টেকসই করবে বলে ধারণা করা যায়। আমের লাভ সব থেকে বেশি (বিসিআর ৬.১৯), এরপর মালটায় লাভ (বিসিআর ৪.১৭)। নতুন ফল হিসেবে মাল্টা এলাকায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং মানুষের ভিটামিন সি-র চাহিদা পূরণসহ বিদেশী মাল্টার আমদানী ব্যয় কমিয়েছে।

ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধি ও ফসল বিন্যাসের পরিবর্তন: প্রকল্প এলাকায় বেইস লাইন সার্ভের সময় (২০১৩) ফসলের নিবিড়তা ছিল ২১০.০৮%, যা ২০১৬ সালে উন্নীত হয়েছে ২২৮.০৩% এ (১৭.৯৫% বৃদ্ধি)। এটি সম্ভব হয়েছে ব্যাপক প্রদর্শনী প্লট স্থাপন, প্রশিক্ষণ প্রদান ও যথাসময়ে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে। এর মাধ্যমে প্রচলিত ফসল বিন্যাসেরও পরিবর্তন হয়েছে। কৃষকদের কাছে উচ্চ মূল্য ফসল চাষের উপযোগিতা সুস্পষ্ট হয়েছে।

ফসলের সংগ্রহোত্তর ক্ষতি কমানো: এই প্রকল্পের প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে বিভিন্ন ফসলের সংগ্রহোত্তর ক্ষতি ১.২৩ থেকে ১৯.৫৭% কমানো সম্ভব হয়েছে। বেইস ইয়ার এ ফলের ক্ষতি ছিল ৩০% যা ২০১৬ সালে কমে হয়েছে ১০.৪৩%। বেইস ইয়ার এ মসলার ক্ষতি ছিল ১৫% যা কমে হয়েছে ১৩.৭৭%। সর্বপরি, গড়ে সবজি ও ফলের ফসল সংগ্রহোত্তর ক্ষতি ১৭.৫৯% কমানো সম্ভব হয়েছে এই প্রকল্পের কার্যক্রমের মাধ্যমে। নিম্নে লেখচিত্রের মাধ্যমে ফসলের সংগ্রহোত্তর ক্ষতির পরিমাণ (%) দেয়া হল।

চিত্র ৬: প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে ফসলের সংগ্রহোত্তর ক্ষতি হ্রাস (%)

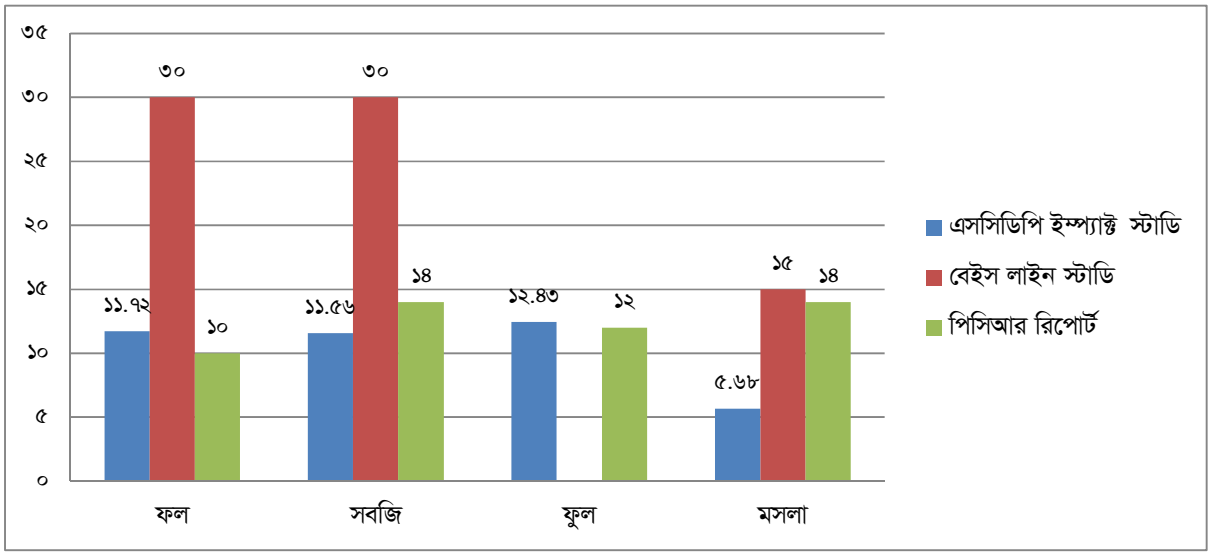

তথ্য সুত্র: ডিএই পিসিআর

৩.৮.২ পিসিআর অনুযায়ী প্রভাব (ইনডাইরেক্ট ইম্প্যাক্ট)

ক) **কৃষকের সম্পদ (এ্যাসেট) বৃদ্ধি:** গরু, ছাগল, হাঁস-মুরগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

খ) **কর্ম সংস্থান সৃষ্টি:** প্রায় এক লাখ হেক্টর জমি এইচভি ফসলের আওতায় আসায় উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। এই উৎপাদন ব্যবস্থাপনার জন্য বছরে ১,৮০,০০০ জন দিবস শ্রমিকের কর্মসংসস্থান হয়েছে।

গ) **নারীর ক্ষমতায়ন:** এই প্রকল্পের দল গঠনে ৫৫% মহিলার অংশগ্রহণ ছিল যারা বিভিন্ন পর্যায়ে ঋণ পেয়েছিল এইচভি ফসল উৎপাদনের জন্য। যা মহিলাদের মধ্যে কৃষি প্রযুক্তির জ্ঞান সম্প্রসারণে ও মহিলাদের ক্ষমতায়নে কিছুটা হলেও ভূমিকা রেখেছে।

ঘ) **বাজারজাতকরণ ও বাজার মূল্য জানা:** উচ্চ মূল্য ফসল বাজারজাতকরণ এর জন্য OFSSI নির্মাণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে কৃষকরা ন্যায্য মূল্যে পণ্য বিক্রি করতে পারছে কোন মধ্যসত্বভোগী ছাড়াই। OFSSI-এর মাধ্যমে কৃষকের বাড়ী ও পাইকারী বাজারের মধ্যে যে মূল্য পার্থক্য তা কমানো সম্ভব হয়েছে।

চ) **পরিবারের সদস্যদের খাদ্য গ্রহণ ও খাদ্য নিরাপত্তা:**

- বেইস লাইন সার্ভের সময় এসসিডিপি এর কৃষকের খাদ্য খাটতি ছিল ১৮.৩২% পরিবারের। প্রকল্পের সমাপ্তির সময় তা কমে দাঁড়িয়েছে ১০.৪৩% এ।
- প্রকল্পের বেইস লাইনের সময় ১৫% পরিবারের খাদ্য উদ্বৃত্ত ছিল। প্রকল্প সমাপ্তির সময় তা বেড়ে ২০% এ দাঁড়িয়েছে।
- নিজের উৎপাদন থেকে খাদ্য নিরাপত্তা ছিল ১৫.৭৭ ভাগের (বেইস লাইন এর সময়) প্রকল্প শেষে তা বেড়ে দাড়ায় ২০.৮৭ ভাগ।
- সর্বপরি, উচ্চ মূল্য ফসল উৎপাদনের মাধ্যমে কৃষকের আয় বেড়েছে যা খাদ্য নিরাপত্তা অনেকটা নিশ্চিতে সহায়তা করেছে।

ছ) **পরিবেশের উপর প্রভাব:** উচ্চ মূল্য ফসল বিশেষ করে বৃক্ষ জাতীয় ফসল (আম, মাল্টা) পরিবেশ উন্নয়ন ও জলবায়ুর ঝুঁকি মোবাবেলায় সাহায়তা করেছে। এছাড়া এ প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন ফসল/জাত এর বীজ/চারা সরবরাহ করা হয়েছে যা climate resilient ।

জ) **স্যানিটেশন সুবিধা বৃদ্ধিঃ** বেইস লাইনের সময় ৭১.২৪ ভাগ পরিবারের স্যানিটারী ল্যাট্রিন ছিল, প্রকল্প শেষে তা উন্নীত হয়েছে ৮৬ ভাগে। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ফলেই তা সম্ভব হয়েছে।

ঝ) **দারিদ্রতা হ্রাসে প্রকল্পের অবদানঃ** এই প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ৯৪ হাজার হেক্টর জমিতে উচ্চ মূল্য ফসল উৎপাদিত হয়েছে যার পরিমাণ ১.১৫ মিলিয়ন টন। এছাড়া সহজ শর্তে ৮৬৩ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণের ফলে গ্রামীণ অর্থনীতিতে গতি সঞ্চার হয়েছে। এ সমস্ত কার্যক্রমের ফলে প্রকল্পভুক্ত কৃষক পরিবারের আয় ৬৫% বৃদ্ধি পেয়েছে। যা দারিদ্র হ্রাসে যথেষ্টে ভূমিকা রেখেছে।

৩.৯ প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রমের ফলাফল (Impact study results)

২য় শস্য বহুমুখীকরণ (২য় পর্যায়) শীষক প্রকল্পের প্রভাব ও সাফল্য সরেজমিনে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণের জন্য এই প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এ প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনায় **২৬ উপজেলার ৯১০ জন কৃষকের (পুরুষ ৪৯০ এবং মহিলা ৪২০)** সাথে সরাসরি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করা হয়। তা ছাড়াও **১৯৬ জন** জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কৃষি কর্মকর্তা (উপপরিচালক, উপজেলা কৃষি কমকর্তা (UAO), উপসহকারী কৃষি কমকর্তা (SAAO), কৃষক প্রতিনিধি, এনজিও কর্মকর্তার সাথে দলীয় আলোচনা, পরামর্শ সভার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা কার্যক্রমে প্রাপ্ত ফলাফল নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

৩.৯.১ কৃষকের ধরণ

SCDP প্রকল্পের আওতায় বেশিরভাগ কৃষক প্রান্তিক (৪৩.৬%) এবং ছোট (৩৩.৭%) এবং বেইস লাইনে সংশ্লিষ্ট সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৩২.৭৫% এবং ৩৮.২৫% ছিল (সারণী ১৯)। উভয়ক্ষেত্রে জেন্ডারের সংখ্যা প্রায় সমান (টেবিল ২০)। SCDP - এর কৃষকদের বয়সসীমা ২০-৬০ বছর (৯৬.৫%) এর মধ্যে ছিল যা বেইস লাইনের উল্লিখিত বয়সের সীমার (টেবিল ২১) খুব কাছাকাছি। প্রায়শই আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির সম্প্রসারণ ও গ্রহণ কৃষকদের এবং স্থানীয় পর্যায়ের অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের শিক্ষার স্তরের উপর নির্ভর করে। তবে এসসিডিপি কৃষকদের বড় অংশের (৭১%) নুন্যতম শিক্ষা ১-৮ম শ্রেণি পর্যন্ত রয়েছে **(চিত্র ৮)**। ৯০% এরও বেশি এসসিডিপি কৃষক (কৃষি কাজ ও গৃহকর্ম) কাজে নিযুক্ত ছিলেন, যেখানে ৬৫.৫% বেইস কৃষকরা কাজ করছিলেন কৃষি খাতে। কেবলমাত্র ৬.২% SCDP কৃষক, কৃষি ও ব্যবসা উভয় কাজই করেন (সারণী ২২).

সারণী-১৯ঃ SCDP এবং বেইস লাইন কৃষকদের তুলনা

কৃষকের ধরন	SCDP খামার (%)	বেইস লাইন খামার (%)	বিবিএস খামার (%)
ভূমিহীন কৃষক	-	১৯.৭৫	-
প্রান্তিক কৃষক	৪৩.৬	৩২.৭৫	৪১.৮০
ক্ষুদ্র কৃষক	৩৩.৭	৩৮.২৫	৪৪.৬৫
মাঝারি কৃষক	১৬.৬	৭.০	৭.৪৪
বড় কৃষক	৬.০	২.২৫	০.৮২
মোট	**১০০**	**১০০**	-

তথ্য সূত্রঃ প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার মাঠ জরিপ, বেইস লাইন সার্ভে প্রতিবেদন ও বিবিএস ডাটা

কৃষি খামারের ধরন, লিঙ্গ, বয়স, শিক্ষা এবং এসসিডিপি কৃষকদের পেশা

সারণী-২০: SCDP প্রকল্প এলাকায় জেন্ডারের তুলনা

জেন্ডার	SCDP কৃষক পরিবার (%)	বেইস লাইনে উল্লেখিত কৃষক পরিবার (%)
পুরুষ	৫৩.৮	৫২.১২
মহিলা	৪৬.২	৪৭.৮৮
মোট	**১০০**	**১০০**

তথ্য সূত্র: প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার মাঠ জরিপ ও বেইস লাইন সার্ভে প্রতিবেদন

সারণী-২১: SCDP প্রকল্প এলাকায় কৃষকের বয়স পরিসীমার তুলনা

বয়স পরিসীমার (বছর)	SCDP কৃষক পরিবার (%)	বেইস লাইনে উল্লেখিত কৃষক পরিবার (%)
২০-৩০	৮.৫	১৮.৭(১৫-২৪)
৩০-৪০	৩৪.৭	৩২.০(২৫-৪৪)
৪০-৫০	৪০.২	১২.০(৪৫-৫৪)
৫০-৬০	১৩.১	৯.৫(৫৫+
৬০-৭০	৩.২	-
৭০-৮০	০.৩	-
মোট	**১০০**	-

তথ্য সূত্র: প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার মাঠ জরিপ ও বেইস লাইন সার্ভে প্রতিবেদন

চিত্র ৭: SCDP প্রকল্পের কৃষকের শিক্ষাগত যোগ্যতার হার

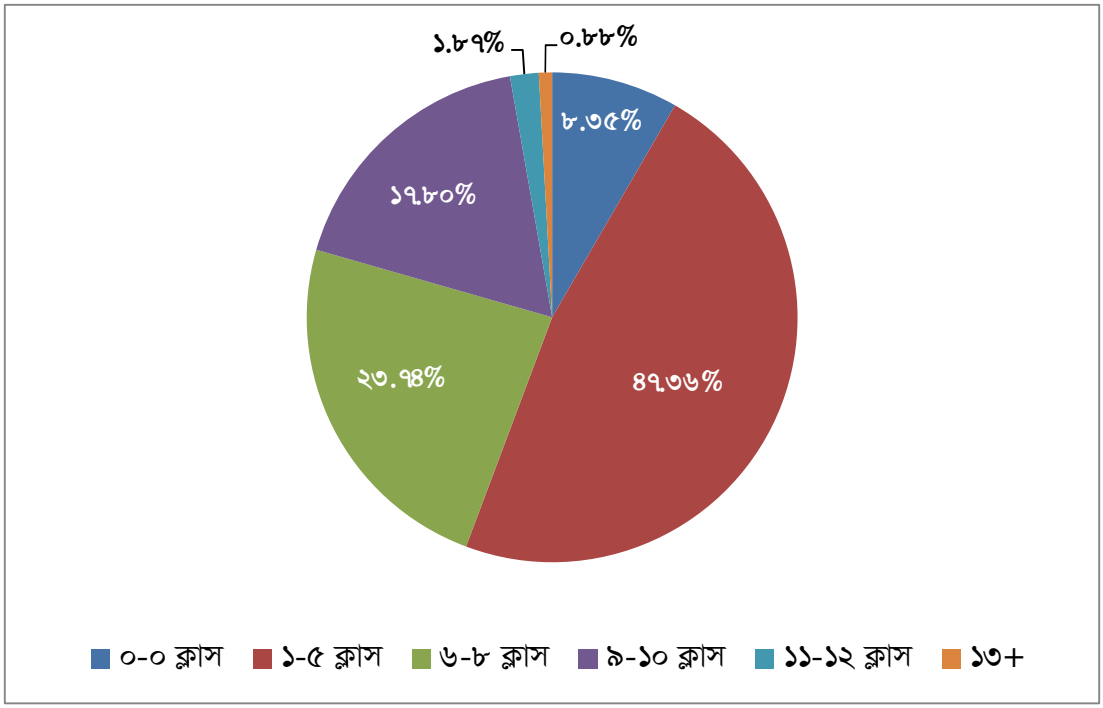

সারণী-২২: SCDP ও বেইস লাইন কৃষকের পেশা

পেশার নাম	SCDP কৃষক	বেইস লাইন কৃষক
কৃষি	৪৬.৩	৬৫.৫০
কৃষি ও ব্যবসা	৬.২	৩১.০০
গৃহ কর্ম (মহিলা)	৪৪.৪	-
কৃষি ও সার্ভিস	২.৯	১.৭৫
অন্যান্য	০.৩	১.৭৫
মোট	**১০০**	-

৩.৯.২ ফসল বহুমুখীকরণ, জমি ব্যবহার, ফসলের নিবিড়তা এবং আয়ের উপর প্রভাব

SCDP প্রকল্পের মাধ্যমে পারিবারিক পুষ্টি এবং জীবনযাত্রার উন্নতির জন্য স্বল্প আয়ের ধানভিত্তিক ফসল চাষের পরিবর্তে ২৬ টিরও বেশি উচ্চমূল্যের ফসলের উৎপাদন ও সম্প্রসারণ করতে উৎসাহ দেয়া হয়েছিল। বেইস লাইন স্টাডিতে কেবল ১১ টি উচ্চমূল্যের ফসলের উৎপাদনের তথ্য উল্লেখ করা হয়েছিল। তবে এসসিডিপিতে অন্তর্ভুক্ত ফসলগুলি বাংলাদেশের কৃষকদের অজানা নয়। তবে এই প্রকল্পে সদ্য মুক্তায়িত আধুনিক ও সংকর জাত এবং প্রযুক্তিগুলির প্যাকেজসহ প্রবর্তন করা হয়েছিল যার ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পায় ও কৃষকের আয়ও বাড়ে (সারণী ২৩)।

পিয়াজের বীজ উৎপাদন। এটা একটি লাভজনক উচ্চমূল্যের ফসল

SCDP প্রকল্পের বেশিরভাগ কৃষক তাদের জমির একটি অংশে ফলের বাগান স্থাপন করেছিলেন (সারণী ২৪)। এসসিডিপি কৃষকরা তাদের ৬৯% জমিতে উচ্চমূল্যের ফসল উৎপাদন করেছেন অন্যদিকে বেইস লাইন কৃষকরা করেছিল মাত্র ৪.৩% (সারণী ২৪)।

বাণিজ্যিক ফুল বাগানের প্রদর্শনী

উচ্চমূল্যের ফসলগুলি প্রবর্তনের মাধ্যমে কৃষকরা তাদের পতিত জমি সহ আরও অনেক জমি বিভিন্ন ফসলের আওতায় নিয়ে আসেন যার ফলে ফসলের নিবিড়তা (cropping intensity) উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। বেইস খামারের তুলনায় SCDP প্রকল্পের খামারের ফসলের নিবিড়তা (cropping intensity) প্রায় ২০% বেশি। তবে পিসিআর-এর ফসলের নিবিড়তা (cropping intensity) এর তুলনায় তা ১৫% কম ছিল, কারণ আরও বেশি প্রকল্প এলাকা প্রভাব মূল্যায়নের আওতায় ছিল। বিবিএস ২০১৭ অনুসারে বাংলাদেশের জাতীয় cropping intensity এর গড় মাত্র ১৯৪% (চিত্র

সারণী-২৩: SCDP এর অধীনে ও বেইস লাইনের সময় উচ্চমূল্যের ফসল চাষের এলাকা ও মূল্য

উচ্চমূল্যের ফসলের নাম	SCDP কৃষক এলাকা (ডেসিম্যাল)	বেইস বছরের এলাকা (ডেসিম্যাল)	HVC ফসলের মূল্য (প্রভাব মুল্যায়নের সময়) টাকা/কেজি	HVC ফসলের মূল্য (বেইস লাইনের সময়) টাকা/কেজি
গ্রীস্মকালীন টমেটো	২৭.৭৯	-	৩৮.৯১	৩০
লাউ	১৮.৯৪		৩১.৯২	
করলা	১৮.৬৬	১১	৫৮.৯৯	১৫
বেগুন	২১.৪৬		২৯.৫১	১০
শিম	৭.২৮		২৯.৩৮	৪০
ঢেড়স	১২.০৫		৪৪.৮৪	
পটল	১৫.১৭		৪২.৫২	১৫
আম	৯৪.৫৫	১৬	৪০	৫০
কলা	৪৭.৬৬	৩৮	-	১০০ প্রতি বান্স
পেয়ারা	৩৫.০৬	৭৩	৪৭.৮৫	
লিচু	২৪.৫৬	১৩	১৭৩.১৫	
কুল/বরই	৪১.৮০	২৪	৫০.০৫	৪০
নারিকেল	৬.৮৮		৩৯.৮৯	
পেঁপে	৩১.৫৯		২৫.৪৮	
মাল্টা	৬১.৪৬	৩৩	১১০.৭২	
কমলা	৭.৫০		-	
পিঁয়াজ	২৬.৯৬	৩৮	২৮.৮৩	৩০
মরিচ	২০.৪৩	৩৪	৬৬.৬১	
রসুন	২৪.৩৪		৫২.৭১	
হলুদ	১০.১৬		৫০.১৮	
আঁদা	১৩.৫৮		৮৮.৫১	
পিঁয়াজের বীজ	১৫.৬৮		১৩৪.৪৬	
ভুট্টা	৩২.৪৭		২০.৯৯	
আলু	২৮.১৬			
রজনীগন্ধা	১০		৪.৭ (প্রতিটি)	
গ্লাডিওলাস	১০		৩.৮৭ (প্রতিটি)	১০

তথ্য সূত্র: প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার মাঠ জরিপ ও বেইস লাইন সার্ভে প্রতিবেদন

সারণী-২৪: SCDP প্রকল্পের মাধ্যমে স্থাপিত ফল বাগান

ফল বাগান	উত্তরদাতা (n=910)	বাগান স্থাপনকারী কৃষকের শতকরা হার (%)
আম	১৩২	৩৬.১
কলা	৪৮	১৩.১৫
পেয়ারা	১৮২	৪৯.৮৬
কুল/বরই	৪৭	১২.৮৮
ওষধি গাছ	২	০.৫৫
অন্যান্য (মাল্টা ইত্যাদি)	২২	৬.০৩

তথ্য সূত্র: প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার মাঠ জরিপ

সারণী-২৫: SCDP প্রকল্পের কৃষকদের উচ্চমূল্যের ফসলের আবাদকৃত জমির ব্যবহার

ব্যবহৃত জমি	প্রতি কৃষকের জমির পরিমাণ (ডেসিম্যাল)	প্রকৃত আবাদকৃত জমির পরিমাণ (%)
বসতভিটা	১১.৪৭	-
প্রকৃত আবাদকৃত জমি	১৪৯.৫৮	-
উচ্চমূল্যের ফসলের আবাদকৃত জমি	১০৩.৪৫	৬৯.১৬

তথ্য সূত্র: প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার মাঠ জরিপ

নোট: বেইস লাইনের সময় উচ্চমূল্যের ফসলের আবাদকৃত জমির পরিমাণ ছিল ৪.৩%

চিত্র ৮: SCDP খামার, বেইস লাইন ও অন্যান্য খামারের cropping intensity এর তুলনা (%)

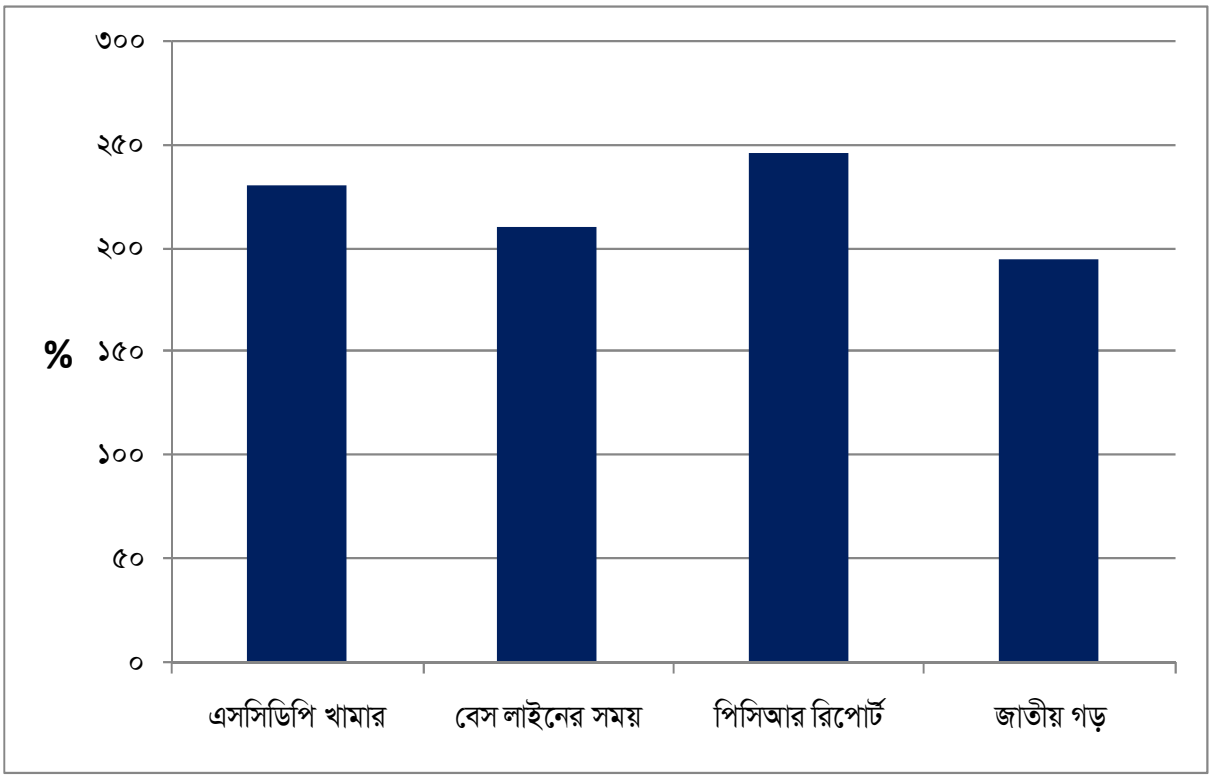

এসসিডিপি প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে উচ্চমূল্যের ফসল উৎপাদন বেড়ে যায় যা কৃষকদেরকে তাদের আয় উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়াতে সহায়তা করেছিল। বেইস লাইনের তুলনায় এসসিডিপি কৃষকরা তাদের আয় ৪১% বাড়িয়েছিল যদিও এটি পিসিআর রিপোর্টের চেয়ে ১৭% কম ছিল। কারণ প্রভাব মূল্যায়নের সময় বেশি এলাকা সমীক্ষার আওতায় আনা হয়েছিল (চিত্র ৮)

চিত্র ৯: SCDP খামার ও বেইস লাইন খামারের বাৎসরিক আয় ও ব্যয়ের তুলনা

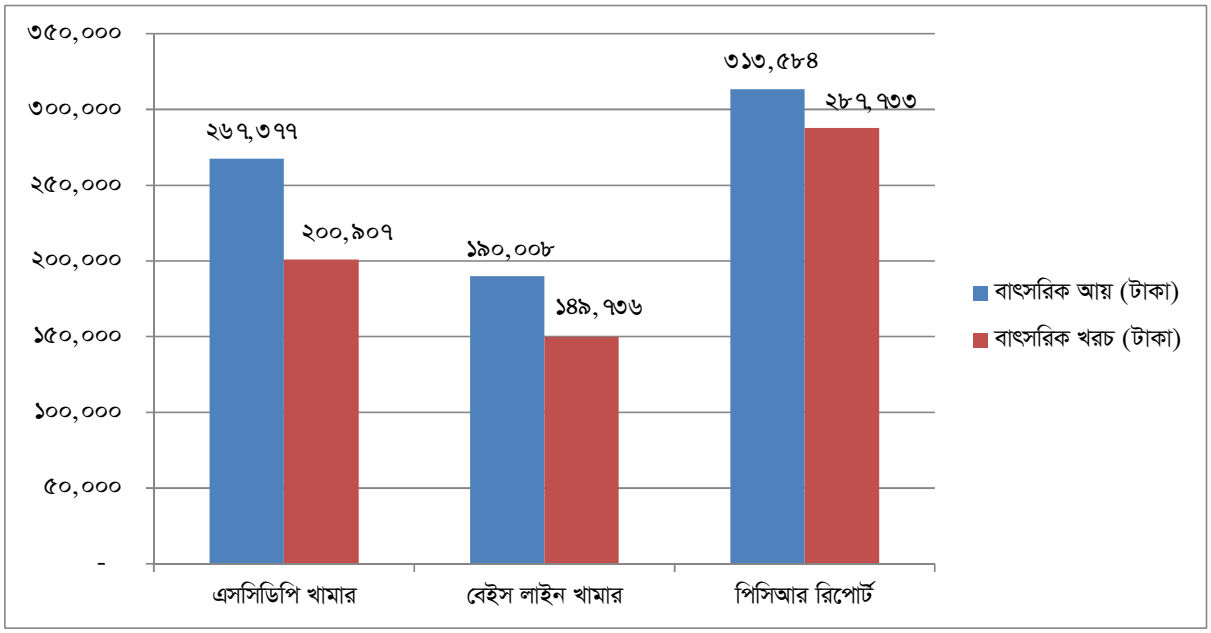

প্রায় ৯৭% কৃষক মতামত দিয়েছেন যে তাদের ইউনিট প্রতি উৎপাদন ভাল হয়েছে এবং ৯৮% সন্তোষজনক মুনাফা পেয়েছেন (টেবিল ২৬)। এসসিডিপির কৃষকরা ব্যক্তিগতভাবে আরও এইচভিসি বাড়ানোর জন্য অনুপ্রাণিত হয়েছিল এবং তাদের মধ্যে ৯৬% অন্য কৃষকদের এইচভিসি ফসল উৎপাদনের পরামর্শ দিয়েছিল। তাই পরের বছর চাষের জন্য ৮০% কৃষক নিজেই তাদের বীজ সংরক্ষণ করেছিল (অ-সংকর ফসল) (সারণী ২৬) যা প্রযুক্তি গ্রহণের (Adoption) প্রমাণ।

সারণী-২৬: SCDP এবং বেইস কৃষকদের উচ্চমূল্যের ফসল উৎপাদন, লাভ ও বীজ সংরক্ষণের মতামত

বিষয়	SCDP কৃষক (%)	বেইস কৃষক (%)
উৎপদান বৃদ্ধি	৯৭.৪	-
লাভ সন্তোষজনক	৯৮.৪	২৬
উৎপাদন ও লাভ উভয়ই বৃদ্ধি	৯৭.৮	-
উচ্চমূল্যের ফসল উৎপাদনে অন্যান্য কৃষকদের অনুপ্রেরণা দেয়	৯৬.৫	-
পরবর্তী বছরের জন্য বীজ সংরক্ষণ	৮০.৫	-

তথ্য সূত্র: প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার মাঠ জরিপ ও বেইস লাইন সার্ভে প্রতিবেদন

৩.৯.৩ উচ্চমূল্যের ফসলের বাজার মূল্য সম্পর্কে কৃষকের মতামত এবং OFSSI কে কার্যকরী করা

কৃষকরা স্থানীয় বাজারে পণ্যগুলির উচ্চমূল্য অর্জন করেছেন অন্যদিকে OFSSI এর সুবিধা এখনও আকর্ষণীয় নয় (সারণী ২৭)। স্থানীয় বাজারে সর্বাধিক বাজার মূল্য পেয়েছেন SCDP এর কৃষকরা (৩৪.৮৮ টাকা/কেজি) অপরদিকে বেস কৃষকের বাজার মূল্য ছিল ৩০ টাকা/কেজি (৮৬%)। ৮৬% SCDP কৃষক মনে করেন তারা ভাল বাজার মূল্য পেয়েছেন অপরদিকে ৫৬% বেইস কৃষক HVC এর ভাল বাজার মূল্য পেয়েছিল। কেবলমাত্র ০.৫% SCDP কৃষক কম বাজার মূল্য পেয়েছিল, যেখানে ৫% বেইস কৃষক HVC এর ভাল বাজার মূল্য পায় নাই (সারণী ২৮)। এটি উল্লেখ্য যে এডিবির সুপারিশ অনুসারে OFSSI কৃষকের নিজস্ব জমিতে কাছের বাজার প্রায় ১-২ কিলোমিটার দূরে নির্মিত হয়েছিল। (তথ্যসুত্র মোঃ ফজলুল হক, লাস্ট পিডি)। এগুলি স্থানীয় বাজারের কাছাকাছি না হওয়ায় সেখানে পৌঁছানোর জন্য অতিরিক্ত পরিবহন ব্যয় ছিল যার জন্য ব্যবসায়ী/ক্রেতা সাধারণ OFSSI তে পৌঁছতে তাদেও আগ্রহ ছিল না। উপরন্ত সেখানে ভাল কোন সুবিধা ছিল না যেমন কুলিং চেম্বার, গ্রেডিং/প্যাকেজিং রুম এবং পরিবহন ব্যবস্থা। OFSSI কে কার্যকরী করে তুলতে বেশ কয়েকটি OFSSI কে বাজারের কাছাকাছি স্থানান্তরিত করা উচিত এবং পাশাপাশি উপরে উল্লিখিত আধুনিক সুবিধাগুলি তৈরি করা উচিত।

সারণী-২৭: কৃষকের খামারে ও বাজারে উচ্চমূল্যের ফসলের বাজার মূল্য

স্থান	SCDP খামার (টাকা)	বেইস লাইন (টাকা)
কৃষকের খামারে	২৯.৭৯	১৯.৬১
স্থানীয় বাজারে	৩৪.৮৮	৩০
পাইকারি বাজারে	২৬.৯৩	২২.৫৮
OFSSI কেন্দ্রে	৩৩.৭৫	-

তথ্য সূত্র: প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার মাঠ জরিপ ও বেইস লাইন সার্ভে প্রতিবেদন

সারণী-২৮: উচ্চমূল্যের ফসলের বাজার মূল্যের ব্যপারে SCDP বেইস কৃষকদের মতামত

মূল্য	SCDP কৃষক (%)	বেস কৃষক (%)
ভাল	৮৬	৫৬
মোটামুটি ভাল	১৩.৪	৩৯
ভাল না	০.৫	৫

তথ্য সূত্র: প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার মাঠ জরিপ ও বেইস লাইন সার্ভে প্রতিবেদন

৩.৯.৪ প্রদর্শনী প্লট স্থাপন, প্রযুক্তি হস্তান্তরের ওপর প্রশিক্ষণ, মাঠদিবস এবং মোটিভেশনাল ট্যুরের প্রভাব

প্রকল্পের আওতায় ১৭,০৭০ টি এইচভিসি প্লট স্থাপন করা হয়েছে (প্লটের সংস্থান ছিল ১৬,৬৯৯টি)। কিন্তু কৃষক দলের গ্রুপ ছিল ১২,০০০টি এবং সদস্য/কৃষক ছিল ২,৫২,৮৭৩। যার জন্য সমস্ত কৃষক দলের সদস্যদেরকে প্রদর্শনী প্লট দেওয়ার সুযোগ ছিল না। মোট ৩,৪০,৯৭৫ জন কৃষককে (পুরুষ-১৫৪৬১৮, মহিলা-১৮৬৩৫৭) বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বাজেটে সংস্থান না থাকায় সমস্ত কৃষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের অধীনে ছিল না; তবে ৮০% কৃষক প্রশিক্ষণ পেয়েছেন যার মধ্যে ৬২% মহিলা কৃষক এ প্রশিক্ষণ পেয়েছেন (সারণী ২৯)। প্রশিক্ষণের সময়কাল বেশিরভাগই (৯১%) এক দিনের জন্য ছিল (সারণী ৩০)। প্রায় ৯৫% কৃষক মতামত দিয়েছেন যে তারা প্রশিক্ষণের মান নিয়ে সন্তুষ্ট; এতদ্ব্যতীত ৯৪% তাদের নিজস্ব ক্ষেত্রে জ্ঞানটি ব্যবহার করেছেন। কৃষকরা মাঠদিবস এবং মোটিভেশনাল ট্যুরগুলিতেও উপস্থিত ছিলেন (সারণী ৩০)। এসসিডিপি কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে মাঠে প্রয়োগের জন্য কৃষকদের ২০ টিরও বেশি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছিল (সারণী ৩১)। কৃষকরা জানিয়েছেন যে প্রশিক্ষণ, মাঠদিবস এবং মোটিভেশনাল ট্যুরগুলিতে অংশ নেয়ার মাধ্যমে এবং এইচভিসি প্লট স্থাপনের মাধ্যমে বিভিন্ন আধুনিক প্রযুক্তি সম্পর্কে তারা শিখেছেন (সারণী ৩২)। এসসিডিপির মাধ্যমে কৃষকরা জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন এবং আইপিএম প্রযুক্তি সম্পর্কেও জ্ঞান অর্জন করেছিলেন (সারণী ৩৩)।

সারণী-২৯: SCDP প্রকল্পের প্রশিক্ষণ এবং মান সম্পর্কে কৃষকের মতামত

প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী কৃষকের শতকরা হার	প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী মহিলা কৃষকের শতকরা হার	প্রশিক্ষণের মেয়াদ (দিনের সংখ্যা)	প্রশিক্ষণে সন্তুষ্ট (%)	প্রশিক্ষণ মাঠে বাস্তবায়ন (%)
৮০ %	৬২.২	০১ (৯০.৮%)	৯৫.৫	৯৩.৮

তথ্য সূত্র: প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার মাঠ জরিপ ও বেইস লাইন সার্ভে প্রতিবেদন

সারণী-৩০: প্রশিক্ষণ, মাঠ দিবস এবং মোটিভেশনাল ট্যুরে অংশগ্রহণ

মেয়াদ (দিন)	প্রশিক্ষণ (%)	মাঠদিবস (%)	মটিভেশনাল ট্যুর (%)
১	২৬.৯	৫৭.৭	৮০.৬
২	৪২.৪	২৫.৫	১৮.১
৩	২০.১	৭.৪	১.৩
৪	৫.১	২.৬	-
৫	৫.১	১.১	-
৬	-	০.৪	-
৭	-	১.১	-
৮	-	৩.৪	-
৯	-	০.৮	-

তথ্য সূত্র: প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার মাঠ জরিপ

সারণী-৩১: বিভিন্ন উচ্চমূল্যের ফসল উৎপাদন প্রযুক্তির উপর কৃষকের প্রশিক্ষণ গ্রহণ

প্রশিক্ষণের বিষয়	নমুনা সংখ্যা (n=910)	%
উচ্চমূল্যের ফসল উৎপাদন প্রযুক্তি	৮৯৭	৯৮.৫৭
বসতবাড়ীতে ফল ও সবজি উৎপাদন	৮৭০	৯৫.৬০
ফসল মাড়াই ও সংরক্ষণ	৭৪৩	৮১.৬৫
প্রদর্শনী প্লট স্থাপন	২৬১	২৮.৬৮
কমিউনিটি সহযোগিতা	৮৪	৯.২৩
জেন্ডার সচেতনতা বাড়ানো	১৭৯	১৯.৬৭
লিডারশীপ উন্নয়ন	১৭৭	১৯.৪৫
জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন	২১১	২৩.১৯
ফসল সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি	১৭৬	১৯.৩৪
ফসল উৎপাদন প্রযুক্তি	৩৭০	৪০.৬৬
বীজ সংরক্ষণ প্রযুক্তি	৪৬৯	৫১.৫৪
শস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রযুক্তি	২৮৬	৩১.৪৩
বাজারজাতকরণ প্রক্রিয়া	২১০	২৩.০৮
কৃষি পণ্যের মূল্য সংযোজন	২২৪	২৪.৬২
কৃষি পণ্যের গ্রেডিং	৭৯০	৮৬.৮১
প্যাকেজিং	৩৭৮	৪১.৫৪
সেচ ব্যবস্থাপনা	৬৫৫	৭১.৯৮
দল গঠন ও ব্যবস্থাপনা	২৩১	২৫.৩৮
ঋণের ব্যবহার	৬০৮	৬৬.৮১
অন্যান্য	৪০	৪.৪০

তথ্য সূত্র: প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার মাঠ জরিপ

সারণী-৩২: প্রশিক্ষণ ও প্রকল্পের শিক্ষণীয় প্রযুক্তি মাঠে ব্যবহার

বিষয়	উত্তরদাতা কৃষক (সংখ্যা)	% (কৃষক)
পেঁয়াজের চারা কিভাবে রোপন করতে হয় তা মাঠে দেখে শিখেছি	৪৮	৯.১
লাউ, মিষ্টিকুমড়া, ঢেঁড়স বীজ রোপন পদ্ধতি শিখেছি	৬	১.১
বিভিন্ন প্রযুক্তি সম্পর্কে শিখেছি	৭০	১৩.৩
হাতে-কলমে শিখতে পেরেছি	১৬	৩.০
উচ্চমূল্যের ফসল চাষের পরামর্শ	৯৬	১৮.৩
ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি	৬	১.১
উদ্বুদ্ধ হয়ে আরও চাষ করেি	১৬২	৩০.৯
প্রকল্পের ফল	২৫	৪.৮
মরিচ চাষ উৎসাহিত হয়েছি	৪২	৮.০
টমেটো চাষ উৎসাহিত হয়েছি	১৮	৩.৪
ভূট্টার চাষ পদ্ধতি শিখেছি	৩	.৬
আম ও লিচু বাগান করেছি	৯	১.৭
বাগান চাষ পদ্ধতি শিখেছি	৯	১.৭
ফাঁদ পেতে পোকা দমন পদ্ধতি শিখেছি	৩	.৬
জৈব সারের ব্যবহার সম্পর্কে শিখেছি	৬	১.১
কোন ঔষধ ছাড়া বাগান চাষ পদ্ধতি শিখেছি	৩	.৬
মাল্টা চাষ ভালোভাবে শিখেছি	৩	.৬

তথ্য সূত্র: প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার মাঠ জরিপ

সারণী-৩৩: এসসিডিপি প্রশিক্ষণ এবং কার্যক্রম থেকে কৃষকের শিক্ষা

বিষয়	হ্যাঁ (কৃষকের শতকরা হার)	না (কৃষকের শতকরা হার)
জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন	৬৮.৪%	৩১.৬%
ইন্ট্রিগ্রেটেড পেস্ট ম্যানেজমেন্ট	৯১.১%	৮.৯%

তথ্য সূত্র: প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার মাঠ জরিপ

৩.৯.৫ ফসলের সংগ্রহোত্তর ক্ষতি হ্রাসে এসসিডিপি কার্যক্রমের প্রভাব

বেইস বছরের সাথে তুলনামূলকভাবে এসসিডিপিতে ফসলের সংগ্রহোত্তর ক্ষতি হ্রাস পেয়েছে (সারণী ৩৪)। বেইস বছরের তুলনায় এসসিডিপি খামারে ফলমূল, সবজি এবং মশলায় যথাক্রমে ১৮%, ১৮% এবং ৯% হ্রাস পেয়েছে। বিভিন্ন কারণে ফসলের ফসলের সংগ্রহোত্তর ক্ষতি হয়ে থাকে (সারণী-৩৫)।

সারণী-৩৪: বিভিন্ন বছরে বিভিন্ন ফসলের সংগ্রহোত্তর ক্ষতির শতকরা হার (%)

উচ্চমূল্যের ফসল	SCDP প্রভাব মূল্যায়ন (২০২০)	বেইস লাইন (২০১৩)	পিসিআর (২০১৬)
ফল	১১.৭২	৩০	১০.৪৩
সবজি	১১.৬৫	৩০	১৪.৩৯
মসলা	৫.৬৮	১৫	১৩.৭৭
ফুল	১২.৪৩	-	১২.৫৬

তথ্য সূত্র: প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার মাঠ জরিপ, বেইস লাইন সার্ভে প্রতিবেদন ও ডিএই পিসিআর

সারণী-৩৫: ফসলের সংগ্রহোত্তর ক্ষতির কারণ (%)

ক্ষতির কারণ	SCDP খামার (%)	বেইস খামার (%)
সময়মত ফসল না কাটা	৭৪.৭৩	-
সঠিক জায়গায় ফসল মাড়াই না করা	-	৭৪.৭৩
পোকা আক্রান্তের কারণে ক্ষতি	৮২.০৯	৬১
খারাপ যোগাযোগ ব্যবস্থা	৬৫.৮২	৫.৭৫
সঠিকভাবে সংরক্ষণ না করা	৭০.৪৪	৩৭
আবহাওয়ার বিরূপ প্রভাব	৯৬.৩৭	৪৫.২৫
অব্যবস্থাপনা	২.২০	০.২৫

তথ্য সূত্র: প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার মাঠ জরিপ

৩.৯.৬ এইচভিসি সম্প্রসারণে ঋণের প্রভাব

সমীক্ষায় দেখা গেছে যে ৭৭% কৃষককে এইচভিসি চাষের জন্য ঋণ দেয়া হয়েছিল এবং তাদের ৮০% মনে করেন যে সুদের হার বেশি ছিল। ফসল উৎপাদনের পরে তা নেয়া হয়নি বলে কিছু কৃষক কিস্তি ফেরত দিতে সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিল (সারণী ৩৬)।

সারণী-৩৬: SCDP ঋণ প্রাপ্যতা, পুনরুদ্ধার ও সুদের হার (%)

ঋণের বিভিন্ন দিক	হ্যাঁ (% কৃষক)	না (% কৃষক)
ঋণ গ্রহণ	৭৭.৩	১৫.৪
কিস্তি পরিশোধের সমস্যা	১১.৯	৮৪.১৬
সঠিক সময়ে কিস্তি পরিশোধ	৬৪.৯	৩৫.১
সুদের হার বেশি	৭৯.৮	১৭.৬
সঠিক সময়ে ঋণ পাওয়া	৯৮	০২

তথ্য সূত্র: প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার মাঠ জরিপ

৩.৯.৭ এসসিডিপি কৃষকদের খাদ্যগ্রহণ, পুষ্টি, নারীর অধিকার এবং জীবিকার উপর প্রভাব

প্রকল্পের কার্যক্রমের কারণে শাকসবজি এবং ফল উৎপাদন বেড়েছে যার ফলে এসসিডিপি পরিবারের সদস্যদের খাদ্যের পুষ্টিমাণ বেড়েছে। আয় বৃদ্ধি ও পুষ্টিকর খাবার গ্রহণের মাধ্যমে তাদের সামাজিক মর্যাদারও উন্নয়ন হয়েছে। প্রায় ৬৫% কৃষক মনে করে যে অতিরিক্ত কর্মসংস্থান তৈরি হয়েছে এবং ৮০% মনে করেন যে নারীর অধিকার/অবস্থানের উন্নতির পাশাপাশি তাদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রকল্পের কার্যক্রমের মাধ্যমে কৃষকের জীবন-জীবিকা উন্নত হয়েছে। প্রকল্পটি যে উৎপাদনশীল এবং উপকারী তা প্রমাণিত হয়েছে, তাই ৯৯.৩% কৃষক অদূর ভবিষ্যতে একই রকম প্রকল্প চান (সারণী-৩৭)।

সারণী-৩৭: SCDP প্রকল্পের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন, কর্ম সংস্থান তৈরি ও নারীদের সম্পৃক্ততার ব্যাপারে কৃষকের ধারণা (%)

জীবিকার বিভিন্ন দিক	হ্যাঁ (% কৃষক)	না (% কৃষক)
সবজি ও ফল খাওয়ার পরিমাণ বেড়েছে	১০০	০
পরিবারের পুষ্টি বেড়েছে	৯৫.২৭	-
আয় বেড়েছে	৯৭.৫৮	-
সামাজিক মর্যাদা বেড়েছে	৯৭.৫৮	২.৪২
অতিরিক্ত কর্মসংস্থান তৈরি হয়েছে	৬৫.১	৩৪.৯
মহিলাদের অধিকার/মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে	৯৮	০২
আপনি কি ভবিষ্যতে আপনার এলাকায় এধরনের প্রকল্প চান?	৯৯.৩	০.৭

তথ্য সূত্র: প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার মাঠ জরিপ

৩.৯.৮ এসসিডিপির মাধ্যমে বাণিজ্যিক কৃষিতে মহিলাদের অংশগ্রহণ

SCDP প্রকল্পের আওতায় মহিলাদের বিভিন্ন উচ্চ মূল্যের ফসল উৎপাদন প্রযুক্তির ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান ও কৃষি বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের ওপর ফোকাস করা হয়েছিল যেমন: উচ্চ মূল্যের ফসল উৎপাদন, বাজারজাতকরণ, ফসল কর্তনোত্তর ক্ষতি হ্রাস, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণ, SCDP মার্কেটে বেশি পরিমাণে অংশগ্রহণ ইত্যাদি। নিম্নের সারণীতে SCDP প্রকল্পে বিভিন্ন বাণিজ্যিক কৃষি কর্মকাণ্ডে মহিলাদের অংশগ্রহণের একটি তালিকা দেয়া হল।

সারণী-৩৮: SCDP প্রকল্পের মাধ্যমে বাণিজ্যিক কৃষি কর্মকাণ্ডে মহিলাদের অংশগ্রহণ

কৃষি কার্যক্রমের নাম	মহিলাদের অংশগ্রহণ (%)	কার্যক্রম চলমান আছে (হ্যাঁ/না/আংশিক	মহিলাদের অংশগ্রহণ (%)
ভার্মিকম্পোষ্ট তৈরি এবং বিক্রয়	৯৮	হ্যাঁ	১২-১৫
পিয়াজের বীজ প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণ	৮০	হ্যাঁ, মৌসুমভিত্তিক	
মাশরুম উৎপাদন ও বিক্রয়	৯২	আংশিক	
বসতবাড়ীতে সবজি উৎপাদন	৮০	হ্যাঁ	
সবজি উৎপাদন	৫০	হ্যাঁ	
ফল ও ফুল বাগান ব্যবস্থাপনা	৪০	হ্যাঁ	
ফসল সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা	৭০	হ্যাঁ	

সারণী ৩৮ থেকে জানা গেছে যে এসসিডিপির মাধ্যমে পরিচালিত বিভিন্ন ধরণের কৃষিকাজে মহিলারা জড়িত ছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, ভার্মিকম্পোস্টিং, মাশরুম উৎপাদন, পেঁয়াজের বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং সংরক্ষণ, বসতবাড়ীর সবজি বাগান এবং বিভিন্ন ফসলের ফসল কাটার পরের ব্যবস্থাপনায় তাদের বড় অংশ রয়েছে। ভার্মিকম্পোস্ট প্রস্তুতি এবং মাশরুম উৎপাদনে তারা সরাসরি বাণিজ্যিক কৃষিতে জড়িত ছিল। তদুপরি, মহিলা নেতৃত্বাধীন পরিবারের মহিলারা সবজির বাগান এবং ফলের বাগানের ব্যবস্থাপনাসহ সকল ধরণের কৃষি কার্যক্রম এবং বিপণনে সরাসরি নির্দেশ দিয়েছিলেন। এথেকে অনুমান করা হয় যে পুরো এসসিডিপি কার্যক্রমের মধ্যে ১২-১৫% মহিলা সরাসরি বাণিজ্যিক কৃষিতে জড়িত ছিলেন।

৩.৯.৯ উচ্চমূল্যের ফসল উৎপাদনের জন্য চ্যালেঞ্জ এবং কৃষকদের পরামর্শ

কৃষকরা উচ্চমূল্যের ফসল উৎপাদন ও বিপণনে কিছু সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিল যার মধ্যে রয়েছে নগদ অর্থের অভাব এবং সময়মত মানসম্পন্ন বীজ/চারা/চারা সরবরাহ না পাওয়া (সারণী ৩৯)। এসসিডিপির প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য কৃষকের পরামর্শ নীচে দেওয়া হয়েছে।

সারণী-৩৯: কৃষকের মাঠে উচ্চমূল্যের ফসল উৎপাদন সমস্যা (%)

সমস্যা	SCDP কৃষক (%)	বেইস কৃষক (%)
নগদ অর্থের অভাব	৩৫.৬০	৭৯
প্রযুক্তি জ্ঞানের অভাব	৪.৭৩	৭১
সময়মত মানসম্পন্ন বীজের অপ্রতুলতা	৪০.৬৬	৬৫
ঋণের অপ্রতুলতা	৯.৭৮	৫৬
শ্রমিকের অভাব	২৪.৬২	২১
সঠিকভাবে সংরক্ষণ	২২.৮৬	২৭
বাজারজাত	২৫.৪৯	১১
যোগাযোগ ভাল না	১৪.৬২	১০
উচ্চমূল্যের ফসল উৎপাদনের উপর প্রশিক্ষণ সীমিত	৬.৫৯	-
উৎপাদন খরচ বেশি	-	৪১
সীমিত সংখ্যক সম্প্রসারণ কর্মকর্তা	০.৬৬	-
সামাজিক সমস্যা	১১.২	-

তথ্য সূত্র: প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার মাঠ জরিপ

এসসিডি প্রকল্পের অনুরূপ ভবিষ্যৎ প্রকল্পের জন্য কৃষকদের পরামর্শ:

- কৃষকেরা চান দীর্ঘ মেয়াদী প্রকল্প যেখানে থাকবে দীর্ঘ ও পুনঃ পুনঃ ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ;
- নির্ভরযোগ্য বীজ/ চারা, সার এবং কীটনাশক এর সময়মত যোগান;
- কাজ দ্রুত করার জন্য এবং খরচ কমানোর জন্য প্রকল্পে কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ব্যবস্থা;
- শীতাতাপ সুবিধা অর্থাৎ কোল্ড-স্টোরেজ ব্যবস্থা সহ প্রকল্পের নিজস্ব সংরক্ষণাগার থাকা;
- পরিবহন সুবিধাসহ প্রকল্পের নিজস্ব বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা; এবং
- সুদমুক্ত ঋণ এবং সময়মত ঋণ পাওয়ার সুবিধা।

৩.১০ এসসিডিপি এর যানবাহন ও যন্ত্রপাতির বর্তমান অবস্থা

সারণী-৪০ থেকে দেখা যায় সমস্ত যানবাহন এবং প্রায় সব যন্ত্রপাতি সচল আছে এবং ডিএই'র ব্রিজিং প্রকল্পসহ উপজেলা, জেলা অফিস এবং হর্টিকালচার সেন্টার এ ব্যবহৃত হচ্ছে।

সারণী-৪০: SCDP প্রকল্পের বিভিন্ন সরঞ্জামাদি ও যানবাহন ব্যবহারের বর্তমান অবস্থা

প্রণ্যের নাম	লক্ষ্যমাত্রা (পরিমাণ)	সচল	অচল	সচলগুলো বর্তমানে কোথায় ব্যবহৃত হচ্ছে[৩]
যন্ত্রপাতি, সরঞ্জামাদি, স্পেয়ার্স ও আসবাবপত্র ক্রয়:				
(ক) আসবাবপত্র (DDAE & HDTC)	থোক	থোক	-	২৭টি DDAE অফিস ও ১২টি বিভিন্ন হর্টিকালচার সেন্টারে ব্যবহৃত হচ্ছে
(খ) কম্পিউটার সেট	৬০ টি	৫৮	০২	DAE এর বিভিন্ন উপজেলা/জেলা এবং হেডকোয়ার্টারে ব্যবহৃত হচ্ছে
(গ) ফটোকপিয়ার	৯৩ টি	৯২	০১	DAE এর বিভিন্ন উপজেলা/জেলা এবং হেডকোয়ার্টারে ব্যবহৃত হচ্ছে
(ঘ) মাল্টিমিডিয়াসহ ল্যাপটপ	৮২ টি	৮২	-	DAE এর বিভিন্ন উপজেলা/জেলা এবং হেডকোয়ার্টারে ব্যবহৃত হচ্ছে
(ঙ) ফ্যাক্স মেশিন	৮২ টি	৮২	-	DAE এর বিভিন্ন উপজেলা/জেলা এবং হেডকোয়ার্টারে ব্যবহৃত হচ্ছে
(চ) ডিজিটাল ক্যামেরা	৬০ টি	৫৯	০১	DAE এর বিভিন্ন উপজেলা/জেলা এবং হেডকোয়ার্টারে ব্যবহৃত হচ্ছে
(ছ) রেফ্রিজারেটর	৬ টি	০৬	-	বিভিন্ন হর্টিকালচার সেন্টার ও হেডকোয়ার্টারে ব্যবহৃত হচ্ছে
(জ) পাওয়ার টিলারস	১২ টি	১২	-	বিভিন্ন হর্টিকালচার সেন্টারে ব্যবহৃত হচ্ছে
(ঝ) পাওয়ার স্প্রেয়ারস	৯০ টি	৯০	-	DAE এর বিভিন্ন উপজেলা/জেলা এবং হর্টিকালচার সেন্টারে ব্যবহৃত হচ্ছে
(ঞ) মেগা ফোন	৫২ টি	৫২	-	DAE এর বিভিন্ন উপজেলা/জেলা এবং হর্টিকালচার সেন্টারে ব্যবহৃত হচ্ছে
(ট) ফুট পাম্প	৯৩ টি	৯৩	-	DAE এর বিভিন্ন উপজেলাতে ব্যবহৃত হচ্ছে
(ঠ) টেলিফোন	৩ টি	৩	-	নিরাপদ উদ্যানতাত্ত্বিক ফসল উৎপাদন প্রকল্প
পরিবহন/যানবাহন:				
(ক) জিপ	৪ টি	৪ টি	-	নিরাপদ উদ্যানতাত্ত্বিক ফসল উৎপাদন প্রকল্প
(খ) পিকআপ (ডাবল কেবিন)	৩৮ টি	৩৮ টি	-	DAE এর বিভিন্ন উপজেলা/জেলা এবং হেডকোয়ার্টারে ব্যবহৃত হচ্ছে
(গ) মোটর সাইকেল	৬৭ টি	৬৭ টি	-	DAE এর বিভিন্ন উপজেলা/জেলা এবং হেডকোয়ার্টারে ব্যবহৃত হচ্ছে
(ঘ) মাইক্রোবাস	০১ টি	০১ টি	-	নিরাপদ উদ্যানতাত্ত্বিক ফসল উৎপাদন প্রকল্প

বিস্তারিত বরাদ্দ তালিকা সংযুক্তি-৪ এ দেয়া হয়েছে।

[৩] জনাব মোঃ ফজলুল হক, সর্বশেষ প্রকল্প পরিচালক (বর্তমানে অতিরিক্ত পরিচালক, প্লান্ট কোয়ারেনটাইন, ডিএই, হেডকোয়ার্টার, ঢাকা) কর্তৃক ইনভেন্টরি সরবরাহ করা হয়েছে।

৩.১১ এফজিডিতে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ

নাটোরের বাগাতিপাড়া উপজেলায় এফজিডি

প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রমের আওতায় ৫টি FGD বা ফোকাস গ্রুপ আলোচনা পরিচালিত হয়। FGD পরিচালনার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কৃষক, মহিলা কৃষক নেতৃবৃন্দ ও সমাজের অন্যান্য স্থানীয় জনগণের প্রকল্পের প্রভাব, উচ্চমূল্যের ফসল উৎপাদন ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণ সম্পর্কে উপলব্ধি করা। প্রতিটি এফজিডিতে ১০-১২ জন কৃষক ও বিভিন্ন পেশাজীবির জনগণ উপস্থিত ছিলেন। প্রকল্পের নির্বাচিত ৫টি উপজেলায় ৫টি FGD পরিচালিত হয়। প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম ও বর্তমানে উচ্চ মূল্যের ফসল উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ, বিভিন্ন সমস্যা (যদি থাকে) নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। পরিশেষে তাদের ধারণা ও মতামত চাওয়া হয়। FGD-তে উপস্থিত অধিকাংশ সদস্যই প্রকল্প থেকে উপকৃত হয়েছেন এবং ভবিষ্যতে এধরনের প্রকল্পের প্রয়োজন আছে বলে মতামত দেন। FGD থেকে প্রাপ্ত ফলাফল ও মতামতগুলির সারাংশ নিম্নে উল্লেখ করা হল:

- কৃষিকাজে সর্বাত্তক সহযোগিতা পাওয়া ও উচ্চমূল্যের ফসল উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি ও কর্ম সংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন হবে এই জন্য প্রকল্পের সাথে যুক্ত হয়।

- উপজেলা কৃষি অফিসারদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে SCDP প্রকল্পের সাথে যুক্ত হয়; অনেকে ব্র্যাকের সহযোগিতায় যুক্ত হয়। অনেকে আবার প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যুক্ত হয়। ২০১৩-২০১৭ সাল পর্যন্ত সভাপতি, সেক্রেটারী, সাংগঠনিক সম্পাদক, সদস্য হিসাবে বিভিন্ন দলের সাথে যুক্ত ছিলেন।

- এসসিডিপি প্রকল্পের পূর্বে সবজি, ধান পাট, গম, আঁখ, করলা, মিষ্টি কুমড়া, আলু, টমেটো, সরিষা চাষ করা হত। বর্তমানে SCDP প্রকল্পের সহায়তায় বিভিন্ন রকমের সবজি যেমন: টমেটো, করলা, সিম, ঢেড়স, গাজর, বেগুন, কাকরোল; বিভিন্ন মাঠ ফসল যেমন: ধান, গম, ভুট্টা; বিভিন্ন রকমের মসলা জাতীয় ফসল যেমন: মরিচ, পেয়াজ, রসুন; বিভিন্ন রকম ফল যেমন: আম, মাল্টা, আমড়া, পেয়ারা, জামরুল, থাই জামবুরা চাষ করা হয়।

- SCDP প্রকল্প থেকে ফেরোমন ফাঁদ, বারি পেয়াজ বীজ, বারি মাল্টা গাছ, চালকুমড়া, লিচু, টমেটো পেয়ারার গাছ, প্রযুক্তি, সার, বীজ ও ঋণ পেয়েছে।

- পূর্বের তুলনায় ফলন তিনগুণ বেশী হয় এবং লাভ ৭০-৮০% বেশী পাওয়া যায়।

- জলবায়ুর ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবেলায় এই প্রকল্প তেমন কিছু করে নাই বলে কোন কোন কৃষক জানায়। আবার কিছু এলাকার কৃষক জানায় যে তারা বাঁধ নির্মাণ, নালা তৈরি, ফসলে পচন ধরলে কেটে ফেলা, ভিটা উঁচু করা ইত্যাদি পরামর্শ পেয়েছেন।

- জৈবিকভাবে পোকামাকড় রোগবালাই নিমূর্লের জন্য এই প্রকল্পের মাধ্যমে ফেরোমন ফাঁদ/লাইটিং ফাঁদ, ঔষধ, জৈবিক কিটনাশক, হলুদ কিটনাশক পেয়েছে।

- এসসিডিপি প্রকল্পের আওতায় উচ্চমূল্যের ফসল উৎপাদন. প্রদর্শনী স্থপন, ফসল মাড়াই ও শস্য সংরক্ষণ, প্যাকিং, সেচ ব্যবস্থাপনা, দল গঠন ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ পেয়েছে। মহিলারাও বসতবাড়ি/বাড়ির

আঙ্গিনায়/পুকুরপাড়ে সবজি ফল চাষ, ভাসমান সবজি চাষ, শস্য উৎপাদন প্রযুক্তি, মাড়াই, শুকানো, পরিস্কার করার প্রশিক্ষণ পেয়েছে। এছাড়াও ফুল, ফল ও ঔষধি গাছের চাষে মহিলারা প্রশিক্ষণ পেয়েছে। এতে মহিলাদের আয় বেড়েছে এবং মহিলাদের কর্মসংস্থান ১০%-২০% বেড়েছে ফলে জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পেয়েছে।

- এসসিডিপি প্রকল্পের কারণে পূর্বের তুলনায় বর্তমানে সংগ্রহোত্তর ফসলের ক্ষতি কম হয়েছে যেমন: ফল-১০%, শাকসব্জি-১০%, ফসল- ১০%, গম-২০%, আলু-২০%, মসলা-১০%, ভুট্টা-১৫%, ধান-১০%, ডাল-২৫%। প্রশিক্ষণের ফলে ৭০% ফসলের ফলণ বৃদ্ধি পেয়েছেন।

- প্রশিক্ষণের ফলে ফলন বৃদ্ধি পেয়েছে ৪০-৪৫%, ক্ষতির পরিমাণ ৮০% কমেছে আমড়া, টমেটো, আম, সবজি ইত্যাদিতে। তাছাড়া পেয়ারা-১০%, আমড়া-১৫%, টমেটো,- ১০%, আম-২০% এবং সবজি-১৫%।

- মসুর ডাল আগে হত বিঘা প্রতি ১.৫ মন, এখন ৭ - ৮ মন হয়। ভুট্টা আগে ১৫-২০ মন এখন ৩০-৪০ মন। আগে ক্ষতি ৩০% হত এখন ২০% ক্ষতি হয়।

- বিভিন্ন মাঠদিবস ও মোটিভেশনাল ট্যুরে অংশ নিয়েছেন (যেমন মাঠ দিবস-১০টি, মোটিভেশনাল ট্যুর-৩টি, কৃষি-মেলা-২টি, ফার্ম ভিজিট-২টি)। এ সমস্ত মাঠদিবসে অংশগ্রহণ করে অনেক ভালো পরামর্শ পেয়েছে। কিভাবে উচ্চমূল্যে ফসল উৎপাদন করা যায় নিজ চোখে তারা দেখেছে এবং পরামর্শ অনুযায়ী চাষ করে ফলন বৃদ্ধি করতে পেরেছে। ফলন বৃদ্ধির ফলে অর্থ উপার্জন বেড়েছে দারিদ্র বিমোচনে হয়েছে। অনেকের জীবন সুন্দরভাবে গড়ে উঠেছে।

- এসসিডিপি প্রকল্পের আওতায় করলা, বেগুন, ঢেড়স, সব্জি, ভুট্টা, গাজর, পটল, লাউ, পেয়াজ, পেয়ারা, আলু, টমেটো ইত্যাদির চাষ করে পরিবারের চাহিদা মিটিয়ে (২৫%) বাকীটা (৭৫%) বিক্রয় করা হয়।

- এসসিডিপি প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন রকমের ফল বাগান যেমন: আম, লিচু এবং পেয়ারার বাগান, জামরুল, লেবু, নারকেলের চাষ করা হয়েছে। উৎপাদিত ফল পরিবারের চাহিদা মিটিয়ে (১৫%) বাকি ৮৫% বিক্রি করেছে।

- উৎপাদিত পণ্য নিকটস্থ বাজারে, উপজেলা সদরে, এসসিডিপি বাজার, পাইকারী বাজারে বিক্রি করে।

- বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় যেমন, পরিবহন সমস্যা, টোল বেশী, দুরত্ব বেশী, অসাধু পাইকারী ব্যবসায়ীদের প্রভাব বিস্তার এবং সংরক্ষণের সুবিধা নাই ইত্যাদি।

- এলাকায় এসসিডিপি প্রকল্পের বিপণন কেন্দ্র আছে।

- উৎপাদিত ফসলের (HVC) বাজার মূল্য ভাল।

- গুদামজাতকরণ সুবিধা আছে

- ফসল সংগ্রহে পরিবার ভিত্তিক প্রক্রিয়াকরণ হয় যেমন, মারাই, বাছাই, বস্তা বন্দি, ধুড়া ইত্যাদি।

- এসসিডিপি প্রকল্প থেকে প্রথমে কৃষক উচ্চ ফলনশীল শস্য উৎপাদনের জন্য ঋণ নিয়েছে। প্রথমে ১৫,০০০-২০,০০০ টাকার বেশী ঋণ দিতে রাজি হয় না, ঋণ নিতে এনজিও কর্মীরা সহযোগিতা করেছে। প্রকল্পভুক্ত ঋণের সুদের হার কৃষকের কাছে বেশী বলে জানায়। ঋণের টাকা কেউ কেউ ৪০-৫০% এবং কেউ কেউ

১০০% উচ্চফলনশীল শস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে ব্যয় করেছে। ঋণ যারা নিয়েছে অনেকের পরিশোধ করা হয়েছে আবার কারোটা চলমান রয়েছে।

- এলাকায় দরিদ্র লোকের কর্ম সংস্থান শতকরা ১৫-২০% বৃদ্ধি পেয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় নারীর কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা ১০ ভাগ।

- মহিলারা বাড়ির আঙ্গিনায় শাক-সব্জি ও ফলের চাষ করে ও মাঠে কৃষি কাজে সহযোগিতা করে।

- মহিলারা বসতভিটায় বাগান ও সবজি চাষ ছাড়াও বিভিন্ন কর্মকাণ্ড যেমন চিড়া, মুড়ি, প্রক্রিয়াজাত করে বিক্রি করে। এতে মহিলাদের কর্মসংস্থান (৫-৩০%) ও নারী অধিকার (৫-১৫%) বৃদ্ধি পেয়েছে। বাড়ির আঙ্গিনায় শাক-সব্জি ও ফলের বাগান এবং মাঠে কৃষি কাজে সহযোগিতা প্রদান করে।

- কৃষকের জমিতে এখনও এসসিডিপি প্রকল্পের ফসল, ফল প্রযুক্তি আছে। কৃষকের মতে উচ্চমূল্য ফসল চাষ লাভজনক। কেননা দাম বেশী স্বাদ ভাল, বাজারেও চাহিদা বেশি ও সারা বছরই পাওয়া যায়।

- এসসিডিপি প্রকল্পের মাধ্যমে উচ্চমূল্য ফসল চাষ করে লাভবান হয়েছে, উচ্চমূল্য ফসল চাষের জন্য উপকরণ কম লাগে, রোগ বালাই কম হয়, তাড়াতাড়ি ফসল তোলা যায়, ফলন অনেক বেশী হয়, বাজারে চাহিদা বেশী, প্রক্রিয়াজাতকরণে সুবিধা অনেক।

- ভবিষ্যতে এই ধরনের প্রকল্প কৃষকরা চায়।

- আর্থিকভাবে লাভবান হয়েছি, পারিবারিক সচ্ছলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। কর্ম সংস্থান বৃদ্ধি পেয়েছে, এসসিডিপি প্রকল্পের প্রতিটি প্রশিক্ষণ কৃষকদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

- এসসিডিপি প্রকল্পের আওতায হাইব্রিড সম্পর্কে জানা, বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, বিভিন্ন দিক নির্দেশনা ইত্যাদির ফলে লাভবান হয়েছি।

- খারাপ দিক হলো এটা ৫ বছরের প্রকল্প। অমরা এ ধরনের আরো দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প চাই

বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ

পরামর্শক দল এফজিডির তথ্য পর্যালোচনা করে এটা বুঝতে পেরেছেন যে SCDP প্রকল্পটি কৃষকের কাছে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প ছিল। এ প্রকল্প থেকে পাওয়া প্রযুক্তি, প্রশিক্ষণ, ঋণ সহায়তা প্রকল্প এলাকার কৃষকদের উচ্চ মূল্যের ফসল উৎপাদনে বিরাট ভূমিকা রেখেছে। কৃষকরা SCDP প্রকল্পের প্রযুক্তি ব্যবহার করে ফসল উৎপাদন দুই থেকে তিন গুন পর্যন্ত বৃদ্ধি করতে পেরেছে। উৎপাদিত ফসলের মূল্য তুলনামূলকভাবে বেশি হওয়ায় কৃষক আরো বেশি লাভবান হয়েছে। তাছাড়াও এসসিডিপি প্রকল্পের কারণে পূর্বের তুলনায় বর্তমানে ফসলের সংগ্রহোত্তর ক্ষতি কম হয়। উৎপাদন বেশি হওয়াতে পরিবারের চাহিদা মিটিয়েও অতিরিক্ত অংশ বাজারে বিক্রি করে বাড়তি উপার্জন করতে পারছে। বসতবাড়ির আঙ্গিনায়, পুকুড়পাড়ে ফল ও সবজি চাষে মহিলারা জড়িত হওয়ায় নারীর কর্মসংস্থান ও অধিকার বৃদ্ধি পাচ্ছে। কৃষকরা এ ধরণের দীর্ঘ মেয়াদী প্রকল্পের প্রয়োজন আছে বলে জানায়। কখনোও কখনোও কৃষকরা উৎপাদিত ফসল বাজারজাতকরণে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে যেমন: পরিবহন সমস্যা, অসাধু পাইকারী ব্যবসায়ীদের প্রভাব, টোল বেশি ইত্যাদি। কৃষকের এই সমস্যা সমাধানে স্থানীয় প্রসাশন ও কৃষি অফিসের নজরদারীর প্রয়োজন আছে বলে পরামর্শক দল মনে করেন।

৩.১২ কেআইআই ও পরামর্শ সভা থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ

৩.১২.১ উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার সাথে কেআইআই - এর মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফল বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা

SCDP বর্তমান অবস্থা বা প্রভাব জানার জন্য ছাপানো চেকলিস্ট ব্যবহার করে ২৩ টি উপজেলার কৃষি অফিসারের (UAO) সাক্ষাৎকার নেয়া হয়। তবে ১৬ জন কর্মকর্তা অর্থাৎ ৭০% এই প্রকল্পে সরাসরি কর্মরত ছিলেন এবং বাকি ৭ জন অর্থাৎ প্রায় ৩০% প্রকল্পের সময় অন্য এলাকায় কর্মরত ছিলেন। তাই যারা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন তাদের বক্তব্যকে গ্রহণ করা হয়েছে। নিচে আলোচনা সার সংক্ষেপ উপস্থাপন করা হলো:

উপজেলা কৃষি কর্তার সাথে কেআইআই

প্রকল্পের কাজে অংশগ্রহণ: প্রকল্প কর্মকর্তাগণ প্রধানত: প্রকল্পের নিম্নলিখিত কাজের সাথে জড়িত ছিলেন:

- HVC প্রদর্শনী প্লট স্থাপন, কৃষক এবং SAAO প্রশিক্ষণ, মাঠ পরিদর্শন, ফসলের ভাল উৎপাদন পাওয়ার জন্য কৃষককে কারিগরি জ্ঞান দান;
- মাঠ দিবস, মোটিভেশনাল ট্যুর ও কর্মশালা পরিচালনা;
- এছাড়া ব্র্যাককে সহায়তা প্রদান;
- ঋণ দানের জন্য দল গঠন;
- ঋণ দান নীতিমালা তৈরিতে সহায়তা এবং ঋণ আদায়ে সহযোগিতা করা;
- OFSSI নির্মাণে, বাজারজাতকরণ দল তৈরি এবং ফসল সংগহোত্তর কাজে সহায়তা দান;
- প্রকল্পের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে কৃষককে উচ্চ মূল্য ফসল ন্যায্য মূল্যে বিক্রিতে সহায়তা দান;
- মহিলা কৃষককে ফসল সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তি বিষয়ে এবং কৃষি পণ্যের মূল্য সংযোজনে পরামর্শ দান;
- সদর দপ্তর এবং জেলা অফিসের উদ্যোগে আয়োজিত বিভিন্ন পরিকল্পনা মিটিং, প্রশিক্ষণ এবং কর্মশালায় অংশগ্রহণ;
- SCDP-র মাঠ পর্যায়ের কর্মকাণ্ডের সার্বিক সফলতার জন্য উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা দায়বদ্ধ ছিলেন।

প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ গ্রহণ:
যে সমস্ত কৃষি কর্মকর্তাবৃন্দ SCDP-র সঙ্গে জড়িত ছিলেন তাঁদের প্রত্যেকেই প্রকল্প থেকে বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ পেয়েছেন যেমন:

- ৮১% কর্মকর্তা উচ্চ মূল্য ফসল উৎপাদন প্রযুক্তি এবং ৩৮% কর্মকর্তা ফসল সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন;
- ৩১% কর্মকর্তা জেন্ডার বিষয়ে এবং ২৫% কর্মকর্তা ফসল বাজারজাতকরণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন;
- এছাড়া, কিছু কিছু কর্মকর্তা আর্থিক ব্যবস্থাপনা, জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন, লিডারশীপ, কৃষি বানিজ্য, পরিবেশসম্মত কৃষি ও জৈব সার বিষয়ে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন।

কোন ধরনের প্রশিক্ষণ সব থেকে কার্যকারী:

- ৬৯% মতে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ; এবং
- ৩১% মনে করেন প্রকৃত নমুনা ও রঙ্গিন ভিডিও চিত্রের মাধমে প্রশিক্ষণ প্রদান সাফল্যজনক।

প্রশিক্ষণ কিভাবে কৃষি কর্মকর্তাদের ফসল বহুমুখীকরণে সহায়তা করেছেঃ

- প্রথমত: প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কার্যকারক HV ফসল সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান অর্জন করেছেন যা ফসল বহুমুখীকরণে সাহায্য করেছে;
- প্রকৃতপক্ষে প্রশিক্ষণের মাধমে কর্মকর্তাদের সামর্থ উন্নত হয়েছে বিশেষ করে HV ফসল উৎপাদন, ফসলের সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তি, মূল্য সংযোজন, বাজারজাতকরণে;
- তাঁরা মাল্টি মিডিয়ার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও মিটিং পরিচালনার দক্ষতা অর্জন করেছেন;
- কৃষক প্রশিক্ষণ, কৃষক গ্রুপ গঠন, মাঠ দিবস ও মোটিভেশনাল ট্যুর পরিচালনার দক্ষতা অর্জন করেছেন; এবং মহিলা কৃষকের প্রকল্পের কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণ।

মাঠ পরিদর্শন এবং প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ততাঃ

- ডিএই উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের প্রকল্পের সাথে সম্পক্ততা ছিল;
- প্রত্যেক কর্মকর্তাই বিভিন্ন সময় কৃষকের প্রদর্শনী মাঠ পরিদর্শন করেছেন; এবং
- বেশিরভাগ কর্মকর্তা গড়ে ৭ বার মাঠে গিয়েছেন, এবং তিন জন ১৫ বার এবং একজন ২০ বার মাঠ পরিদর্শন করেছেন।

সব থেকে বেশি সফল প্রদর্শনী ফসলঃ

- ৪৪% এর মতে আম বাগান সব থেকে উল্লেখযোগ্য, পর্যায়ক্রমিকভাবে ৩৮% এর মতে পেয়ারা বাগান, ৩৮% এর মতে টমেটো ক্ষেত এবং ৩১% মনে করেন বেগুন ক্ষেত প্রদর্শনী বেশি সফল;
- ২৫% এ মতে পটল ও করলা ফসল প্রদর্শনী সফল;
- ১৯% এর মতে নতুন ফল মাল্টা বাগান যথেষ্ট সফল।

সব থেকে কম সফল প্রদর্শনী ফসলঃ

- ৩১% মনে করেন লিচু বাগান প্রদর্শনী ছিল হতাশাব্যাঞ্জক;
- ২৫% ভাগের মতে পিঁয়াজ ক্ষেত প্রদর্শনী ভাল ছিল না;
- ১৯% ভাগের মতে ফুল ক্ষেত প্রদর্শনী সফল নয়; এবং
- ২৬% ভাগের মতে মাসরুম প্রদর্শনী আশাব্যাঞ্জক নয়।

স্থানীয় ক্রয় কমিটি ও নিয়ম অনুসরণঃ

- শতকরা ২৫ ভাগ স্থানীয় ক্রয় কমিটিতে কৃষি কর্মকর্তা যুক্ত ছিলেন।
- শতকরা ৬৪ ভাগ ক্ষেত্রে নিয়ম অনুসরণ করা হয়েছে। ৩৪ ভাগের ক্ষেত্রে যথাযথ নিয়ম অনুসরণ করা হয় নাই।

SCDP-র সফলতার মাত্রাঃ

- ৮০ ভাগ মনে করেন প্রকল্পটি এইচভি ফসল উৎপাদনে ব্যাপকভাবে প্রভাব ফেলেছে;
- কিন্তু ৬ ভাগ কর্মকর্তা মনে করেন প্রকল্পটি মাত্র ৪০ ভাগ সফল হয়েছে।

কৃষকের মাঠে HV ফসল উৎপাদনের সমস্যাসমূহঃ

- ৯৪ ভাগ মনে করেন HV ফসলের কম মূল্য বিরাট সমস্যা;
- ৮৮ ভাগের মতে ঋণের পরিমাণ যথেষ্ট নয়;
- অন্যদিকে ৬৩ ভাগ মনে করেন HV ফসলের উৎপাদন খরচ বেশি;
- ৫০ ভাগের মতে সময়মত মানসম্মত বীজ না পাওয়া;

- ৫০ ভাগের মতে HV ফসল সম্পর্কে প্রযুক্তি ও জ্ঞানের অভাব; এবং
- ১৯ ভাগ মনে করেন HV ফসল চাষের জন্য ভাল কৃষকের অভাব।

HVC ফসল চাষের সমস্যা সমাধানে করণীয়ঃ

- যথেষ্ট ঋণের ব্যবস্থা করা (১০০%);
- গবেষণার মাধ্যমে HV ফসলের লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন (১০০%);
- সংশ্লিষ্ট সবার উপযুক্ত মানের HV ফসলের বীজ উৎপাদনের প্রশিক্ষণ (৯৪%);
- অধিকতর বাস্তবমুখী প্রশিক্ষণ (৮৮%); এবং
- সময়মত উপযুক্ত মানের বীজ সরবরাহ (৭৫%)।

SCDP-র ভালো দিকগুলোঃ

- কম মূল্যের ধানের বদলে কৃষকরা বেশি লাভের ফসল চাষ করার সুযোগ পেয়েছে এবং যেখানে ঋণের ব্যবস্থাও ছিল;
- গ্রুপ তৈরি করা হয়েছিল এবং অনেক কৃষককে প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল;
- উপজেলা কৃষি কর্মকর্তাদের সক্ষমতা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল বিভিন্ন সামগ্রী যেমন - মাল্টি মিডিয়া, ল্যাপটপ, গাড়ী, আসবাসপত্র ও অন্যান্য কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ করে;
- ১০ ভাগ মহিলাকে কৃষিভিত্তিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করা হয়েছে;
- OFSSI-র মাধ্যমে কৃষি পণ্য বাজারজাতকরণ ও মূল্য সংযোজনে সহায়তা করা হয়েছিল;
- প্রশিক্ষণ ও কৃষকের মাঠ থেকে জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে কৃষক, কর্মকর্তা এবং SAAO-দের যোগ্যতা বৃদ্ধি;
- প্রশিক্ষণ, মাঠ দিবস, মোটিভেশনাল ট্যুর, কর্মশালা, HVC প্রদর্শনী প্লট স্থাপন, মাঠ পরিদর্শন ইত্যাদি থেকে জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে কৃষক, কর্মকর্তা এবং SAAO-দের যোগ্যতা বৃদ্ধি; এবং
- ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধি পেয়েছিল HV ফসল চাষের মাধ্যমে।

SCDP-র সীমাবদ্ধতাঃ

- OFSSI যথাযথ স্থানে তৈরি করা সম্ভব হয়নি (৩১%);
- ঋণের অপর্যাপ্ততা ও অতিরিক্ত সুদ হার (২৫%);
- প্রদর্শনীর সংখ্যা ছিল কম (১৯%);
- গ্রুপ তৈরিতে রাজনৈতিক এবং স্থানীয় প্রভাবশালীদের হস্তক্ষেপ এক অন্তরায় (১৯%);
- প্রকল্পের তৎপরতার মাধ্যমে ফসলের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করা যায় নাই (১৯%);
- প্রকল্পে গাড়ী ও যান্ত্রপাতি মেরামত, জ্বালানী তৈল ও মোবাইল ফোন খরচের কোন ব্যবস্থা ছিল না (১২%);
- প্রকল্পের স্টাফ সংখ্যা কম ছিল (১২%);
- সব কৃষককেই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় নাই (১০%);
- ব্রাক ভালভাবে গ্রুপ নির্বাচন করে নাই (৬%); এবং
- অন্যদিকে ৬% মনে করেন প্রকল্পের কর্মকাণ্ডে কোন সমস্যা ছিল না।

SCDP-র মত প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য কৃষি কর্মকর্তাদের সুপারিশঃ

- OFSSI স্থাপনার সঙ্গে ছোট আকারের কুলিং চেম্বার সংযুক্ত করতে হবে, যেখানে কৃষকরা তাদের সবজি-ফল কয়েকদিন রাখতে পারবে যাতে ন্যায্য মূল্য পাওয়া যায়;
- OFSSI-র সঙ্গে মাল পরিবহনের জন্য পিক-আপ গাড়ী সংযুক্ত করতে হবে;

- প্রত্যেক প্রকল্পভুক্ত কৃষককে প্রশিক্ষণের আওতায় আনতে হবে;
- কম সুদে যথেষ্ট ঋণের ব্যবস্থা করতে হবে;
- গাড়ী, যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য জিনিস মেরামতের জন্য বরাদ্দ রাখতে হবে জ্বালানী তৈল সহ;
- SAAO-দের জন্য মোবাইল ফোনের রিচার্জ খরচ বহন করতে হবে;
- কৃষি কর্মকর্তা ও SAAO-দের জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখতে হবে;
- প্রত্যেক স্থানের উপযোগী প্রদর্শনী স্থাপন করতে হবে;
- জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলার উপযোগী প্রদর্শনী স্থাপন করতে হবে যেমন: খরা, বন্যা ও লবণাক্ততা);
- এক ফসলের জন্য গবেষণা ও উন্নয়ন কাজ জোরদার করতে হবে;
- একটি উপজেলার প্রত্যেক ইউনিয়নে অধিক সংখ্যক প্রদর্শনী স্থাপন করতে হবে;
- প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও মিটিং-এ উপস্থিত কৃষকদের যাতায়াত ভাতার ব্যবস্থা রাখতে হবে; এবং
- কৃষক ও জমির উপযুক্ততা অনুযায়ী কৃষক নির্বাচন করতে হবে, প্রভাবশালীদের হস্তক্ষেপ এড়িয়ে চলতে হবে।

৩.১২.২ এনজিও কর্মকর্তার সাথে কেআইআই - এর মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফল পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ

দ্বিতীয় শস্য বহুমুখীকরণ প্রকল্পে কৃষি কর্মকর্তাদের সহায়তায় এনজিও প্রতিষ্ঠান ব্র্যাক কৃষক দল গঠন ও ঋণ বিতরন কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্বে নিযুক্ত ছিল। বর্তমান প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষায় প্রশিক্ষণ ও ঋণ কার্যক্রমসহ প্রকল্পের সার্বিক সফলতা ও ব্যর্থতা সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের জন্য ২১ জন এনজিও স্টাফ এর নিবিড় সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। এনজিও কর্মকর্তার সাক্ষাৎকার গ্রহণ থেকে প্রাপ্ত ফলাফল ও মতামত নিম্নে তুলে ধরা হল:

প্রশিক্ষণ: এনজিও কর্মকর্তাদের মতে SCDP ঋণ বিতরণের জন্য নিযুক্ত প্রায় সকল ব্র্যাক কর্মকর্তা SCDP থেকে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ পেয়েছিলেন। প্রশিক্ষণের বিষয়সমূহ নিম্নে দেওয়া হল:

- ঋণ ব্যবস্থাপনা, এইচভিসি উৎপাদন ও মুল্য সংযোজনের জন্য কৃষকদের ঋণ প্রদান এবং ঋণের অর্থ ব্যবহার বিষয়ে;
- এইচভিসি উৎপাদন প্রযুক্তি এবং মুল্য সংযোজন বিষয়ে;
- জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন (পরিবশবান্ধব কৃষি) বিষয়ে;
- OFSSI পরিকল্পনা ও পরিচালনা; এবং
- জেণ্ডার বিষয়ে।

ব্র্যাক অফিসারগণ জানান, তাঁরা প্রকল্পের উপকারভোগী কৃষকদের ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্র ও নীতিমালা, ঋণের ব্যবহার, ঋণ পরিশোধের শর্ত ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণও দিয়েছিলেন।

ঋণ বিতরণ ও আদায়: এনজিও কর্মকর্তারা জানান লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী তাঁরা কৃষকদেরকে ঋণ বিতরণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁরা আরও জানান, প্রায় ৯৯% ঋণের টাকা পুনরুদ্ধার করা হয়েছে এবং কিছু সংখ্যক কৃষক নিম্নলিখিত কারণে ঋণ খেলাপী হয়েছিলেন:

- বন্যা, ক্ষরা ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ফসল ঠিকমত না হওয়া;
- সীমিত সময়ের জন্য প্রশিক্ষণ পাওয়ায় উচ্চমূল্য ফসল উৎপাদনের উপর দক্ষতা কম;
- উচ্চমূল্য ফসলের নায্য মূল্য না পাওয়া; এবং
- ঋণের টাকা উচ্চমূল্য ফসল উৎপাদনে ব্যবহার না করে অন্য কাজে বিনিয়োগ/ ব্যবহার (যেমন খাদ্য ক্রয়, ছেলে-মেয়ের বিয়ে ইত্যাদি)।

SCDP প্রকল্পের ভালো বা ইতিবাচক দিকসমূহঃ

- কম সময়ে কৃষকদের মাঝে ঋণ বিতরণ;
- এই প্রকল্প কৃষি ক্ষেত্রে উদ্যোক্তা তৈরি করেছে;
- ঋণের টাকা পুনরুদ্ধারের হার বেশি;
- ডিএই এবং ব্র্যাক কর্তৃক ঋণ কার্যক্রম তদারকী;
- উচ্চমূল্য ফসল চাষাবাদের জন্য আগ্রহী কৃষকদের ঋণ প্রদান; এবং
- প্রশিক্ষণ, মাঠ পরিদর্শন ইত্যাদির মাধ্যমে কৃষকেরা বিভিন্ন নতুন জাত ও প্রযুক্তি সম্পর্কে জানতে পেরেছে এবং আধুনিক উৎপাদন কৌশল শিখেছে যা তাদেরকে উচ্চ মূল্য ফসল চাষাবাদে উৎসাহিত করেছে

SCDP প্রকল্পের সীমাবদ্ধতা সমূহঃ

- প্রকল্পে উচ্চমূল্য ফসলের পাশাপাশি অন্যান্য খাত যেমন মাছ চাষ, মুরগী পালন না থাকা;
- কিছু এলাকায় অতিআবশ্যকীয় হওয়া সত্ত্বেও মৎস চাষ ও হাঁস-মুরগী পালনের জন্য প্রকল্প থেকে ঋণ প্রদানের কোন বিধান নেই;
- বিভিন্ন কৃষক দল এবং কৃষক দলের সদস্যদের মধ্যে সমন্বয় ও সহযোগিতার অভাব;
- ভালো কৃষক হলেও ভূমিহীন কৃষককে ঋণ প্রদানের কোন বিধান নাই;
- এইচভিসি কৃষকদের সীমিত প্রশিক্ষণ এবং সেই সাথে ডিএই কর্মীদের মনিটরিং ও তদারকি কম;
- ঋণ খেলাপীদের বিরুদ্ধে আইনী পদক্ষেপ গ্রহনের কোন সুযোগ নাই;
- সময়মত মানসম্মত বীজ না পাওয়া;
- উচ্চমূল্য ফসল চাষের জন্য ভাল কৃষকের অভাব;
- ঋণের তুলনায় সুদের হার বেশী;
- বিক্রয় এবং বিপণন কেন্দ্র সঠিক স্থানে না থাকা; এবং
- কৃষক দল গঠনে প্রভাবশালীদের হস্তক্ষেপ।

সুপারিশমালাঃ

- এইচভিসি উৎপাদনের উপর সমস্ত সহযোগী কৃষকদের নিবিড় প্রশিক্ষণ বৃদ্ধি করা;
- ঋণের সুদের হার কমানো;
- কৃষকদের ন্যায্য মূল্যে ফসল বিক্রির জন্য OFSSI এবং বিপণন চ্যানেলের মাধ্যমে কার্যকর মার্কেট লিংকেজ তৈরি করা এবং পণ্য পরিবহনের জন্য যানবাহনের ব্যবস্থা করা;
- উন্নত প্রযুক্তিগত ব্যাক-আপ এবং লাইনডাইরেক্টর কর্তৃক মনিটরিং জোরদার করা;
- কৃষিপণ্য উৎপাদন ও প্রক্রিয়াকরণের জন্য আরও যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি অন্তর্ভুক্তকরণ; এবং
- ভালো মানের বীজ সরবরাহ করা।

৩.১৩ কেইস স্টাডি (succss story)

প্রকল্প এলাকার ৫ জন সফল কৃষকের ওপর ৫টি কেইস স্টাডি (succss story) তৈরি করা হয়েছে। এই কেইস স্টাডিগুলো হল প্রকল্পের কারণে সামগ্রিক প্রভাব চিত্রিত এবং হাইলাইট করা। কেইস স্টাডি শক্তিশালী / সমৃদ্ধ করতে যথাসম্ভব বিশদ ডেটা যুক্ত করা হয়েছে। কেইস স্টাডির তথ্য সংগ্রহে একটি গাইডলাইন ব্যবহার করা হয়েছে। কেইস স্টাডি **সারণী ৩** এ সংযুক্ত করা হয়েছে।

৩.১৪ প্রকল্পের তথ্য প্রযুক্তি কার্যক্রম

বর্তমানে অনলাইনে তথ্য আদান প্রদানের একটি খুবই গুরুত্তপূর্ণ মাধ্যম হল ওয়েবসাইট। প্রকল্পের কার্যক্রম ও প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য সংরক্ষণ ও শেয়ারের জন্য একটা ওয়েবসাইট করা হয়েছিল (www.scdp.gov.bd)। কিন্ত ওয়েবসাইটি কোন একসময় ভিজিট করে মনে হয়েছে সেটা মোটেও তথ্যসমৃদ্ধ নয়। ওযেবসাইটে প্রযুক্তি বিষয়ক কোন তথ্য, প্রশিক্ষণ সামগ্রী, প্রকল্পের প্রতিবেদন খুজে পাওয়া যায়নি। প্রকল্পের উচ্চমূল্যের ফসলের চাষ ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ফ্যাক্ট শীট আকারে ওয়েবসাইটে প্রচার করা উচিৎ ছিল যাতে কৃষক, সম্প্রসারণ কর্মী, গবেষক, স্টেকহোল্ডারস, পার্টনার এবং অন্যান্য জনগণ উচ্চমূল্যের ফসলের প্রযুক্তি বিষয়ক জ্ঞান ও তথ্য ওয়েবসাইট থেকে সংগ্রহ করতে পারে। তাছাড়াও কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণের তথ্যও ওয়েবসাইটটিতে প্রচার করা উচিৎ ছিল। প্রকল্পের কোন প্রতিবেদনও ওয়েবসাইটে খুজে পাওয়া যায়নি। **বর্তমানে ওয়েবসাইটি সচল পাওয়া যাচ্ছে না।** বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে প্রকল্পের অনলাইন তথ্য প্রযুক্তি বিস্তার ও ব্যবস্থাপনা (knowlege management) দূর্বল ছিল।

৩.১৫ প্রকল্পের সাসটেইনেবিলিটি

প্রকল্পের প্রাইমারী, সেকেণ্ডারী ও মাঠতথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় দ্বিতীয় শস্য বহুমুখীকরণ (২য় সংশোধন) শীর্ষক প্রকল্পটি তার উদ্দেশ্য অর্জনে সমর্থ হয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে অতিরিক্ত ৯৩,৮৭০ হেক্টর জমিতে উচ্চ মূল্য ফসল উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে যা শস্য বহুমুখীকরণে বিরাট ভূমিকা রেখেছে। প্রকল্পের আওতায় ১২,০০০ কৃষক দল গঠন করা হয়েছে যার মোট সদস্য সংখ্যা ২৫২,৮৭৩ জন এবং এর ৫৫% মহিলা। যা মহিলাদের সম্পৃক্তকরণ, ক্ষতায়ন এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণে সহায়তা করেছে। OFSSI মার্কেট তৈরির মাধ্যমে এবং FMA গঠনের মাধ্যমে কৃষকের পণ্য বাজারজাতকরণে সহায়তা করার চেষ্টা করা হয়েছে যার প্রভাব দীর্ঘমেয়াদী।

এই প্রকল্পের মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক কৃষক, সম্প্রসারণ কর্মী ও কিছু এনজিও কর্মীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে যা উচ্চ মূল্য ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি, বাজারজাতকরণ ও মূল্য সংযোজনে দীর্ঘমেয়াদী ভূমিকা রাখবে। প্রায় সব উচ্চ মূল্য ফসল থেকেই কৃষক ভাল লাভ পেয়েছে। এর থেকে (বিশেষ করে আম ও মাল্টা) অনেক বছর ধরে ফসল পাওয়া যাবে যা কৃষকের উৎপাদন ও লাভ উভয়কেই টেকসই করবে বলে ধারণা করা যায়। নতুন ফল উৎপাদনের ফলে মানুষের ভিটামিন সি-র চাহিদা পূরণসহ বিদেশী ফলের আমদানী ব্যয় কমিয়েছে।

প্রদর্শনী প্লট স্থাপন, প্রশিক্ষণ প্রদান ও যথাসময়ে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে cropping intensity পূর্বের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। এর মাধ্যমে প্রচলিত ফসল বিন্যাসেরও পরিবর্তন হয়েছে। কৃষকদের কাছে উচ্চ মূল্য ফসল চাষের উপযোগিতা সুস্পষ্ট হয়েছে। ফসলের সংগ্রহোত্তর ক্ষতি কমেছে।

এছাড়া টেকসই করার জন্য ঋণ কার্যক্রম প্রকল্প শেষ হওয়ার পরও ১০ বছর পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। ইতোমধ্যে এই প্রকল্পের ঋণ থেকে কৃষক ৮৬ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা সঞ্চয় করেছে, ব্র্যাক এর তত্ত্বাবধানে। যা কৃষকের নিজ নামে ব্যাংক হিসাবে আছে এবং তারা যেকোন সময় তুলতে পারে (তথ্যসুত্রঃ ডিএই)। বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করে দেখা যায় এই প্রকল্পটি সফল করার জন্য অনেক উদ্দ্যোগ নেয়া হয়েছে এবং প্রকল্পটি টেকসই বা সাসটেইনেবল।

চতুর্থ অধ্যায়: SWOT বিশ্লেষণ

SWOT বিশ্লেষণ একটি কৌশলগত পরিকল্পনা কৌশল যা প্রকল্প পরিকল্পনা সম্পর্কিত সবল, দুর্বলতা, সুযোগ এবং ঝুঁকি সনাক্ত করতে সাহায্য করে। এটি প্রকল্পের উদ্দ্যোগ বা প্রকল্পের উদ্দেশ্যগুলি নির্দিষ্ট করার উদ্দেশ্যে এবং আভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত অনুকূল এবং প্রতিকূল বিষয়গুলি চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে সাহায্য করে। প্রতিষ্ঠান-এই সবের সঙ্গে প্রকৃতিগতভাবে জড়িত থাকে বল বা সামর্থ (strength) এবং দুর্বলতা (weakness)। একটি উন্নয়ণ প্রকল্পের সামর্থ্য ও দুর্বলতার পাশাপাশি সুযোগ (opportunity) থাকে অথবা প্রকল্পটি সুযোগ সৃষ্টি করে; এবং ইহার ঝুঁকিও (threat) থাকতে পারে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান প্রকল্পটির SWOT অথবা সবল দিক, দুর্বল দিক, সুযোগ এবং ঝুঁকিগুলো উপরোক্তমতে পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ ও বিবেচনা করবেন। SWOT বিশ্লেষণের সার্বিক বিবেচনার প্রধান বিষয়গুলো নিম্নরূপ হতে পারে বলে ধারণা করা হয়েছে:

৪.১ সবল দিক (Strength)

প্রকল্পটিতে নিম্নের বিভিন্ন ধরনের শক্তিশালী দিক বা Strength:

- প্রকল্প প্রস্তাবনা যথাযথ ছিল;
- বেসলাইন স্টাডি ছিল;
- প্রকল্প প্রস্তাবনায় অন্তর্ভূক্ত প্রধান বাস্তব কার্যগুলির ব্যাপারে কৃষকের ব্যাপক চাহিদা ছিল;
- প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য যোগ্য ও অভিজ্ঞ জনবলের সংস্থান ছিল;
- চাহিদা অনুসারে তহবিল অবমুক্ত করা হয়েছিল;
- প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ ব্যবস্থাপনা ছিল;
- প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণের ঘনিষ্ঠ সম্পৃক্ততা ছিল;
- মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে প্রকল্প পরিচালক এবং জেলা, আঞ্চলিক, উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল;
- আঞ্চলিক, জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে এসসিডির ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল;
- এসসিডির কার্যক্রম এবং কৃষকের সম্পৃক্তা প্রতিনিয়ত পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল; এবং
- প্রকল্পের ভৌত কাজ বাস্তবায়ন এবং মাননিয়ন্ত্রণের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ছাড়াও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার নিয়োজিত প্রয়োজনীয় পরামর্শকগণ নিয়োজিত ছিল;

৪.২ দুর্বল দিক (Weakness)

প্রকল্পটিতে নিম্নের বিভিন্ন ধরনের দুর্বল দিক ছিল:

- এইচভিসি উৎপাদনের উপর সমস্ত সহযোগী কৃষকদের নিবিড় প্রশিক্ষণ প্রদান করার ব্যবস্থা না করা;
- বিভিন্ন কৃষক দল এবং কৃষক দলের সদস্যদের মধ্যে সমন্বয় ও সহযোগিতার অভাব;
- ভালো কৃষক হলেও ভূমিহীন কৃষককে ঋণ প্রদানের কোন বিধান না থাকা;
- ডিএই কর্মীদের মনিটরিং ও তদারকি কম;
- ঋণ খেলাপীদের বিরুদ্ধে আইনী পদক্ষেপ গ্রহনের কোন সুযোগ নাই;
- সময়মত মানসম্মত বীজ না পাওয়া;
- HV ফসল চাষের জন্য ভাল কৃষকের অভাব;
- ঋণের তুলনায় সুদের হার বেশী;
- বিক্রয় এবং বিপণন কেন্দ্র সঠিক স্থানে না থাকা; এবং
- কৃষক দল গঠনে প্রভাবশালীদের হস্তক্ষেপ।

৪.৩ সুযোগ (Opportunity)

প্রকল্পটি নিম্নের বিভিন্ন ধরনের পর্যাপ্ত সুযোগ সৃষ্টি করতে পেরেছিল:

- দক্ষতা উন্নয়ন ও উচ্চমূল্য ফসলের মূল্য সংযোজনের মাধ্যমে প্রান্তিক, ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষক পরিবারের আয় বৃদ্ধি;
- নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে মহিলাসহ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর গ্রামীন আয় বৃদ্ধি;
- বাণিজ্যিক কৃষির মাধ্যমে গ্রামীণ মহিলাদের ক্ষমতায়ন;
- ফসল সংগ্রহোত্তর ক্ষতি এবং উপযুক্ত কৃষি পরিবারকে ঋণ সহায়তা দেরার মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা, নিরাপদ খাদ্য ও পুষ্টির যোগান বৃদ্ধি;
- প্রশিক্ষণ প্রদর্শনীর মাধ্যমে উন্নত কলাকৌল প্রয়োগ সম্প্রসারিতকরণ, কৃষি ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা বৃদ্ধি
- ফসল উৎপাদন, সুরক্ষা, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ, বাজারজাতকরণ, আবহাওয়ার সতর্ক বার্তা ইত্যাদির আধুনিক প্রযুক্তি পাওয়ার ক্ষেত্রে কৃষকের সহজ প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে;
- প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষকের ক্ষমতায়ণ ও সুযোগ সৃষ্টির ফলে কৃষক সুফল পাচ্ছে;
- কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি;
- টেকসই উচ্চমূল্য ফসলের (হাই ভ্যালু ক্রপস্) উৎপাদন ও বাণিজ্যিকীকরণ বৃদ্ধি;
- উচ্চমূল্য ফসলের (হাই ভ্যালু ক্রপস) কর্তণোত্তর ক্ষতিসমূহ হ্রাস, কৃষিপণ্যের গুণগতমান বৃদ্ধি, মূল্য সংযোজন এবং বাজার দক্ষতা বৃদ্ধি;
- কৃষকদের আয় বৃদ্ধিতে সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং অংশগ্রহণকারী অংশীদারদের কারিগরী ক্ষমতা বৃদ্ধি;
- বানিজ্যিক কৃষির কর্মকান্ড সমূহে মহিলাদের অংশগ্রহণ/সম্পৃক্তা বৃদ্ধি;
- হাই ভ্যালু ক্রপস ফসল চাষের মাধ্যমে খাদ্য পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ;
- প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কৃষি অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতায়ন/ক্ষমতা বৃদ্ধি; এবং
- কৃষি-ভিত্তিক আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

৪.৪ ঝুঁকি (Threat)

সকল উন্নয়ন প্রকল্পেরই কিছু ঝুঁকি থাকে। এই সকল ঝুঁকি বিভিন্ন ধরনের বা প্রকৃতির হতে পারে। সম্ভাব্যতা সমীক্ষার সময়ে প্রকল্পের ঝুঁকি পরীক্ষা করে দেখে সে সব ঝুঁকি (যদি থাকে) নিরসন করার পরিকল্পনা সমীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করা একটি আগাম কৌশল হিসাবে স্বীকৃত। এই সকল সম্ভব্য ঝুঁকিগুলো যথাক্রমে:

- কৃষকের উৎপাদিত ফসলের সঠিক মূল্য না পাওয়া;
- উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণে স্থানীয় সমস্যা; এবং
- প্রকল্পভুক্ত ঋণের সুদের হার কৃষকের কাছে বেশী;

পঞ্চম অধ্যায়: সার্বিক পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা

প্রকল্পের বিভিন্ন প্রতিবেদন পর্যালোচনা, প্রকল্প পরিচালক, প্রকল্পের ঋণ কর্মকর্তা, উপজেলা পর্যায়ের কৃষি কর্মকর্তাগণের সাথে আলোচনা, মত বিনিময়, সরাসরি সাক্ষাৎকার, দলগত আলোচনা, বিশেষজ্ঞগণের পরামর্শসহ ও জরিপের তথ্যাদির ভিত্তিতে প্রাপ্ত সাধারণ পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা নিম্নে দেয়া হল:

৫.১ খাদ্য ও পুষ্টির নিরাপত্তা অর্জন টেকসই করা এবং কৃষকের পণ্যের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করার জন্য ফসল খাতের বহুমুখীকরণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এসসিডিপি কৃষকদের দ্বারা অতিরিক্ত এইচভিসি ফসল চাষের মাধ্যমে ফসলের বহুমুখীকরণ ত্বরান্বিত হয়েছে;

৫.২ স্বাস্থ্যকর ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষি পণ্যের মূল্য সংযোজনের জন্য কার্যক্রম জোরদার করা প্রয়োজন। অগ্রগতি ধরে রাখা নির্ভর করে চলমান কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া ও কৃষি পণ্যের আরও ভাল দাম নিশ্চিত করার সাথে সাথে কৃষকদের দ্বারপ্রান্তে ক্রমাগত সম্প্রসারণ পরিষেবা এবং গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করার ওপর;

৫.৩ এই প্রকল্প ধানভিত্তিক কৃষির তুলনায় জমি ব্যবহার, এইচভিসিগুলির উৎপাদন বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক উন্নতি করতে ভালভাবে সহায়তা করেছে;

৫.৪ ফসল কাটার পরের ক্ষতি (post-harvest loss) হ্রাস প্রকল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল, তবে এটি বাণিজ্যিকভাবে করার জন্য যন্ত্রপাতির কোনও ব্যবস্থা ছিল না;

৫.৫ এসসিডিপি কার্যক্রমের মাধ্যমে মহিলারা অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে লাভবান হয়েছিলেন। তাদের ১২-১৫% সরাসরি বাণিজ্যিক কৃষি কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিলেন;

৫.৬ এসসিডিপি খামার পরিবারগুলোতে শাকসবজি এবং ফল গ্রহণের ফলে তাদের পরিবারের পুষ্টি এবং আয় উভয়ই বেড়েছে। তাই এসসিডিপি কার্যক্রম কৃষকদের সামগ্রিক জীবন-জীবিকা (livelihoods) উন্নয়নে সহায়তা করেছিল;

৫.৭ কৃষকদের প্রশিক্ষণ, মাঠ দিবস, অনুপ্রেরণামূলক ভ্রমণ, কর্মশালা, প্রদর্শনী প্লট স্থাপন এবং প্রযুক্তির বিভিন্ন প্রশিক্ষণ সামগ্রী বিতরণের মাধ্যমে এইচভিসির প্রযুক্তি হস্তান্তর ত্বরান্বিত হয়েছে;

৫.৮ এসসিডিপি মাধ্যমে এইচভিসি চাষ সহজ হয়ে উঠেছে। যাইহোক, দল গঠনের বিলম্বের কারণে ঋণ বিতরণ দেরি হওয়াতে কিছুটা প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়েছিল। অতিরিক্ত সুদের হার (এসসিডিপি হিসাবে পিডি মতে এটি প্রায় ২৪% ছিল-decling rate এ) অনেক কৃষককে নিরুৎসাহিত করেছিল;

৫.৯ দু'টি মধ্যস্বত্বভোগী কমার্শিয়াল ব্যাংক যাদের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক ঋণের টাকা ব্র্যাকে দিয়েছিল তাদের কোন প্রয়োজন ছিল বলে মনে হয় নাই। এটা করাতে কৃষকের উপর ঋণের সুদ বেড়ে গিয়েছিল;

৫.১০ সময়মতো গুণগতমানের বীজ ও চারা সরবরাহ ছিল অপ্রতুল;

৫.১১ অনেক ক্ষেত্রে OFSSI এর অবস্থানগুলি উপযুক্ত স্থানে করা হয় নাই। পরিবহন ব্যবস্থা ও কুলিং চেম্বার ছিল না। যার জন্য কৃষকের পণ্যের সঠিক বাজার মূল্য পাওয়া পুরোপুরি অর্জিত হয়নি;

৫.১২ নিবিড় ফসল ও উৎপাদন বৃদ্ধির কারণে আরও বেশি মৌসুমী কর্মসংস্থান তৈরি হয়েছিল;

৫.১৩ প্রকল্পের তথ্য প্রযুক্তি এবং knowledge management ব্যবস্থা দুর্বল ছিল।

ষষ্ঠ অধ্যায়: সুপারিশমালা

বিশেষজ্ঞগণের পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনার ভিত্তিতে সুপারিশমালা নিম্নে দেয়া হল:

৬.১ এসসিডিপি কার্যক্রম প্রমাণ করেছে যে ক্রমবর্ধমান এইচভিসি উৎপাদনের মাধ্যমে কৃষকদের আয় ও জীবন-জীবিকা উন্নয়নে যথেষ্ট সহায়তা করেছিল। সুতরাং দীর্ঘমেয়াদে অনুরূপ প্রকল্প অদূর ভবিষ্যতে নেওয়া উচিত;

৬.২ বাজার মূল্য নিশ্চিত করার জন্য ব্লক আকারে এইচভিসি উৎপাদন করা যেতে পারে। মার্কেট চেইন নিশ্চিত করার জন্য পাইকারি ও খুচরা বাজারের মধ্যে সংযোগ রক্ষা প্রয়োজন। গ্রেডিং এবং উন্নত প্যাকেজিংসহ স্বল্প ভাড়ায় পরিবহনের ব্যবস্থা করা দরকার। এসমস্ত কাজ সমন্বয়ের জন্য ভবিষ্যতে প্রকল্পের প্রতিটি উপজেলাতে একজন করে **''মার্কেট ফোকাল পয়েন্ট''** পদ সৃষ্টি করা গুরুত্বপূর্ণ;

৬.৩. এ জাতীয় প্রকল্পের জন্য ক্রয় কার্যক্রম/নির্মাণ নীতি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করার জন্য জিওবি এবং উন্নয়ন সহযোগী (development partner) উভয় দ্বারা পর্যালোচনা করা উচিত, যাতে প্রকল্পটি উপকৃত হয় এবং অযথা সময় নষ্ট না হয়;

৬.৪. সময়মতো নির্দিষ্ট ফসলের মানসম্পন্ন বীজ/চারা সরবরাহের জন্য উপযুক্ত সরকারী ও বেসরকারী সংস্থাগুলির সাথে পূর্বেই চুক্তি করা উচিত বাজেট বরাদ্দসহ;

৬.৫. জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব (খরা, বন্যা, লবণাক্ততা, কীটপতঙ্গ) মোকাবেলায় উপযুক্ত ফসল/জাত উদ্ভাবনের জন্য কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সাথে চুক্তি করা উচিত এবং এজন্য বরাদ্দ রাখা উচিত;

৬.৬. প্রতিটি উপজেলা/জেলায় হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ, সরঞ্জাম ও প্রযুক্তির (আংশিক প্রনোদনা ও এবং সহজ শর্তে ঋণের মাধ্যমে) সহায়তায় কৃষকদের মধ্য থেকে বীজ উদ্যোক্তা তৈরি করা উচিত;

৬.৭. সহজ শর্তে আরও বেশি পরিমাণে ঋণের ব্যবস্থা করা উচিত, সুদের হার কম হওয়া উচিত (২-৩%)। ভবিষ্যতে প্রকল্পে সুদের হার কমানোর জন্য কোন মধ্যস্বত্বভোগী ব্যাংকের প্রয়োজন নেই। বরং বাংলাদেশ ব্যাংক টাকা সরাসরি বাস্তবায়নকারী সংস্থাকে দেয়ার ব্যবস্থা করতে পারে;

৬.৮. অধিক ফসল চাষের সময় সাশ্রয় (reducing turn around period), শ্রম ব্যয় হ্রাস এবং আয় বৃদ্ধির জন্য বীজ/চারা রোপণ, ফসল কাটা, মাড়াই, শুকানো, প্রক্রিয়াকরণের জন্য আরও আধুনিক যন্ত্রপাতি প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত;

৬.৯. কৃষকের পণ্যের আরও ভাল বাজার মূল্য নিশ্চিত করার জন্য OFSSI এর সংগে কুলিং চেম্বার এবং পরিবহনের ব্যবস্থা করা উচিত। প্রয়োজনে কিছু OFSSI কে নতুন জায়গায় স্থানান্তর করা যেতে পারে। OFSSI পরিচালরনার জন্য পাবলিক-প্রাইভেট চুক্তি করা যেতে পারে;

৬.১০. নিরাপদ খাদ্য, আইপিএম, টেকসই ফসল উৎপাদন, ভাল কৃষিতাত্ত্বিক উৎপাদন পদ্ধতি (Good Agronomic Practice), ভারসাম্যপূর্ণভাবে সার প্রয়োগ (জৈব এবং অজৈব উভয়) ইত্যাদি কৃষকের মাঝে সম্প্রসারণ করা উচিত;

৬.১১. ভবিষ্যতে প্রকল্পের ওয়েব সাইট জোরদার করে সেখানে সব ধরণের প্রযুক্তি তথ্য ও প্রশিক্ষণ সামগ্রী আপলোড করা প্রয়োজন।

সংযুক্তিসমূহঃ

সংযুক্তি ১ঃ প্রশ্নপত্র ও চেকলিস্ট ৭২

সংযুক্তি ২ঃ পরামর্শক ও সাপোর্ট স্টাফের তালিকা ১০০

সংযুক্তি ৩ঃ কৃষকের সফলতার গল্প (Success Story) ১০২

সংযুক্তি ৪ঃ যানবাহন ও যন্ত্রপাতি বরাদ্দের তালিকা ১০৭

ফরম ক: মাঠ জরিপ (উপকারভোগী কৃষক)

"২য় শস্য বহুমুখীকরণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)"

উদ্যোগী মন্ত্রণালয়: কৃষি মন্ত্রণালয়, বাস্তবায়নকারী সংস্থা: কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, লীড এজেন্সী ও বাংলাদেশ ব্যাংক, ক্রেডিট কম্পোনেন্ট

মাঠ পর্যায়ে প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে উপকারভোগী কৃষকদের খানা জরিপ প্রশ্নমালা
(উত্তরদাতা অবশ্যই কৃষক হতে হবে যিনি প্রকল্পের সাথে সংযুক্ত)

কেস নং: | | | | |

আস্সালামুআলাইকুম/আদাব। কৃষি মন্ত্রণালয়ের কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ ও বাংলাদেশ ব্যাংক ২০১০-২০১৭ সাল পর্যন্ত দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের ২৭টি জেলার ৫২টি উপজেলায় "২য় শস্য বহুমুখীকরণ প্রকল্প" বাস্তবায়ন করেছে। প্রকল্পটির (SCDP) মূল লক্ষ্য হ'ল উচ্চ মূল্যের ফসল উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে কৃষকদের আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন করা। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের আইএমইডি (IMED) সমাপ্তকৃত প্রকল্পটির প্রভাব মূল্যায়ন অর্থাৎ সাফল্য ও ব্যর্থতা তুলে ধরার জন্য ক্রিয়েটিভ কনসালটেন্ট-কে নিয়োগ করেছে। ক্রিয়েটিভ কনসালটেন্ট এর পক্ষ থেকে আমরা প্রকল্প এলাকায় মাঠ পর্যায়ে মূল্যায়ন জরিপের কাজ করছি। এই মূল্যায়ন জরিপের মাধ্যমে প্রকল্পের কার্যক্রম সঠিকভাবে সুসম্পন্ন হয়েছে কিনা, প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে বছরব্যাপী ফসলের বাড়তি উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ ও আয় বৃদ্ধিতে তার প্রতিফলন ঘটেছে কিনা, কৃষকের দারিদ্র বিমোচনে কতটুকু কার্যকরি ভূমিকা রেখেছে এবং প্রকল্পটির সার্বিক ভাল ও খারাপ দিক পর্যালোচনা করা হবে। এই মূল্যায়নের সুপারিশসমূহ পরবর্তী কৃষি উন্নয়ন কর্মকান্ডে ব্যবহার করা হবে। এ প্রসঙ্গে আপনি অনুগ্রহপূর্বক আপনার মূল্যবান তথ্য দিয়ে এ কাজে অবদান রাখতে পারেন। এজন্য আপনার সাথে আমি কিছুক্ষণ আলাপ করব। আশা করি আপনি এইটুকু সময় এবং সঠিক উত্তর দিয়ে আমাকে সহযোগিতা করবেন। আপনার মতামত শুধুমাত্র এই গবেষণার কাজে ব্যবহৃত হবে এবং আপনার নাম ও প্রদেয় তথ্য সম্পূর্ণ গোপন রাখা হবে। আপনার অনুমতি পেলে আমরা কাজ শুরু করতে পারি।

আপনাকে ধন্যবাদ।

জরিপের স্থান :

জেলা	কোড		উপজেলা	কোড

ক. উত্তরদাতার পরিচিত:

১.	উত্তরদাতার পরিচিতি ঃ		
১.১.	উত্তরদাতার নাম :	১.২. লিঙ্গ: (১=পুরুষ; ২=মহিলা)	১.৩. বয়স:
১.৪.	ঠিকানা: গ্রাম:	১.৫. ইউনিয়ন:	
১.৬.	শিক্ষাগত যোগ্যতা:	১.৭.উত্তরদাতার ধরন: (কোড: ১=প্রান্তিক কৃষক; ২=মাঝারি কৃষক; ৩=ক্ষুদ্র কৃষক)	
১.৮.	উত্তরদাতার প্রধান পেশা:	১.৯. উত্তরদাতার সহযোগী পেশা:	
	পেশার কোড: ১=কৃষি, ২=প্রস্তুতকারক (ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প), ৩=ব্যবসা, ৪=চাকুরি, ৫=নির্মাণ/মেরামত, ৬=শ্রমিক (কৃষি ও অকৃষি), ৭=অবসরপ্রাপ্ত, ৮=ছাত্রছাত্রী, ৯=গৃহকর্ম, ১০=বেকার, ১১=প্রযোজ্য নয়, ১২=অন্যান্য (উল্লেখ করুন):.....		
১.১০.	উত্তরদাতার বৈবাহিক অবস্থা: (কোড: ১=বিবাহিত; ২=অবিবাহিত; ৩=বিধাব/তালাকপ্রাপ্ত/পৃথক	১.১১.উত্তরদাতার সন্তান সংখ্যা:	
১.১২.	উত্তরদাতার স্বামী/স্ত্রী নাম:	১.১৩. স্বামী/স্ত্রীর বয়স:	
১.১৪.	স্বামী/স্ত্রী প্রধান পেশা:	১.১৫. স্বামী/স্ত্রী সহযোগী পেশা:	
	পেশার কোড: ১=কৃষি, ২=প্রস্তুতকারক (ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প), ৩=ব্যবসা, ৪=চাকুরি, ৫=নির্মাণ/মেরামত, ৬=শ্রমিক (কৃষি ও অকৃষি), ৭=অবসরপ্রাপ্ত, ৮=ছাত্রছাত্রী, ৯=গৃহকর্ম, ১০=বেকার, ১১=প্রযোজ্য নয়, ১২=অন্যান্য (উল্লেখ করুন):.....		
১.১৬.	স্বামী/স্ত্রী প্রধান পেশা:	১.১৭. স্বামী/স্ত্রী সহযোগী পেশা:	
১.১৮.	পরিবারের সদস্য সংখ্যা: ১. পুরুষ সদস্য	. মহিলা সদস্য	মোট সদস্য

খ. আর্থ-সামাজিক অবস্থা:

২.	বাড়ির বসত ঘরের ধরন: ক. সংখ্যা:		খ. ঘরের ধরন:		
	কোড: ১=পাকা দালান: ইটের দেয়াল ও ছাদ ঢালাই, ২=আধা-পাকা দালান: ইটের দেয়াল ও ছাদ টিন শেড, ৩=আধা কাঁচা-পাকা: দেয়াল মাটি/বাঁশ এবং ছাদ টিনের, ৪=কাঁচা: দেয়াল এবং ছাদ খড়, বাঁশ, পাতা, মাটি, ৫=অন্যান্য (উল্লেখ করুন):..				
৩.	আপনার পরিবারের উৎপাদিত খাদ্য (ধান ও গম) সারা বছরের প্রয়োজনের তুলনায় কেমন?				
	কোড: (১=উদ্বৃত্ত; ২=সামান; ৩=ঘাটতি)	প্রকল্পের পূর্বে:	প্রকল্পের সময়:	বর্তমানে:	
	ক. ঘাটতি হলে, উৎপাদিত খাদ্যে বছরের কত মাস চলে?	প্রকল্পের পূর্বে:	প্রকল্পের সময়:	বর্তমানে:	
৪.	আপনার পরিবারের খাদ্য নিরাপত্তার অবস্থা কেমন?				
	কোড: (১=উদ্বৃত্ত; ২=সামান; ৩=ঘাটতি)	প্রকল্পের পূর্বে:	প্রকল্পের সময়:	বর্তমানে:	
	ক. ঘাটতি হলে, বৎসরে কত মাস ঘাটতি থাকে (লিখুন)	প্রকল্পের পূর্বে:	প্রকল্পের সময়:	বর্তমানে:	
৫.	পানীয় পানির উৎস কি? (১=নলকূপ; ২=কুয়া; ৩=নদী; ৪=পুকুর; ৫=অন্যান্য (উল্লেখ করুন):.......................				
৬.	স্যানিটেশনের অবস্থা/স্থান (১=স্যানিটারী; ২=কাঁচা; ৩=খোলা জায়গা; ৪=অন্যান্য (উল্লেখ করুন):.......................				
৭.	চিকিৎসার অবস্থা (১=পীর/ফরিক; ২=গাছ-গাছড়া; ৩=হোমিওপ্যাথি; ৪=এমবিবিএস ডাক্তার; ৫=পল্লী চিকিৎসক; ৬=ঔষধের দোকান; ৭=অন্যান্য (উল্লেখ করুন):..				
৮.	খানার জমির পরিমাণ				

ক্রমিক নং	বিষয়	জমির পরিমাণ (একর)/ শতাংশ	
		প্রকল্পের পূর্বে	বর্তমানে
১	বসত ভিটা		
২	আবাদী জমি/কৃষি জমি		
৩	পুকুর/ডোবা		
৪	পতিত ভিটা জমি		
৫	নিজ মালিকানাধীন কৃষি জমি		
৬	লিজ/ভাড়া/বন্ধক নেয়া কৃষি জমি		
৭	লিজ/ভাড়া/বন্ধক দেয়া কৃষি জমি		
৮	কৃষিযোগ্য পতিত জমি		
৯	ফলের বাগান		
৯	অন্যান্য (উল্লেখ করুন):...		
	মোট জমি		

৯. পরিবারে চাষের জমির পরিমাণ ও বৎসরে কতবার চাষ করা হয়?

ক্রম নং	জমির ব্যবহারের ধরন	চাষকৃত জমির মোট পরিমাণ (একর)		
		প্রকল্পের পূর্বে	প্রকল্পের সময়	বর্তমানে
১	১ ফসলী			
২	২ ফসলী			
৩	৩ ফসলী			
	মোট			

১০. আপনার কি কি গৃহপালিত পশু আছে (সংখ্যায় লিখুন)

ক্রম নং	পশুপাখির নাম	প্রকল্পের পূর্বে: ২০১০ এর আগে (সংখ্যা)	বর্তমানে (সংখ্যা)
১	গরু/মহিষ		
২	ছাগল/ভেড়া		
৩	হাঁস/মুরগী/কবুতর		
৪	ঘোড়া		
৫	অন্যান্য (উল্লেখ করুন)		

১১. আপনি/আপনার পরিবার কি কি ফসল চাষ করতেন বা করেন (প্রকল্পের পূর্বে ও বর্তমানে)?

	প্রকল্পের পূর্বে: ২০১০ সালের পূর্বে কি কি ফসল চাষ করতেন?									
	বর্তমানে: ২০১৯ সালে কি কি ফসল চাষ করেছেন?									
	কোড: ১=ধান (বোরো/আউশ/আমন); ২=পাট; ৩=ডাল (মসুরী/ মুগ/ মাসকালাই/ ছোলা/ .....); ৪=সব্জি (টমেটো / লাউ/ করলা / বেগুন / দেশী সিম / ঢেড়শ / পটল / .....); ৫=মশলা জাতয়ী শস্য (সরিষা/ তিল/ পিঁয়াজ/ মরিচ/ রসুন / হলুদ / আদা/ পিঁয়াজ বীজ বা চারা/.....); ৬=ফল (কলা/ পেঁপে/ পেয়ারা/ আম/ লিচু/ কুল/বরই/আপেল কুল / নারিকেল/ আমড়া/গোল্ডেন আপেল / মালটা (মিষ্টি কমলা) / তরমুজ / কমলা/ .....); ৭=ফুল (রজনীগন্ধা/ গ্লাডিওলাস/.....); ৮=ঔষধি ফসল (.....); ৯= মাশরুম; ১০. ভূট্টা ; ১১. আলু; ১২= অন্যান্য (উল্লেখ করুন).....									

১২.	আপনার পরিবারে কৃষিখাত থেকে মোট বার্ষিক আয় কত? (টাকা)		
	প্রকল্পের পূর্বে (২০১০ এর আগে)	প্রকল্পের সময় (২০১৭)	বর্তমানে

১৩.	আপনার পরিবারে অন্যান্য/অকৃষি খাত থেকে বার্ষিক আয় কত? (টাকা)				
	ক্রমিক নং	উৎস	প্রকল্পের পূর্বে (২০১০ এর আগে)	প্রকল্পের সময় (২০১৭)	বর্তমানে
	১	চাকরি			
	২	ব্যবসা			
	৩	বাসায় কাজ			
	৪	অন্যের বাসায় কাজ			
	৫	কুটির শিল্প			
	৬	খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ			
	৭	রেমিটেন্স			
	৮	অনুদান			
	৯	অন্যান্য (উল্লেখ করুন)			
	অন্যান্য/অকৃষি খাত থেকে মোট আয়				

১৪.	গত তিন বছরে আপনার কৃষি থেকে একং অন্যান্য খাত থেকে আয় কত টাকা?			
	আয়ের উৎস	২০১৭ সালে	২০১৮ সালে	২০১৯ সালে
	কৃষি খাত			
	কৃষি বহির্ভূত অন্যান্য খাত			

১৫.	আপনার পরিবারে বছরে খাত ওয়ারী ব্যয় কত? (টাকা)				
	ক্রমিক নং	উৎস	প্রকল্পের পূর্বে (২০১০ এর আগে)	প্রকল্পের সময় (২০১৭)	বর্তমানে
	১	খাদ্য			
	২	বস্ত্র			
	৩	আসবাবপত্র			
	৪	ঘর তৈরি ও মেরামত			
	৫	চিকিৎসা			
	৬	শিক্ষা			
	৭	অন্যান্য (উল্লেখ করুন)			
		পরিবারে বছরে মোট ব্যয়			

১৬.	আপনার পরিবারে বার্ষিক সঞ্চয় কত?	প্রকল্পের পূর্বে: ২০১০ এর আগে (টাকা)	বর্তমানে (টাকা)

গ. কৃষক দল গঠন ও অন্তর্ভুক্তি বিষয়ক প্রশ্নাবলী:		
১৭.	আপনার এলাকায় ২য় শস্য বহুমুখীকরণ (SCDP) প্রকল্পের আওতায় ক্ষুদ্র কৃষক দল গঠিত হয়েছিল কি? (১=হাঁ; ২=না)	
১৭.১.	হ্যাঁ হলে, কতটি ক্ষুদ্র কৃষক দল (এসএফজি) গঠিত হয়েছিল?	
১৮.	আপনি কি SCDP প্রকল্পের ক্ষুদ্র কৃষক দলের সদস্য ছিলেন? (১=হাঁ; ২=না)	
১৭.১.	হ্যাঁ হলে, আপনার কৃষক দলের নাম কি?	
১৭.২.	আপনার দলের সদস্য সংখ্যা কতজন? পুরুষ:.....জনমহিলা: .....জন মোট:	
১৯.	প্রকল্পের আওতায় আপনার এলাকায় কোন মহিলা কৃষক দল গঠিত হয়েছিল কি? (১=হাঁ; ২=না)	
২০.	কোন প্রতিষ্ঠান এই ক্ষুদ্র কৃষক দল গঠন করেছিলেন?	

২১.	এই ক্ষুদ্র কৃষক দল গঠনের উদ্দেশ্য কি ছিল? .....
২২.	আপনার এলাকায় অন্য কোন কৃষক সংগঠন আছে কি? (১=হাঁ; ২=না)
২২.১.	হ্যাঁ হলে, কৃষক সংগঠনগুলোর নাম কি?
	১. FGSSI ☐ ২. IPM ক্লাব ☐ ৩. CIG ☐ ৪. FIAC ☐ ৫. অন্যান্য..... ☐
২৩.	আপনার কৃষক দলের মহিলা ও পুরুষ সদস্যরা কি উচ্চ মূল্য ফসল (High Value Crop) চাষ করেন? (১=হাঁ; ২=না)
২৩.১.	হ্যাঁ হলে, কি কি উচ্চমূল্য ফসল চাষ করেছেন/করেন? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
	কোড: ১=টমেটো; ২=লাউ; ৩=করলা; ৪=বেগুন; ৫=দেশী সিম; ৬=ঢেড়শ;৭=পটল;৮=মাশরুম;৯=আম; ১০=কলা;১১=পেয়ারা; ১২=লিচু; ১৩=কুল/বরই/আপেল কুল; ১৪=নারিকেল; ১৫=আমড়া/গোল্ডেন আপেল; ১৬=পেঁপে; ১৭=মালটা (মিষ্টি কমলা); ১৮=তরমুজ; ১৯=কমলা; ২০=পিঁয়াজ; ২১=কাঁচা মরিচ; ২২=রসুন; ২৩=হলুদ; ২৪=আদা; ২৫=পিঁয়াজ বীজ/চারা; ২৬=রজনীগন্ধা; ২৭=গ্লাডিওলাস; ২৮=ভূট্টা; ২৯=আলু; ৩০. অন্যান্য.....

ঘ. কৃষক প্রশিক্ষণ বিষয়ক প্রশ্নাবলী

২৪.	SCDP প্রকল্প থেকে উচ্চমূল্য ফসল চাষের জন্য কোন প্রশিক্ষণ পেয়েছেন কি? (১=হ্যাঁ; ২=না) ☐
২৪.১.	হাঁ হলে, কয়বার প্রশিক্ষণ পেয়েছেন : .....
২৪.২.	কোন্ প্রতিষ্ঠান প্রশিক্ষণ দিয়েছে?
	১. ডিএই ☐ ২. এনজিও ☐ ৩. অন্যান্য (উল্লেখ করুন)..... ☐
২৪.৩.	কি কি বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ পেয়েছেন, এবং কোথায় প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে?

	বিষয়		মেয়াদ (দিন)	প্রশিক্ষণের স্থান	
	১. উচ্চমূল্য ফসল উৎপাদন			প্রতিষ্ঠানে	গ্রামে
	২. বসত বাড়িতে সবজি ও ফল উৎপাদন				
	৩. ফসল মাড়াই ও সংরক্ষণ				
	৪. প্রর্দশনী স্থাপন				
	৫. কমিউনিটি সহায়তা				
	৬. জেন্ডার সচেতনতা (অ্যাওয়ারনেস) বৃদ্ধি				
	৭. লিডারশীপ ডেভেলপমেন্ট				
	৮. ক্লাইমেট চেঞ্জ এ্যাডাপটেশন				
	৯. পোস্ট হারভেস্ট ম্যানেজমেন্ট (ফসল সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা)				
	১০. শস্য উৎপাদন প্রযুক্তি				
	১১. শস্য সংরক্ষণ প্রযুক্তি				
	১২. শস্য প্রক্রিয়াকরণ প্রযুক্তি				
	১৩. বিপণন প্রক্রিয়া				
	১৪. মূল্য সংযোজন প্রযুক্তি				
	১৫. গ্রেডিং				
	১৬. প্যাকিং				
	১৮. সেচ ব্যবস্থাপনা				
	১৯. দল গঠন				
	২০. দল ব্যবস্থাপনা				
	২১. সঞ্চয় ব্যবহার				
	২২. ঋণের ব্যবহার				
	২৩. আর্থিক লেনদেন				
	২৪. হিসাব রক্ষণ				
	২৫. ঋণের উপযুক্ত ব্যবহার				
	২৬. অন্যান্য (উল্লেখ করুন)				

২৫.	প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান আপনি মাঠে কি পরিমাণে ব্যবহার করছেন? (১=সম্পূর্ণ; ২=আংশিক; ৩=প্রয়োগ করিনি) ☐	
২৫.১.	আংশিক প্রয়োগ/একেবারে প্রয়োগ না করলে কারণ বলুন (টিক চিহ্ন দিন):	
	১. অর্থের অভাব ☐	৬. গুদামজাতকরণের সমস্যা ☐
	২. ব্যাংক ঋণের অভাব ☐	৭. বাজারজাতকরণের সমস্যা ☐

	৩. ঋণের অর্থ পর্যাপ্ত নয়		৮. যানবাহনের সমস্যা	
	৪. আমার পছন্দমত শস্য বিন্যাস অনুসরণে ব্যাঘাত ঘটায়		৯. স্থানীয় বাজারে উৎসাহিত ফসলের চাহিদা কম	
	৫. লাভজনক নয়		১০. অন্যান্য (উল্লেখ করুন)	
২৬.	উচ্চমূল্য ফসল চাষাবাদের ক্ষেত্রে আপনার প্রশিক্ষণ থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান যথেষ্ট কি? (১=হ্যাঁ; ২=না)			
২৬.১.	না হলে, কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে আপনার আরও প্রশিক্ষণ প্রয়োজন? (টিক চিহ্ন দিন):			
	১. বীজ নির্বাচন		৮. আইপিএম প্রশিক্ষণ	
	২. বীজ শোধন		৯. ফসল কাটা ও মাড়াই	
	৩. ফসলভিত্তিক জমি তৈরি		১০. গুদামজাতকরণ	
	৪. ফসলের চারা উৎপাদন		১১. বাজারজাতকরণ	
	৫. সার প্রয়োগ		১২. ফসল কাটার পরবর্তী ব্যবস্থাপনা	
	৬. সেচ ব্যবস্থাপনা		১৩. অন্যান্য (উল্লেখ করুন)	
	৭. রোগ-বালাই দমন			
২৭.	প্রকল্প থেকে আপনার পরিবারের মহিলারা কোন প্রশিক্ষণ পেয়েছেন কি ? (১=হ্যাঁ; ২=না)			
২৭.১.	হাঁ হলে, কয়বার প্রশিক্ষণ পেয়েছেন :			
২৮.	প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ পাওয়ার ফলে আপনার ফসলের ফলন বৃদ্ধি পেয়েছে কি ? (১=হ্যাঁ; ২=না)			
২৯.	প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ পাওয়ার ফলে কৃষি পণ্য বাজারজাতকরণে কোন সুবিধা হয়েছে কি ? (১=হ্যাঁ; ২=না)			
৩০.	প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ পাওয়ার ফলে আপনার ফলন ও আয় বৃদ্ধি পেয়েছে কি ? (১=হ্যাঁ; ২=না)			
৩১.	প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ পাওয়ার ফলে আপনার ফসল সংগ্রহোত্তর ক্ষতি কমেছে কি ? (১=হ্যাঁ; ২=না)			
৩১.১.	হ্যাঁ হলে, শতকরা কতভাগ (%) ফসল সংগ্রহোত্তর ক্ষতি কমেছে :			

ঙ. মাঠ দিবস ও মোটিভেশনাল ট্যুর-এ অংশগ্রহণ বিষয়ক প্রশ্নাবলী:		
৩২.	আপনি কয়টি মাঠ দিবসে অংশগ্রহণ করেছেন ? .....টি	
৩৩.	আপনি মোটিভেশনাল ট্যুরে অংশগ্রহণ করেছেন ? .....টি	
৩৪.	মাঠ দিবসে মোটিভেশনাল ট্যুরে অংশগ্রহণ করে আপনার কোন লাভ হয়েছে কি? (১=হ্যাঁ; ২=না)	
৩৫.১.	হাঁ হলে, কি ধরণের লাভ হয়েছে উল্লেখ করুন :	
৩৫.	এই প্রযুক্তি গ্রহণ করার ফলে ক্ষরা, অতিবৃষ্টি, বন্যা ইত্যাদি থেকে বাঁচার কোন উপায় খুঁজে পেয়েছেন কি ? (১=হ্যাঁ; ২=না)	
৩৫.১.	হাঁ হলে, বিস্তারিত বলুন :	

চ. উচ্চ মূল্য ফসল (হাই ভ্যালু ক্রপ) উৎপাদন বিষয়ক তথ্য				
৩৬.	আপনি উচ্চমূল্য ফসল চাষে কিভাবে উৎসাহিত হলেন? (১=প্রকল্পের মাধ্যমে; ২=অন্যান্য কৃষকের মাধ্যমে; ৩=গণ মাধ্যম; ৪=এনজিওর উদ্যোগ; ৫=অন্যান্য (উল্লেখ করুন):.....			
৩৭.	হাই ভ্যালু ফসলের চাষ করার জন্য কি কেউ আপনাকে পরামর্শ দিয়েছেন? (১=হ্যাঁ; ২=না)			
৩৭.১.	হাঁ হলে কে পরামর্শ দিয়েছেন তার এবং প্রকল্পের নাম বলুন			
৩৮.	আপনি/আপনার পরিবারের সদস্যগণ উচ্চমূল্য ফসল উৎপাদনে অন্যান্য ফসলের চেয়ে কতভাগ বেশী সময় দিয়ে থাকেন?			
	ক্রমিক নং	সময়	পুরুষ	মহিলা
	১	মৌসুমে		
	২	গরম মৌসুমে		

৩৯.	আপনার পরিবারে প্রকল্পের পূর্বে, প্রকল্পের সময় ও বর্তমানে উচ্চমূল্যের ফসল উৎপাদনের হিসাব বিষয়ক তথ্য দিন?							
	ক্রমিক নং	উচ্চমূল্য ফসলের নাম	প্রকল্পের পূর্বে (২০১০ এর আগে)		প্রকল্পের সময় (২০১৭)		বর্তমানে	
			আবাদকৃত জমির পরিমাণ (একর)	একর প্রতি ফলন (কেজি)	আবাদকৃত জমির পরিমাণ (একর)	একর প্রতি ফলন (কেজি)	আবাদকৃত জমির পরিমাণ (একর)	একর প্রতি ফলন (কেজি)
	১	টমেটো						
	২	লাউ						
	৩	করলা						
	৪	বেগুন						
	৫	দেশী সিম						
	৬	ঢেড়শ						
	৭	পটল						
	৮	মাশরুম						
	৯	আম						
	১০	কলা						
	১১	পেয়ারা						
	১২	লিচু						
	১৩	কুল/বরই/আপেল কুল						
	১৪	নারিকেল						
	১৫	আমড়া/গোল্ডেন আপেল						
	১৬	পেঁপে						
	১৭	মালটা (মিষ্টি কমলা)						
	১৮	তরমুজ						
	১৮	কমলা						
	১৯	পিঁয়াজ						
	২০	কাঁচা মরিচ						
	২১	রসুন						
	২২	হলুদ						
	২৩	আদা						
	২৫	পিঁয়াজ বীজ/চারা						
	২৬	রজনীগন্ধা						
	২৯	গ্লাডিওলাস						
	৩০	ভূট্টা						
	৩১	আলু						
	৩২	অন্যান্য (উল্লেখ করুন)						

৪০.	উচ্চমূল্য ফসল চাষে আপনি কি কি নতুন ও অতিরিক্ত উদ্যোগ নিয়েছেন? (১=উন্নত প্রযুক্তি; ২=বেশী অর্থ বিনিয়োগ; ৩=বেশী শ্রম; ৪=উন্নত প্রশিক্ষণ; ৫=উন্নত বাজার ব্যবস্থা; ৬=অন্যান্য (উল্লেখ করুন):.....				

৪১.	আপনি চাষের জন্য কি কি সরঞ্জাম ব্যবহার করেন? (টিক দিন)			
	ক্রমিক নং	কৃষি সরঞ্জাম	প্রকল্পের পূর্বে (২০১০ এর আগে)	বর্তমানে
	১	সেচ যন্ত্র		
	২	ট্রাক্টর		
	৩	পাওয়ার টিলার		
	৪	বীজরোপন যন্ত্র		
	৫	নিড়ানী		
	৬	স্প্রেয়ার		
	৭	ফসল কাটার যন্ত্র		
	৮	ফসল মাড়াই যন্ত্র		
	৯	অন্যান্য (উল্লেখ করুন)		

৪২.	আপনি উচ্চমূল্য ফসল উৎপাদনের প্রয়োজনীয় উপকরণ পান কি? (কোড: ১=পর্যাপ্ত; ২=অপর্যাপ্ত; ৩=খুব কম)

	ক্রমিক নং	উপকরণ	প্রকল্পের পূর্বে (২০১০ এর আগে)	প্রকল্পের সময় (২০১৭)	বর্তমানে
	১	বীজ			
	২	সার			
	৩	জ্বালানী			
	৪	কীটনাশক			
	৫	ঋণ			

৪৩.	আপনার পরিবারের উচ্চমূল্য ফসল থেকে মোট বাৎসরিক আয় কত টাকা?		
	প্রকল্পের পূর্বে (২০১০ এর আগে)	প্রকল্পের সময়	বর্তমানে
৪৪.	উচ্চমূল্য ফসল (হাই ভ্যালু ফসলের) চাষ করে আপনি কি আশানুরুপ লাভ পাচ্ছেন?	(১=হ্যাঁ; ২=না)	
৩৫.১.	হাঁ হলে তা আগের তুলনায় বৎসরে কতটাকা বেশী ? টাকা		
৪৫.	এই প্রকল্পের আওতায় উপকারভোগী হিসেবে আপনার ফসলের কোন ফলন বৃদ্ধি পেয়েছে কি ?	(১=হ্যাঁ; ২=না)	
৩৬.১.	হ্যাঁ হলে, এক শতাংশ জমিতে কত কেজি বৃদ্ধি পেয়েছে ? .....কেজি		
৪৬.	এই ফলন বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে আপনার আয় বৃদ্ধি পেয়েছে কি?	(১=হ্যাঁ; ২=না)	
৪৬.১.	হ্যাঁ হলে, আয় কতটুকু বৃদ্ধি পেয়েছে ? .....টাকা		
৪৭.	উচ্চমূল্য ফসল চাষের ক্ষেত্রে আপনার অসুবিধাসমূহ কি কি?		

	অসুবিধাসমূহ	প্রকল্পের পূর্বে	বর্তমানে	অসুবিধাসমূহ	প্রকল্পের পূর্বে	বর্তমানে
	১. অর্থাভাব			৯. পর্যাপ্ত পরিমাণ প্রত্যায়িত বীজের অভাব		
	২. শ্রমঘন পদ্ধতি			১০. অসাধু বীজ ব্যবসা		
	৩. শ্রমিকের অভাব			১১. পরিবহন সমস্যা		
	৪. ব্যয়বহুল পদ্ধতি			১২. গুদামজাতকরণের অভাব		
	৫. ঋণের অভাব			১৩. বাজারজাতকরণের সমস্যা		
	৬. প্রযুক্তি জ্ঞানের অভাব			১৪. অপর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ		
	৭. সম্প্রসারণ কর্মীর অপ্রতুল সহায়তা			১৫. অলাভজনক		
	৮. নির্ভরযোগ্য চারা/বীজের অভাব			১৬. অন্যান্য (উল্লেখ করুন)		

৪৮.	উৎপাদিত পণ্য বিপণনে কি কি সমস্যার সম্মুখীন হন? (১=বাজার দূরে; ২=পরিবহন ব্যবস্থা খারাপ; ৩=পরিবহন খরচ বেশি; ৪=টোল বেশি; ৫=অন্যান্য (উল্লেখ করুন):.....				
৪৯.	সংশ্লিষ্ট সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত সহায়তার মাধ্যমে আপনাদের উচ্চমূল্য ফসল উৎপাদনে আশানুরূপ ফল পয়েছেন কি? (১=হ্যাঁ; ২=না)				
৫০.	আপনি সংগঠন ছাড়া চাষাবাদ ও উৎপাদন সংক্রান্ত তথ্যাবলী কার কাছ থেকে পান? (টিক চিহ্ন দিন)				
	১. উপ-সহকারী কৃষি অফিসার		৫. খবরের কাগজ/ম্যাগাজিন		
	২. এনজিও প্রতিনিধি		১. কৃষক		
	৩. ব্যবসায়ী		২. প্রতিবেশী/আত্মীয়		
	৪. রেডিও-টিভি		৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন)		
৫১.	আপনি উচ্চমূল্য ফসল উৎপাদনে সমন্বিত বালাই দমন (আইপিএম) ব্যবস্থাপনা অনুসরণ করেন কি? (১=হ্যাঁ; ২=না)				
৪২.১.	না হলে, কারণ উল্লেখ করুন? (টিক চিহ্ন দিন)				
	১. প্রশিক্ষণের অভাব		৪. আবাদী জমির পরিমাণ এত বেশি নয়		
	২. অর্থাভাব		৫. দক্ষ শ্রমিকের অভাব		
	৩. কারিগরী সহায়তার অভাব		৬. অন্যান্য (উল্লেখ করুন)		
৫২.	উচ্চমূল্য ফসল চাষের ক্ষেত্রে আপনার অভিমত কি? (১=লাভজনক; ২=অলাভজনক)				
৪৩.১.	লাভজনক হলে, কেন লাভজনক উল্লেখ করুন: (টিক চিহ্ন দিন)				
	১. ফলন বেশি হয়		৫. উপকরণ কম লাগে		
	২. রোগ-বালাই কম হ		৬. স্বাদ ভাল		
	৩. বাজারে চাহিদা বেশি		৭. বাজারজাতকরণে সুবিধা		

	৪. বাজার মূল্য বেশি		৮. অন্যান্য (উল্লেখ করুন)	
৪৩.২.	অলাভজনক হলে, কেন অলাভজনক উল্লেখ করুন: (টিক চিহ্ন দিন)			
	১. সঠিক উৎপাদন পদ্ধতি জানা নাই		৬. বাজারজাতকরণে সমস্যা	
	২. ভাল বীজের অভাব		৭. গুদামজাতকরণের সমস্যা	
	৩. বাজার মূল্য উঠানামা করে		৮. যানবাহনের সমস্যা	
	৪. খরচ বেশি হয়		৯. অন্যান্য (উল্লেখ করুন)	
	৫. সঠিক মূল্য পাওয়া যায় না			
৫৩.	প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ শেষে আপনার পরিবারের কোন সদস্য এই লব্ধ জ্ঞানের জন্য অন্যত্র কেউ কোন কাজ/ চাকুরী পেয়েছেন কি? (১=হ্যাঁ; ২=না)			

ছ. প্রযুক্তি হস্তান্তর বিষয়ক প্রশ্নাবলী				
৫৪.	এই প্রকল্প থেকে আপনি কি কোন প্রযুক্তি পেয়েছেন? (১=হ্যাঁ; ২=না)			
৫৪.১.	হ্যাঁ হলে, কি কি প্রযুক্তি পেয়েছেন?			
	১. বারি মালটা-১		৫. কলার টিস্যু কালচার	
	২. বারি মালটা-২		৬. ঔষধি গাছ	
	৩. বারি/থাই পেয়ারা		৭. অন্যান্য (উল্লেখ করুন)	
	৪. ফুল (গ্লাডিওলাস/রজনীগন্ধা)			
৫৫.	এই প্রকল্পের ফসল চাষ করার ফলে আপনি পোকা-মাকড়, রোগ-বালাই মোকাবেলা করার কোন পদ্ধতি খুঁজে পেয়েছেন কি ? (১=হ্যাঁ; ২=না)			
৫৫.১.	হাঁ হলে, বিস্তারিত বলুন:			
৫৬.	আপনি যেসব উচ্চমূল্য ফসল উৎপাদন করেছেন তার বীজ রেখেছেন কি ? (১=হ্যাঁ; ২=না)			

জ. কৃষি ঋণ বিষয়ক প্রশ্নাবলী:						
৫৭.	উচ্চমূল্য ফসল (হাই ভ্যালু ক্রপ) উৎপাদনের জন্য আপনি কোন ঋণ পেয়েছেন বা নিয়েছেন কি? (১=হ্যাঁ; ২=না)					
৫৭.১.	হ্যাঁ হলে, এ যাবত মোট কত টাকা নিয়েছেন: .....টাকা					
৫৭.২.	ঋণ পেতে কোন অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিলেন কি? (১=হ্যাঁ; ২=না)					
৫৭.৩.	অসুবিধাসমূহ কি কি? (কোড: ১=সময়মত ঋন পাই নাই; ২=দল গঠনে বিলম্ব; ৩=এনজিও কর্মীর অসহযোগিতা; ৪= অন্যান্য (উল্লেখ করুন):.....					
৫৭.৪.	কত বছর মেয়াদী ঋণ নিয়েছিলেন? .....বছর					
৫৮.	সর্বশেষ কত টাকা কোথা থেকে গ্রহণ করেছেন?					

	ক্রম নং	ঋণ প্রদানকারী সংস্থার নাম	ঋণের পরিমাণ (টাকা)
	১		
	২		
	৩		
	৪		

৫৮.১. ঋণের টাকা কি কি কাজে কত টাকা ব্যয় করেছেন?

ক্রম নং	কাজের নাম	টাকার পরিমাণ (টাকা)	ক্রম নং	কাজের নাম	টাকার পরিমাণ (টাকা)
১	জমি প্রস্তুত ও সেচ		৯	খাবার ক্রয়	
২	বীজ ও সার ক্রয়		১০	ঔষধ ক্রয়	
৩	কীটনাশক		১১	লোখাপড়ার খরচ	
৪	ফসল কাটা ও মাড়াই		১২	ছেলেমেয়ের বিয়ে	
৫	গবাদি পশু ক্রয়		১৩	চিকিৎসা	

	৬	ঘর নির্মাণ		১৪	সঞ্চয়/ব্যাংকে গচ্ছিত	
	৭	ব্যবসায়ে বিনিয়োগ		১৫	কিস্তি/ ঋণ পরিশোধ	
	৮	প্রক্রিয়াকরণ		১৬	অন্যান্য (উল্লেখ করুন)	

৫৯.	ঋণ পরিশোধের পদ্ধতি কি? (১=সাপ্তাহিক; ২=মাসিক; ৩=সম্পূর্ণ এক সাথে ফসল উৎপাদনের পর)	
৬০.	আপনার ঋণ কি পরিশোধ হয়েছে? (১=হ্যাঁ; ২=না)	
৬১.	কিস্তি পরিশোধে আপনার কোন অসুবিধা হয়েছিল কি? (১=হ্যাঁ; ২=না)	
৬২.	পরিশোধযোগ্য ঋণের মধ্যে কত টাকা এখনও পরিশোধ করতে পারেননি এবং কি কারণে পারেননি উল্লেখ করুন? (তথ্য সংগ্রহের সময় পর্যন্ত)	
	ক. পরিশোধযোগ্য ঋণের পরিমাণ (টাকা)	
	খ. পরিশোধিত ঋণের পরিমাণ (টাকা).....	
	গ. ঋণ পরিশোধ না হওয়ার কারণসমূহ? (১=লাভ কম হয়েছে; ২= লোকসান হয়েছে; ৩=যথাসময়ে ফসল বাজারজাত করা সম্ভব হয় নাই; ৪=ফসল বিনষ্ট; ৫=অন্যান্য (উল্লেখ করুন):.....	
৬৩.	ঋণ ব্যবহারে অসুবিধা কি? (১=অপর্যাপ্ত ঋণ; ২=কিস্তির চাপ; ৩= অন্যান্য (উল্লেখ করুন):.....)	
৬৪.	আপনার উৎপাদিত পণ্য কোথায় বিক্রয় করেন? (কোড বসান) (১=স্থানীয় বাজারে; ২= বাড়ী থেকে; ৩=গ্রোথ সেন্টারে; ৪=জেলা পর্যায়ের বাজারে; ৫=কৃষক গ্রুপের মাধ্যমে; ৬= এসসিডিপি প্রকল্পের বাজারজাতকরণ কেন্দ্রে; ৭=অন্যান্য উল্লেখ করুন)..... **পূর্বে** **বর্তমানে**	
৬৫.	এসসিডিপি প্রকল্পের বাজারজাতকরণ কেন্দ্রে বিক্রয় না করার কারণ কি? (১=দূরত্ব; ২=পরিবহন সমস্যা; ৩=সংরক্ষণ অসুবিধা; ৪=উন্নত সংরক্ষণে অসুবিধা; ৫=টোল বেশি; ৬=কুল হাউজে জায়গার অভাব; ৭=উদবৃত্ত যথেষ্ট নয়; ৮= অন্যান্য (উল্লেখ করুন):.....	
৬৬.	আপনার এলাকায় উচ্চমূল্য ফসলের মৌসুমে প্রতি কেজির মূল্য কত (টাকা)?	

	ক্রম নং	ফসলের নাম	বাড়ি থেকে	স্থানীয় বাজারে	এসসিডিপি-র বাজারজাতকরণ কেন্দ্রে	অন্যান্য
	১	টমেটো				
	২	লাউ				
	৩	করলা				
	৪	বেগুন				
	৫	দেশী সিম				
	৬	ঢেড়শ				
	৭	পটল				
	৮	মাশরুম				
	৯	আম				
	১০	কলা				
	১১	পেয়ারা				
	১২	লিচু				
	১৩	কুল/বরই/আপেল কুল				
	১৪	নারিকেল				
	১৫	আমড়া/গোল্ডেন আপেল				
	১৬	পেঁপে				
	১৭	মালটা (মিষ্টি কমলা)				
	১৮	তরমুজ				
	১৮	কমলা				
	১৯	পিঁয়াজ				
	২০	কাঁচা মরিচ				
	২১	রসুন				
	২২	হলুদ				
	২৩	আদা				

	২৫	পিঁয়াজ বীজ/চারা				
	২৬	রজনীগন্ধা				
	২৯	গ্লাডিওলাস				
	৩০	ভূট্টা				
	৩১	আলু				
	৩২	অন্যান্য (উল্লেখ করুন)				

৬৭.	উচ্চমূল্য ফসল (এইচভিসি) বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে আপনি কি কি সমস্যার সম্মুখীন হন? (টিক চিহ্ন দিন)			
	১. প্যাকিং সমস্যা		৬. বাজারজাতকরণ কেন্দ্রের দূরত্ব বেশি	
	২. পরিবহন সমস্যা		৭. সংরক্ষণের অসুবিধা (কুল হাউজ)	
	৩. গুদামের অভাব		৮. কুলিং ভ্যান নাই	
	৪. দাম কম		৯. অভাবের কারণে সস্তায় বিক্রয় করতে হয়	
	৫. মান নিয়ন্ত্রণ হয় না		১০. অন্যান্য (উল্লেখ করুন)	
৬৮.	গত মৌসুমে আপনার উৎপাদিত বাজারজাতকরণ উপযোগী উচ্চমূল্য ফসল উদ্বৃত্ত ছিল কি? (১=হ্যাঁ; ২=না)			
	ক. না হলে, কারণসমূহ বলুন? (১=ফসল আশানুরূপ হয়নি; ২=সমুদয় উৎপাদন পরিবারের ব্যবহারে ব্যয় হয়েছে; ৩= অন্যান্য (উল্লেখ করুন)			
৬৯.	আপনার এলাকায় গুদামজাতকরণ সুবিধা আছে কি? (১=হ্যাঁ; ২=না)			
৭০.	আপনি আপনার ফসল গুদামজাতকরণে কি কি পদ্ধতি ব্যবহার করেন?			

	ক.সনাতন:	১.বস্তা		৪.মটকা		৭.মাচান	
		২.কাঠের বাক্স		৫.টিনের বাক্স		৮.ডুলি	
		৩.পলিথিনসহ বস্তা		৬.মাটির পাত্র		৯.অন্যান্য (উল্লেখ করুন)	
	খ. আধুনিক পদ্ধতির ব্যবহার: ১. হিমাগার		২. ঠান্ডা গোলাঘর		৩. অন্যান্য (উল্লেখ করুন)		
	গ. সনাতন পদ্ধতির ক্ষেত্রে ফসল গুদামজাতকালে পোকামাকড় ও রোগবালাই দ্বার আক্রান্ত হয় কি? (১=হ্যাঁ; ২=না)						
	ঘ. বীজ সংরক্ষণকালে বালাই নাশক ব্যবহারে ব্যয় কি রকম? (১=সাধ্যের মধ্যে; ২=ব্যয় বহুল)						
৭১.	উচ্চমূল্য ফসল (এইভিসি) পরিবার ভিত্তিক প্রক্রিয়াজাতকরণ করা হয় কি? (১=হ্যাঁ; ২=না)						
	ক. হ্যাঁ হলে, বিভিন্ন সময়ে প্রক্রিয়াকরণের অবস্থা বলুন: কোড: ১=প্রচলিত পদ্ধতি; ২=যান্ত্রিক						
	ক১. শস্য/দানাদার ফসল:						

	ক্রমিক নং	ধাপসমূহ	প্রকল্পের পূর্বে	প্রকল্পের সময়	বর্তমানে
	১	মাড়াই			
	২	ঝাড়া/পরিষ্কার			
	৩	শুকানো			
	৪	বস্তাবন্দি			
	৫	গুদামজাতকরণ			
	৬	পার-বয়েলিং (সিদ্ধ করা)			
	৭	অন্যান্য (উল্লেখ করুন).....			
	ক২. সব্জি/ফল:				
	১	পরিষ্কার করা			
	২	বাছাই করা/গ্রেডিং করা			
	৩	শুকানো/মূল্য সংযোজন করা			
	৪	ডালি বা বস্তায় তোলা/ বোতলজাতকরণ			
	৫	অন্যান্য (উল্লেখ করুন).....			

৭২.	এলাকায় কৃষি পণ্যের শিল্পভিত্তিক প্রক্রিয়াকরণের সুবিধা আছে কি? (কোড : ১=হ্যাঁ; ২=না)				
	প্রকল্পের পূর্বে		প্রকল্পের সময়		বর্তমানে
	ক. হ্যাঁ হলে, কি কি উচ্চমূল্য ফসলের প্রক্রিয়াকরণ হয়?				

	ক্রম নং	উচ্চমূল্য ফসল	প্রকল্পের পূর্বে (২০১০ এর আগে)	প্রকল্পের সময়	বর্তমানে
	১				

	২				
	৩				
	৪				
	৫				
	৬				
	৭				
	৮				
	৯				
	১০				

৭৩.	এ সকল উচ্চমূল্য ফসল প্রক্রিয়াজাতকরণ উন্নয়নের লক্ষ্যে ভবিষ্যতে কি ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে? (১=আর্থিক সহায়তা; ২=কারিগরী সহায়তা; ৩=যন্ত্রপাতির আধুনিকায়ন; ৪=বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা; ৫=বিদ্যুতায়ন; ৬=অবকাঠামো তৈরী (রাস্তা, বাজার ও অন্যান্য); ৭=ঋণ সুবিধা; ৮=পরিবহন সুবিধা; ৯=অন্যান্য (উল্লেখ করুন).....	
৭৪.	আপনার এলাকায় ভবিষ্যতে এ সকল উচ্চমূল্য ফসল (এইচভিসি) প্রক্রিয়াজাতকরণের আরও প্রয়োজনীয়তা আছে কি? (১=হ্যাঁ; ২=না)	

ঝ. কৃষকের আর্থ-সামাজিক উন্নয়র বিষয়ক প্রশ্নাবলী		
৭৫.	এই প্রকল্পের কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহার করে আপনার কোন উন্নতি হয়েছে কি ? (১=হ্যাঁ; ২=না)	
৭৫.১.	হ্যাঁ হলে, কি কি উন্নতি হয়েছে ?	
৭৬.	এই প্রকল্পের মাধ্যমে আপনার এলাকায় কোন অতিরিক্ত কর্মসংস্থান হয়েছে কি ? (১=হ্যাঁ; ২=না)	
৭৬.১.	ক. হাঁ হলে, কিভাবে হয়েছে?	
৭৬.২.	শতকরা কতভাগ হয়েছে :	
৭৭.	এই প্রকল্পের সহায়তায় আপনার বসতবাড়িতে কোন বাগান করেছেন কি? (১=হ্যাঁ; ২=না)	
	ক. হাঁ হলে, কি বাগান করেছেন? (কোড: ১. আম ; ২. কলা ; ৩. পেয়ারা ; ৪. ম্যাল্টা; ৫. কুল/বরই ; ৬. ঔষধি গাছ ; ৭. অন্যান্য .....)	
	খ. কতভাগ নিজেরা খেয়েছেন (%): ..... গ.কতভাগ বিক্রয় করেছেন (%) :	
	ঘ. আপনার পরিবারের খাদ্য-পুষ্টি মানের কোন উন্নতি হয়েছে কি? (১=হ্যাঁ; ২=না)	
৭৮.	এই প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন হাই ভ্যালু ক্রপ (এইচভিসি)/উচ্চ মূল্যের ফসল চাষ করার ফলে আপনার পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থা আগের তুলনায় উন্নত হয়েছে কি? (১=হ্যাঁ; ২=না)	
	ক. উন্নতি হলে, কি ধরনের উন্নতি হয়েছে ?	
	১. আয় বেড়েছে	
	২. পরিবারের পুষ্টি বেড়েছে	
	৩. অন্যান্য (উল্লেখ করুন)	
৭৯.	যদি পুষ্টি মানের উন্নতি হয়ে থাকে, তাহলে আপনার ডাক্তার বা ঔষধের খরচ কমেছে কি? (১=হ্যাঁ; ২=না)	

ঞ. প্রকল্প সম্পর্কে মতামত	
৮০.	আপনি প্রকল্পের কার্যক্রমে কি কি বিশেষ ভাল দিক লক্ষ্য করেছেন?
৮১.	আপনি প্রকল্পের কার্যক্রমে প্রধান/উল্লেখযোগ্য কি কি দুর্বল দিক লক্ষ্য করেছেন?

৮২.	প্রকল্পের কার্যক্রমে উন্নয়নে আপনার সুপারিশ কি কি?	
৮৩.	ভবিষ্যতে এই প্রকল্পের মত অন্য কোন প্রকল্প আপনার এলাকায় চান কি ? (১=হ্যাঁ; ২=না)	

মূল্যবান সময়, তথ্য ও সুচিন্তিত মতামত দেয়ার জন্য আপনাকে আবারো ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম ও স্বাক্ষর		তারিখ	
সুপারভাইজারের স্বাক্ষর		তারিখ	

ফরম খঃ এফজিডি (FGD) - কৃষকদের সাথে

মাঠ পর্যায়ে প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে উপকারভোগী কৃষকের সাথে দলগত আলোচনার গাইডলাইন
(উত্তরদাতাগণ অবশ্যই প্রকল্পের সাথে জড়িত কৃষক হতে হবে)

ফসলের বহুমূখীকরণ (Crop Diversification) খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করে এবং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। বাংলাদেশের কৃষক প্রধানত ধান চাষের উপর নির্ভরশীল। উৎপাদন পর্যাপ্ত হওয়ার কারণে উৎপাদন খরচের তুলানায় এর বাজার মূল্য প্রায়শঃ কম থাকে, যার ফলে কৃষক পরিবারের জীবন মান উন্নয়ন করা সম্ভব হয় না। শস্য বহুমূখীকরণের ফলে কৃষক উন্নত প্রযুক্তি পায় যার ফলে কৃষির উৎপাদনশীলতা বহুগুণে বাড়াতে পারে। শস্য বহুমূখীকরণ করলে কৃষক উচ্চ মূল্যের বিভিন্ন রকম ফসল উৎপাদন করতে পারে, যা একদিকে তার পুষ্টি নিশ্চিত করে অন্যদিকে ফসলের উচ্চ মূল্য পাওয়ার কারণে জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়। গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, শস্য বহুমূখীকণের ফলে একক ফসল (Mono Crop) থেকে উৎপাদন ও আয় দুই থেকে তিনগুণ বৃদ্ধি করা সম্ভব। এরকম প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ সরকার ৯ বছর মেয়াদী NCDP গ্রহন করে ২০০১-২০০৯ সালে যা উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের ১৬টি জেলার ৬১টি উপজেলায় বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এরই সাফল্যের ধারাবাহিকতায় ২য় শস্য বহুমূখীকরণ প্রকল্প (SCDP) গ্রহন করা হয় ২৭ জেলার ৫২টি উপজেলায় ৮ বছরের জন্য (২০১০-২০১৭)। IMED এর বর্তমান প্রভাব মূল্যায়ন কর্মকান্ডের মাধ্যমে যার সাফল্য ও ব্যর্থতা বিশ্লেষণ করা হবে। এই মূল্যায়নের সুপারিশসমূহ পরবর্তী কৃষি উন্নয়ন কর্মকান্ডে ব্যবহার করা হবে। এ প্রকল্পের কার্যক্রম সঠিকভাবে সুসম্পন্ন হয়েছে কিনা, প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে বছরব্যাপী ফসলে বাড়তি উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ ও আয় বৃদ্ধিতে তার প্রতিফলন ঘটছে কিনা, কৃষকের দারিদ্র বিমোচনে কতটুকু কার্যকরি ভূমিকা রাখছে এবং প্রকল্পটির সার্বিক ভাল ও খারাপ দিক পর্যালোচনা করা হবে। এজন্য আপনাদের সাথে আমি কিছুক্ষণ আলাপ করব। আশা করি আপনারা এইটুকু সময় এবং সঠিক উত্তর দিয়ে আমাকে সহযোগিতা করবেন। **আপনাদেরকে ধন্যবাদ।**

১.০ এফজিডিতে অংশগ্রহণকারীদের সাধারণ তথ্যঃ

১.১ উপজেলার নাম _____ ১.৩ ইউনিয়নের নাম _____

১.২ গ্রামের নাম _____ ১.৪ মোট অংশগ্রণনকারী _____

১.৩ এফজিডিতে অংশগ্রহণকারীদের ধরন:১. মহিলা ২. পুরুষ

১.৪ এফজিডিতে অংশগ্রহণকারীদের নামের তালিকা

ক্রমিক নং	নাম	পদবী/ পরিচিতি	ঠিকানা: গ্রামের নাম	মোবাইল নং
০১				
০২				
০৩				
০৪				
০৫				
০৬				
০৭				
০৮				
০৯				
১০				
১১				
১২				

২.০ প্রকল্প বিষয়ক আলোচনাঃ

২.১	এসসিডিপি প্রকল্পের সাথে যুক্ত ছিলেন কিনা, যুক্ত থাকলে কোন সালে (২০১০-২০১৭) এবং কিভাবে যুক্ত ছিলেন বিস্তারিত বলুন?	
২.২	এসসিডি প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে কি কি ফসলের চাষ করতেন ?	
২.৩	এস সি ডি পি প্রকল্পের আওতায় কি কি উচ্চ মূল্যে ফসল চাষ করেছেন?	
২.৪	পূর্বের তুলনায় আপনার ফসলের উৎপাদন কি পরিমান বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এতে লাভ কি পরিমান বৃদ্ধি পেয়েছে? (বিঘা প্রতি/%)	
২.৫	জলবায়ুর ক্ষতিকর প্রভাব (খরা/বন্যা/ অতি বৃষ্টি/ অতিরিক্ত জোয়ার) মোকাবেলায় এই প্রকল্প ফসল/ ফল/ প্রযুক্তি আপনাকে কোন সহায়তা করেছে কি?	
২.৬	জৈবিকভাবে পোকামাকড় রোগবালাই নিমূর্লের জন্য কোন পদ্ধতি এই প্রকল্পের মাধ্যমে পেয়েছেন কি? পেয়ে থাকলে কি কি পদ্ধতি	

২.৭ এই প্রকল্প থেকে কয়টি এবং কি কি ধরনের প্রশিক্ষণ পেয়েছেন? পেয়ে থাকলে কিসের উপর প্রশিক্ষণ পেয়েছেন? মহিলারা প্রশিক্ষণ পেয়েছেন কি ? পেয়ে থাকলে কিসের উপর প্রশিক্ষণ পেয়েছেন?	
২.৮ প্রশিক্ষণের ফলে ফসলের ফলন বৃদ্ধি /বা ফসল সংগ্রহের ক্ষতির পরিমান কম করা গেছে কি না ? গেলে কত %	
২.৯ কয়টি মাঠ দিবস এবং কয়টি মোটিভেশনাল ট্যুর এ অংশ গ্রহন করেছেন ?	
২.১০ কি ধরণের ফসলের চাষ করেছেন? লাভ কেমন, কত ছিল, কত ভাগ পরিবারের সবাই পেয়েছেন এবং কত ভাগ বিক্রি করেছেন?	
২.১১ কি ধরনের ফলের বাগান করেছেন? লাভ কেমন, কত ছিল, কত ভাগ পরিবারের সবাই পেয়েছেন এবং কত ভাগ বিক্রি করেছেন?	
২.১২ এখনও এই প্রকল্পের সুপারিশকৃত ফসল/ফল/ প্রযুক্তি জমিতে প্রয়োগ করছেন কি?	

মূল্যবান সময়, তথ্য ও সুচিন্তিত মতামত দেয়ার জন্য আপনাদের সবাইকে আবারো ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

তথ্য সংগ্রহকারীর স্বাক্ষর		তারিখ	
সুপারভাইজারের স্বাক্ষর		তারিখ	

ফরম গ: KIIs - চেকলিস্ট (জেলা পর্যায়ের কৃষি কর্মকর্তা)

"২য় শস্য বহুমুখীকরণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)"

উদ্যোগী মন্ত্রণালয়: কৃষি মন্ত্রণালয়, বাস্তবায়নকারী সংস্থা: কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, লীড এজেন্সী ও বাংলাদেশ ব্যাংক, ক্রেডিট কম্পোনেন্ট

(উত্তরদাতা অবশ্যই জেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা হতে হবে)

ফসলের বহুমূখীকরণ (Crop Diversification) খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করে এবং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। বাংলাদেশের কৃষক প্রধানত ধান চাষের উপর নির্ভরশীল। উৎপাদন পর্যাপ্ত হওয়ার কারণে উৎপাদন খরচের তুলানায় এর বাজার মূল্য প্রায়শ কম থাকে, যার ফলে কৃষক পরিবারের জীবন মান উন্নয়ন করা সম্ভব হয় না। শস্য বহুমূখীকরণের ফলে কৃষক উন্নত প্রযুক্তি পায় যার ফলে কৃষির উৎপাদনশীলতা বহুগুণে বাড়াতে পারে। শস্য বহুমূখীকরণ করলে কৃষক উচ্চ মূল্যের বিভিন্ন রকম ফসল উৎপাদন করতে পারে, যা একদিকে তার পুষ্টি নিশ্চিত করে অন্যদিকে ফসলের উচ্চ মূল্য পাওয়ার কারণে জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়। গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, শস্য বহুমূখীকরণের ফলে একক ফসল (Mono Crop) থেকে উৎপাদন ও আয় দুই থেকে তিনগুণ বৃদ্ধি করা সম্ভব।এরকম প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ সরকার ৯ বছর মেয়াদী (২০০১-২০০৯) North West Crop Diversification Project (NCDP) প্রকল্প গ্রহণ করে যা উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের ১৬টি জেলার ৬১টি উপজেলায় বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এরই সাফল্যের ধারাবাহিকতায় ৮ বছর মেয়াদী (২০১০-২০১৭) **২য় শস্য বহুমূখীকরণ প্রকল্প** (Second Crop Diversification Project - SCDP) শীর্ষক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয় যা ৫টি বিভাগের ২৭টি জেলার ৫২টি উপজেলায় বাস্তবায়ন করা হয়। IMED প্রভাব মূল্যায়ন কর্মকান্ডের মাধ্যমে এই প্রকল্পের সাফল্য ও ব্যর্থতা বিশ্লেষণ করা হবে। এ প্রকল্পের কার্যক্রম সঠিকভাবে সুসম্পন্ন হয়েছে কিনা, প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে বছরব্যাপী ফসলে বাড়তি উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ ও আয় বৃদ্ধিতে তার প্রতিফলন ঘটছে কিনা, কৃষকের দারিদ্র বিমোচনে কতটুকু কার্যকরি ভূমিকা রেখেছে এবং প্রকল্পটির সার্বিক ভাল ও খারাপ দিক পর্যালোচনা করা হবে। এই মূল্যায়নের সুপারিশসমূহ পরবর্তী কৃষি উন্নয়ন কর্মকান্ডে ব্যবহার করা হবে। এজন্য আপনার সাথে আমি কিছুক্ষণ আলাপ করব। আশা করি আপনি এইটুকু সময় এবং সঠিক উত্তর দিয়ে আমাকে সহযোগিতা করবেন।

আপনাকে ধন্যবাদ।

১.০ কৃষি কর্মকর্তা সাধারণ তথ্যঃ

১.১	কৃষি কর্মকর্তা নাম		১.২ পদবী	
১.৩	অফিসের নাম		১.৪ জেলার নাম	
১.৫	শিক্ষাগত যোগ্যতা		১.৬ উপজেলার নাম	
১.৭	মোবাইল নং			

২.০ প্রকল্প বিষয়ষক তথ্যঃ

২.১ সরকারের শস্য বহুমুখীকরণ প্রকল্পের সাথে আপনি কি জড়িত ছিলেন? ১. হ্যাঁ ২. না

২.২ কত বছর এবং কোন সালে এই প্রকল্প তত্ত্বাবধান করেছেন? কত বছর:..... কোন্ সালে:.....

২.৩ প্রকল্পের সাথে জড়িত থাকলে, কোন পর্যায়ে এবং এতে আপনার কি কি ভূমিকা ছিল?

২.৪ প্রকল্পের কাজ তত্ত্বাবধানে কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর জোর দিয়েছেন?

২.৫ প্রকল্পের সাথে জড়িত না থাকলে, আপনি কি এ প্রকল্পের কথা শুনেছেন? ১. হ্যাঁ ২. না [ ]

২.৬. এই প্রকল্প থেকে আপনি কোন প্রশিক্ষণ পেয়েছেন কি? ১. হ্যাঁ ২. না [ ]

২.৫ যদি প্রশিক্ষণ পেয়ে থাকেন তবে, কি কি বিষয়ে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন?

২.৬ প্রশিক্ষণ শিক্ষন আপনার কাজে কিভাবে প্রয়োগ করেছেন? এই প্রশিক্ষণ কিভাবে শস্য বহুমূখীকরণ কার্যক্রমে সহায়তা করেছে?

২.৭ মাঠ পর্যায়ে প্রদর্শনী মাসে কতবার ভিজিট করেছেন? [ ]

২.৮ কোন ধরনের উচ্চমূল্য ফসল (এইচভিসি) প্রদর্শণী বেশী সফল হয়েছে? [ ]

২.৯ সফলতার হার কম কোন ধরনের উচ্চমূল্য ফসল (এইচভিসি) প্রদর্শণীতে? [ ]

২.১০ জেলা পর্যায়ের কোন কর্মশালা/প্রশিক্ষণ সমন্বয়ের দায়িত্বে ছিলেন কি? ১. হ্যাঁ ২. না [ ]

২.১১SAAO ও কৃষক প্রশিক্ষণ হাতে-কলমে দেওয়া হয়েছে কি? ১. হ্যাঁ ২. না [ ]

২.১২ আপনার মতে কোন্ ধরণের প্রশিক্ষণ প্রদান বেশী কার্যকর? [ ]

২.১৩ ক্রয় সংক্রান্ত কোন কমিটির সাথে যুক্ত ছিলেন কি? ১. হ্যাঁ ২. না [ ]

২.১৪ ক্রয় সংক্রান্ত কার্যক্রমে সরকারী নীতিমালা অনুসরন করা হয়েছে কি? ১. হ্যাঁ ২. না [ ]

২.১৫ আপনার দৃষ্টিতে এই প্রকল্পের প্রভাব কতভাগ সফল হয়েছে? [ ]

২.১৬ উচ্চমূল্যের ফসলের প্রযুক্তি সম্প্রসারণে আপনার মতে সমস্যা কি কি ? টিক (✔) চিহ্ন দিন

১.	কৃষকের অভাব	[ ]	
৩.	শ্রমিক বেশী লাগে	[ ]	
৫.	খরচ বেশী হয়	[ ]	
৭.	প্রযুক্তি সম্পর্কে অপর্যাপ্ত জ্ঞান	[ ]	
৯.	পোকামাকড় দমন	[ ]	
১১	বাজারজাতকরণের সমস্যা	[ ]	
২.	সময়মত বীজ না পাওয়া	[ ]	
৪	প্রযুক্তির অভাব	[ ]	
৬	ফসলের দাম কম	[ ]	
৮	রোগবালাই দমন	[ ]	
১০	অপর্যাপ্ত ঋণ	[ ]	
১২	অন্যান্য (উল্লেখ করুন)	[ ]	

২.১৭ সমস্যা সমাধানে আপনার সুপারিশ কি? টিক (✔) চিহ্ন দিন

২.	পর্যাপ্ত ঋণের ব্যবস্থা		
৩.	প্রশিক্ষণের উপযোগিতা বৃদ্ধি		
৫.	প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা		
৭.	সেচের ব্যবস্থা		
৯.	ভাল বীজ উৎপাদন প্রক্রিয়াজাতকরণে প্রশিক্ষণ		
২.	সময়মত বীজ সারের ব্যবস্থা		
৪	প্রযুক্তির অভাব		
৬	লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন		
৮	কৃষক পর্যায়ে উন্নত বীজ (ব্রীডার বীজ) উৎপাদনের প্রযুক্তি সরবরাহ		
১০.	অন্যান্য (উল্লেখ করুন)		

২.১৮ আপনি প্রকল্পের কি কি ভাল দিক লক্ষ্য করেছেন ?

২.১৯ আপনি প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য কি কি দুর্বল দিক লক্ষ্য করেছেন ?

২.২০ প্রকল্পের কাজ করতে গিয়ে কি কি অসুবিধা লক্ষ্য করেছেন ?

২.২১ এ সকল সমস্যা সমাধানে আপনার সুপারিশ কি কি?

মূল্যবান সময়, তথ্য ও সুচিন্তিত মতামত দেয়ার জন্য আপনাকে আবারো ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম ও স্বাক্ষর

তারিখ

ফরম ঘঃ KIIs - চেকলিস্ট (উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা)

"২য় শস্য বহুমুখীকরণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)"

উদ্যোগী মন্ত্রণালয়: কৃষি মন্ত্রণালয়, বাস্তবায়নকারী সংস্থা: কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, লীড এজেন্সী ও বাংলাদেশ ব্যাংক, ক্রেডিট কম্পোনেন্ট

(উত্তরদাতা অবশ্যই জেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা হতে হবে)

ফসলের বহুমূখীকরণ (Crop Diversification) খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করে এবং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। বাংলাদেশের কৃষক প্রধানত ধান চাষের উপর নির্ভরশীল। উৎপাদন পর্যাপ্ত হওয়ার কারণে উৎপাদন খরচের তুলানায় এর বাজার মূল্য প্রায়শ কম থাকে, যার ফলে কৃষক পরিবারের জীবন মান উন্নয়ন করা সম্ভব হয় না। শস্য বহুমূখীকরণের ফলে কৃষক উন্নত প্রযুক্তি পায় যার ফলে কৃষির উৎপাদনশীলতা বহুগুণে বাড়াতে পারে। শস্য বহুমূখীকরণ করলে কৃষক উচ্চ মূল্যের বিভিন্ন রকম ফসল উৎপাদন করতে পারে, যা একদিকে তার পুষ্টি নিশ্চিত করে অন্যদিকে ফসলের উচ্চ মূল্য পাওয়ার কারণে জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়। গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, শস্য বহুমূখীকরণের ফলে একক ফসল (Mono Crop) থেকে উৎপাদন ও আয় দুই থেকে তিনগুণ বৃদ্ধি করা সম্ভব।এরকম প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ সরকার ৯ বছর মেয়াদী (২০০১-২০০৯) North West Crop Diversification Project (NCDP) প্রকল্প গ্রহণ করে যা উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের ১৬টি জেলার ৬১টি উপজেলায় বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এরই সাফল্যের ধারাবাহিকতায় ৮ বছর মেয়াদী (২০১০-২০১৭) **২য় শস্য বহুমূখীকরণ প্রকল্প** (Second Crop Diversification Project - SCDP) শীর্ষক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয় যা ৫টি বিভাগের ২৭টি জেলার ৫২টি উপজেলায় বাস্তবায়ন করা হয়। IMED প্রভাব মূল্যায়ন কর্মকান্ডের মাধ্যমে এই প্রকল্পের সাফল্য ও ব্যর্থতা বিশ্লেষণ করা হবে। এ প্রকল্পের কার্যক্রম সঠিকভাবে সুসম্পন্ন হয়েছে কিনা, প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে বছরব্যাপী ফসলে বাড়তি উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ ও আয় বৃদ্ধিতে তার প্রতিফলন ঘটছে কিনা, কৃষকের দারিদ্র বিমোচনে কতটুকু কার্যকরি ভূমিকা রেখেছে এবং প্রকল্পটির সার্বিক ভাল ও খারাপ দিক পর্যালোচনা করা হবে। এই মূল্যায়নের সুপারিশসমূহ পরবর্তী কৃষি উন্নয়ন কর্মকান্ডে ব্যবহার করা হবে। এজন্য আপনার সাথে আমি কিছুক্ষণ আলাপ করব। আশা করি আপনি এইটুকু সময় এবং সঠিক উত্তর দিয়ে আমাকে সহযোগিতা করবেন।

আপনাকে ধন্যবাদ।

১.০ কৃষি কর্মকর্তা সাধারণ তথ্যঃ

১.১	কৃষি কর্মকর্তা নাম		১.২	পদবী	
১.৩	অফিসের নাম		১.৪	জেলার নাম	
১.৫	শিক্ষাগত যোগ্যতা		১.৬	উপজেলার নাম	
১.৭	মোবাইল নং				

২.০ প্রকল্প বিষয়ষক তথ্যঃ

২.১ সরকারের শস্য বহুমুখীকরণ প্রকল্পের সাথে আপনি কি জড়িত ছিলেন? ১. হ্যাঁ ২. না [ ]

২.২ কত বছর এবং কোন সালে এই প্রকল্প তত্ত্বাবধান করেছেন? কত বছর:..... কোন্ সালে:.....

২.৩ প্রকল্পের সাথে জড়িত থাকলে, কোন পর্যায়ে এবং এতে আপনার কি কি ভূমিকা ছিল?

২.৪ প্রকল্পের কাজ তত্ত্বাবধানে কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর জোর দিয়েছেন?

২.৫ প্রকল্পের সাথে জড়িত না থাকলে, আপনি কি এ প্রকল্পের কথা শুনেছেন? ১. হ্যাঁ ২. না

২.৬. এই প্রকল্প থেকে আপনি কোন প্রশিক্ষণ পেয়েছেন কি? ১. হ্যাঁ ২. না

২.৫ যদি প্রশিক্ষণ পেয়ে থাকেন তবে, কি কি বিষয়ে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন?

২.৬ প্রশিক্ষণ শিক্ষন আপনার কাজে কিভাবে প্রয়োগ করেছেন? এই প্রশিক্ষণ কিভাবে শস্য বহুমূখীকরণ কার্যক্রমে সহায়তা করেছে?

২.৭ মাঠ পর্যায়ে প্রদর্শনী মাসে কতবার ভিজিট করেছেন?

২.৮ কোন ধরনের উচ্চমূল্য ফসল (এইচভিসি) প্রদর্শণী বেশী সফল হয়েছে?

২.৯ সফলতার হার কম কোন ধরনের উচ্চমূল্য ফসল (এইচভিসি) প্রদর্শণীতে?

২.১০ জেলা পর্যায়ের কোন কর্মশালা/প্রশিক্ষণ সমন্বয়ের দায়িত্বে ছিলেন কি? ১. হ্যাঁ ২. না

২.১১SAAO ও কৃষক প্রশিক্ষণ হাতে-কলমে দেওয়া হয়েছে কি? ১. হ্যাঁ ২. না

২.১২ আপনার মতে কোন্ ধরণের প্রশিক্ষণ প্রদান বেশী কার্যকর?

২.১৩ ক্রয় সংক্রান্ত কোন কমিটির সাথে যুক্ত ছিলেন কি? ১. হ্যাঁ ২. না

২.১৪ ক্রয় সংক্রান্ত কার্যক্রমে সরকারী নীতিমালা অনুসরন করা হয়েছে কি? ১. হ্যাঁ ২. না

২.১৫ আপনার দৃষ্টিতে এই প্রকল্পের প্রভাব কতভাগ সফল হয়েছে?

২.১৬ উচ্চমূল্যের ফসলের প্রযুক্তি সম্প্রসারণে আপনার মতে সমস্যা কি কি ? টিক (✔) চিহ্ন দিন

১.	কৃষকের অভাব	২.	সময়মত বীজ না পাওয়া
৩.	শ্রমিক বেশী লাগে	৪	প্রযুক্তির অভাব
৫.	খরচ বেশী হয়	৬	ফসলের দাম কম
৭.	প্রযুক্তি সম্পর্কে অপর্যাপ্ত জ্ঞান	৮	রোগবালাই দমন
৯.	পোকামাকড় দমন	১০	অপর্যাপ্ত ঋণ
১১	বাজারজাতকরণের সমস্যা	১২	অন্যান্য (উল্লেখ করুন)

২.১৭ সমস্যা সমাধানে আপনার সুপারিশ কি? টিক (✔) চিহ্ন দিন

২.	পর্যাপ্ত ঋণের ব্যবস্থা		
৩.	প্রশিক্ষণের উপযোগিতা বৃদ্ধি		
৫.	প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা		
৭.	সেচের ব্যবস্থা		
৯.	ভাল বীজ উৎপাদন প্রক্রিয়াজাতকরণে প্রশিক্ষণ		
২.	সময়মত বীজ সারের ব্যবস্থা		
৪	প্রযুক্তির অভাব		
৬	লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন		
৮	কৃষক পর্যায়ে উন্নত বীজ (ব্রীডার বীজ) উৎপাদনের প্রযুক্তি সরবরাহ		
১০.	অন্যান্য (উল্লেখ করুন)		

২.১৮ আপনি প্রকল্পের কি কি ভাল দিক লক্ষ্য করেছেন ?

২.১৯ আপনি প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য কি কি দুর্বল দিক লক্ষ্য করেছেন ?

২.২০ প্রকল্পের কাজ করতে গিয়ে কি কি অসুবিধা লক্ষ্য করেছেন ?

২.২১ এ সকল সমস্যা সমাধানে আপনার সুপারিশ কি কি?

মূল্যবান সময়, তথ্য ও সুচিন্তিত মতামত দেয়ার জন্য আপনাকে আবারো ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম ও স্বাক্ষর

তারিখ

ফরম ঙ - ক্রয়সংক্রান্ত চেকলিস্ট

"২য় শস্য বহুমুখীকরণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)"
উদ্যোগী মন্ত্রণালয়: কৃষি মন্ত্রণালয়, বাস্তবায়নকারী সংস্থা: কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

ক্রয়সংক্রান্ত প্রশ্নমালা

উত্তরদাতা অবশ্যই ক্রয়সংক্রান্ত কাজের সাথে জড়িত ছিলেন এমন ব্যক্তি হতে হবে

ফসলের বহুমূখীকরণ (Crop Diversification) খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করে এবং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। বাংলাদেশের কৃষক প্রধানত ধান চাষের উপর নির্ভরশীল। উৎপাদন পর্যাপ্ত হওয়ার কারণে উৎপাদন খরচের তুলানায় এর বাজার মূল্য প্রায়শ কম থাকে, যার ফলে কৃষক পরিবারের জীবন মান উন্নয়ন করা সম্ভব হয় না। শস্য বহুমূখীকরণের ফলে কৃষক উন্নত প্রযুক্তি পায় যার ফলে কৃষির উৎপাদনশীলতা বহুগুণে বাড়াতে পারে। শস্য বহুমূখীকরণ করলে কৃষক উচ্চ মূল্যের বিভিন্ন রকম ফসল উৎপাদন করতে পারে, যা একদিকে তার পুষ্টি নিশ্চিত করে অন্যদিকে ফসলের উচ্চ মূল্য পাওয়ার কারণে জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়। গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, শস্য বহুমূখীকরণের ফলে একক ফসল (Mono Crop) থেকে উৎপাদন ও আয় দুই থেকে তিনগুণ বৃদ্ধি করা সম্ভব।এরকম প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ সরকার ৯ বছর মেয়াদী (২০০১-২০০৯) North West Crop Diversification Project (NCDP) প্রকল্প গ্রহণ করে যা উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের ১৬টি জেলার ৬১টি উপজেলায় বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এরই সাফল্যের ধারাবাহিকতায় ৮ বছর মেয়াদী (২০১০-২০১৭) **২য় শস্য বহুমূখীকরণ প্রকল্প** (Second Crop Diversification Project - SCDP) শীর্ষক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয় যা ৫টি বিভাগের ২৭টি জেলার ৫২টি উপজেলায় বাস্তবায়ন করা হয়। IMED প্রভাব মূল্যায়ন কর্মকান্ডের মাধ্যমে এই প্রকল্পের সাফল্য ও ব্যর্থতা বিশ্লেষণ করা হবে। এ প্রকল্পের কার্যক্রম সঠিকভাবে সুসম্পন্ন হয়েছে কিনা, প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে বছরব্যাপী ফসলে বাড়তি উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ ও আয় বৃদ্ধিতে তার প্রতিফলন ঘটছে কিনা, কৃষকের দারিদ্র বিমোচনে কতটুকু কার্যকরি ভূমিকা রেখেছে এবং প্রকল্পটির সার্বিক ভাল ও খারাপ দিক পর্যালোচনা করা হবে। এই মূল্যায়নের সুপারিশসমূহ পরবর্তী কৃষি উন্নয়ন কর্মকান্ডে ব্যবহার করা হবে। এজন্য আপনার সাথে আমি কিছুক্ষণ আলাপ করব। আশা করি আপনি এইটুকু সময় এবং সঠিক উত্তর দিয়ে আমাকে সহযোগিতা করবেন।

১.০ উত্তরদাতার সাধারণ তথ্যঃ

১.১	সাক্ষাৎকারী নাম		১.২ অফিসের নাম	
১.৩	পদবি		১.৪ জেলার নাম	
১.৫	শিক্ষাগত যোগ্যতা		১.৬ উপজেলার নাম	
১.৭	মোবাইল নং			

২.০ ক্রয় সংক্রান্ত বিষয়ষক তথ্যঃ (পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী মালামাল/সেবা ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাবলী)

২য় শস্য বহুমুখীকরণ প্রকল্পের আওতায় কি কি যানবাহন, আসবাবপত্র, অফিস সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে তার নাম ও সংখ্যা অনুগ্রহ করে বলুন:

যানবাহনের নাম	আরডিপিপি সংস্থান		ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত ক্রম পুঞ্জিত অগ্রগতি		ক্রয় পদ্ধতি	কার্যাদেশ দেওয়ার তারিখ	ব্যবহারকারী অফিসের নাম	বর্তমানে সঠিকভাবে ব্যবহার এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে কিনা।	বর্তমান অবস্থা
	পরিমাণ/ সংখ্যা	আর্থিক	পরিমাণ/ সংখ্যা	আর্থিক					
১. জীপগাড়ী	৪টি	২৪৮.০০							
২. পিক আপ (ডবল কেবিন)	৩৮ টি	১৬৪৭.১৮							
৩. মোটর সাইকেল	৬৭ টি	৭৭.৪৩							
৪. মাইক্রোবাস	১ টি	৩৮.৩৩							

২.২ আসবাবপত্র

আসবাবপত্রের নাম	আরডিপিপি সংস্থান		জুন ২০১৭ পর্যন্ত ক্রম পুঞ্জিত অগ্রগতি		ক্রয় পদ্ধতি	কার্যাদেশ দেওয়ার তারিখ	ব্যবহারকারী অফিসের নাম	বর্তমান অবস্থা
	পরিমাণ/সংখ্যাা	আর্থিক	পরিমাণ/সংখ্যা	আর্থিক				
	থোক	১৮১.৯৭						

২.৩ অফিস সরঞ্জাম

অফিস সরঞ্জামের নাম	আরডিপিপি সংস্থান		জুন ২০১৭ পর্যন্ত ক্রম পুঞ্জিত অগ্রগতি		ক্রয় পদ্ধতি	কার্যাদেশ দেওয়ার তারিখ	ব্যবহারকারী অফিসের নাম	বর্তমান অবস্থা
	পরিমাণ/ সংখ্যা	আর্থিক	পরিমাণ/সংখ্যা	আর্থিক				
১. কম্পিউটার	৬০ টি	৪১.১২						
২. ফটোকপিয়ার	৯৩ টি	১১৯.৮৫						
৪. মাল্টিমিডিয়া ও ল্যাপটপ	৮২ টি	১৭৭.৪০						
৫. ফ্যাক্স মেশিন	৮২ টি	২০.৬৬						
৬. ডিজিটাল ক্যামেরা	৬০টি	২৮.২০						
৭. রেফ্রিজারেটর	৬ টি	৩.৬০						
৮. মেগা ফোন	৫২	৩.৫৯						
৯. সেল ফোন	৩	০.৪৫						
১০. ওয়েবসাইট -সেট আপ এবং অপারেশন	থোক	৩০.৩২						

২.৪ কৃষি যন্ত্রপাতি

কৃষি যন্ত্রপাতির নাম	আরডিপিপি সংস্থান		ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত ক্রম পুঞ্জিত অগ্রগতি		ক্রয় পদ্ধতি	কার্যাদেশ দেওয়ার তারিখ	ব্যবহারকারী অফিসের নাম	বর্তমান অবস্থা
	পরিমান/ সংখ্যা	আর্থিক	পরিমাণ/সংখ্যা	আর্থিক				
১ পাওয়ার টিলার	১২ টি	১৫.০০						
২. পাওয়ার স্প্রেয়ার	৯০ টি	৩১.৫০						
৩. ফুট পাম্প	৯৩টি	৪.৬২						
৪. যন্ত্রপাতি (HTDC)	থোক	১৫৬.১১						

২.৫ ভৌত অবকাঠামো

কৃষি যন্ত্রপাতির নাম	আরডিপিপি সংস্থান		ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত ক্রম পুঞ্জিত অগ্রগতি		ক্রয় পদ্ধতি	কার্যাদেশ দেওয়ার তারিখ	ব্যবহারকারী অফিসের নাম	বর্তমান অবস্থা
	পরিমান/সংখ্যা	আর্থিক	পরিমাণ/সংখ্যা	আর্থিক				
১ ডরমেটারি ও ট্রেনিং সেন্টারের নির্মাণ ও সম্প্রসারণ	৭ টি	৩৩১.০০						
২. নার্সারী আপ-গ্রেড	৭টি	১৬৫.৩৬						
৩. OSSI অবকাঠামো	১০৪	১০৯৯.০০						
৪. নতুন DDA অফিস নির্মাণ	১১ টি	২০০২.১২						
5. DDA অফিস সম্পসারণ	১৬ টি	১৪৫১.০০						

৩.০ যানবাহন আসবাবপত্র, অফিস সরঞ্জাম যন্ত্রপাতি এবং ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ ও সম্প্রসারণ করার জন্য মালামাল ক্রয় করতে গিয়ে কি যথাযথ ক্রয় বিধিমালা ও নির্দেশনা (পিপিএ - ২০০৬ ও পিপিআর ২০০৮) অনুসরণ করা হয়েছে ? ১. হ্যাঁ ২. না

৩.১. দরপত্র কি সঠিক সময়ে ডাকা হয়েছিল না কোন কারনে বিলম্ব করা হয়েছিল ? ১. হ্যাঁ ২. না

যদি বিলম্ব হয়ে থাকে তাহলে তার কারন অনুগ্রহ করে বলুন

৩.২ ক্রয় কার্যক্রমের ধাপগুলো সঠিক সঠিকভাবে মানা হয়েছে কি না ? ১. হ্যাঁ ২. না

৩.৩ সর্বনিম্ন দরদাতাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল কি না ? ১. হ্যাঁ ২. না

৩.৪ দরপত্র যাচাই এর জন্য কোন যাচাই কমিটি গঠন করা হছেছিল কি না সে সর্ম্পকে বলুন? ১. হ্যাঁ ২

৩.৫ সরবরাহকারী কোম্পানী স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী দ্রব্যাদি সরবরাহ করেছে ? ১. হ্যাঁ ২. না
আপনি কি সন্তুষ্ট ছিলেন ?

৩.৬ যদি না হয়ে থাকে আপনি কোন ব্যবস্থা নিয়েছিলেন কি না ? ১. হ্যাঁ ২. না

৩.৭ সরবরাহকৃত পন্যের ওয়ারেন্টি, এবং Terms & Conditions বা after sales service ঠিকমত অনুসরণ করেছে কি না ?
১. হ্যাঁ ২. না

৩.৮ পণ্য সামগ্রী ক্রয়ের অডিট হয়েছিল ? ১. হ্যাঁ ২. না

আপনার কোন মতামত থাকলে বলুন

সরবরাহকৃত মালামাল ক্রয়ের কিছু ডকুমেন্ট পেতে পারি কি? তথ্য সংগ্রহকারী (টিম লিডার ও তার সহযোগী ক্রয়সংক্রান্ত ডকুমেন্টস সংগ্রহ করবে।

মূল্যবান সময়, তথ্য ও আপনার সুচিন্তিত মতামত দেয়ার জন্য আপনাকে আবারো ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

তথ্য সংগ্রহকারীর স্বাক্ষর তারিখ

ফরম চ: সাকসেস স্টোরি গাইডলাইন

"২য় শস্য বহুমুখীকরণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)"
উদ্যোগী মন্ত্রণালয়: কৃষি মন্ত্রণালয়, বাস্তবায়নকারী সংস্থা: কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

উত্তরদাতা অবশ্যই একজান **সফল** পুরুষ এবং মহিলা কৃষক হতে হবে যিনি অত্র প্রকল্পের সহায়তায় ফসল উৎপাদন, বাজারজাতকরণ ও কৃষি ব্যবসায় সফল হয়েছেন।

১.০ উত্তর দাতার নাম ও ব্যক্তিগত তথ্যঃ

উত্তর দাতার নাম		জেলার নাম	
উপজেলার নাম		ইউনিয়নের নাম	
গ্রামের নাম		মোবাইল নং	

১. আপনি কি কাজের সাথে জড়িত সে সম্পর্কে বিস্তারিত বলুন

২. আপনার পূর্বের অবস্থা সম্পর্কে বলুন (প্রকল্পের কাজের সাথে জড়িত হওয়ার আগে)

৩. আপনি কি কাজ করে সফলতা পেয়েছেন তার বিস্তারিত বর্ণনা দিন

৪. আপনি প্রকল্প থেকে কি ধরণের সহযোগিতা পেয়েছেন যা আপনা জীবনযাত্রার মান উন্নত করেছেন সে সম্পর্কে বিস্তারিত বলুন

৫. আপনার আর্থিক, পারিবারিক, পুষ্টি উন্নয়ন ও ব্যবসায়ীক কি কি উন্নয়ন হয়েছে যাকে আপনি আপনার পারিবারিক, আর্থ-সামাজীক, ও জাতীয়ভাবে সফলতা মনে করছেন?

৫. আপনার এবং আপনার ফল বাগানের/গাছের কিছু ছবি নিব আমাকে সাহায্য করুন
(তথ্য সংগ্রহকারী উত্তরদাতার ও তার বাগানের কিছু সুন্দর ছবি তুলবে)

সময় মূল্যবাদ তথ্য দেয়ার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ!!

তথ্য সংগ্রহকারীর স্বাক্ষর | তারিখ

সুপারভাইজারের স্বাক্ষর | তারিখ

সংযুক্তি ২: পরামর্শক ও সাপোর্ট স্টাফের তালিকা

KEY EXPERTS

SL #	Name	Position/Responsibility	Contact
1	Dr. Md. Yusuf Ali	Team Leader	01727269677 yusuf709@gmail.com
2	Dr. Md. Zafar Ullah	Agriculture Economist	01552331605 jafarullahsau@gmail.com
3	Susoma Ferdous	Socio-economic Specialist	01716 246 573 susoma_ferdous@yahoo.com
4	Noor Md. Rahmatullah	Statistician	01552 388 621 rahmatnm@yahoo.com

SUPPORT STAFF

SL #	Name	Position	Contact
1	Mahmuda Akter	Supervisor	01912 036 275
2	Md. Ashraful Islam	Supervisor	01779554492
3	Mizanur Rahman	Supervisor	01742121652
4	Abdul Kuddus	Supervisor	01734197116
5	Md. Sazol	Supervisor	01929877572
6	Mahmuda Akther Moli	Supervisor	01921811638
7	Rumana Akther	Enumerator	01938244319
8	Bilkis Akther	Enumerator	01717219928
9	Md. Kamrul Hasan	Enumerator	01728943818
10	Shariful Islam	Enumerator	01715462223
11	Jahangir Hossain	Enumerator	01776923276
12	Jesmin Ara	Enumerator	01760934064

সংযুক্তি ৩: কৃষকের সফলতার গল্প (Success Story)

কেইস স্টাডি-১

প্রকল্প: ২য় শস্য বহুমূখীকরণ প্রকল্প, ডিএই

আর্থিক সহায়তায়: এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংক

উত্তর দাতার ব্যক্তিগত ও পেশাগত তথ্যাদিঃ

নাম	:	মোশাররফ হোসেন মোল্লা
ইউনিয়নের নাম	:	মুলনা
উপজেলার নাম	:	জাজিরা
জেলার নাম	:	শরিয়তপুর
মোবাইল	:	০১৭১৭ ৯১৫ ৭৮১
পেশা	:	কৃষি

মোশাররফ হোসেন মোল্লা একজন সফল চাষী। তিনি বর্তমানে আম, লিচু, শশা, করলা, বেগুন এবং থাই পেয়ারা চাষের সাথে জড়িত। প্রকল্পের কাজের সাথে জড়িত হওয়ার আগে মোশাররফ হোসেনের পরিবারে সবসময় অভাব অনটন লেগেই থাকতো, ছেলে মেয়ে নিয়ে খুবই কষ্টে দিন কাল চলছিল। মাঠে ভালো ফসল ফলাতে পারতেন না, সার কিটনাশক ব্যবহার করেও ভালো ফসল হত না। খুবই দারিদ্রতার মধ্যে দিন যাপন করতেন।

এসসিডিপি প্রকল্প আওতায় মোশাররফ হোসেন ৩৩ শতাংশ জমিতে করলা আবাদ দিয়ে শুরু করেন। সেখান থেকে প্রায় ২৫,০০০ টাকা লাভ করেন। স্বল্প পুজি দিয়ে ১ একর জমিতে আম্রপালী জাতের আমের চারা রোপন করেন এবং যোগাযোগ রাখতে শুরু করে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার সাথে। কৃষি কর্মকর্তা তাকে ঠিক সেইভাবেই প্রস্তুত করার উদ্যোগ গ্রহন করেন।

এসসিডিপি প্রকল্প আওতায় কৃষক ট্রেনিং এর মাধ্যমে বিভিন্ন প্রদর্শনী বাস্তবায়ন উদ্বুদ্বকরণ কার্যক্রমে মোশাররফ হোসেনকে অংশ গ্রহনের সুযোগ করে দিয়েছেন। যার ফলে উচ্চমূল্যেও ফসল ফলানোর ধারণা তার কাছে পরিস্কার হয়ে যায়। উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা তাকে বিভিন্ন ধারনের উপকরণ, সার, হাইব্রীড বিজ, প্রযুক্তি, ঋণের ব্যবস্থা এবং পরামর্শ প্রদান করেছেন। তিনি আম বাগানের কাজ করেন, সঠিক সময়ে সার, কীটনাশক প্রয়োগ সেচ প্রদান এবং পাশাপাশি সবসময় কৃষি কর্মকর্তার যোগাযোগ রাখেন। পরামর্শ অনুযায়ী চাষ করে ফলন বৃদ্ধি করতে পেরেছেন। ফলন বৃদ্ধি ও অর্থ উপার্জন বেড়েছে, তাতে দারিদ্র বিমচোনে সাহায্য হয়েছে। তার জীবন সুন্দরভাবে গড়ে উঠেছে এবং সামাজিকভাবে মর্যদা বৃদ্ধি পেয়েছেন।

এসসিডিপি প্রকল্পের মাধ্যমে মাশাররফ হোসন আম বাগান, লিচু বাগান, থাই পেয়ারা চাষ, সব্জি চাষ করে বছরে প্রায় **আট লক্ষ টাকা** আয় করেন। আর্থিক জীবনযাপন খুবই উন্নত হয়েছে, দারিদ্র বিমচোন হয়েছে। এখন আর পারিবারিক জীবনে কোন সমস্যা নেই। পারিবারিক জীবনে পুষ্টির ঘাটতি পূরণ হয়েছে। বাগান করার কারণে ব্যবসার উন্নতি হয়েছে আর্থ-সামাজীক অবস্থার উন্নতি হয়েছে। এসসিডিপি প্রকল্পের মাধ্যমে মোশাররফ হোসেন সব দিক দিয়ে লাভবান হয়েছেন। তিনি নিজেকে একজন সফল চাষি হিসাবে মনে করেন।

কেইস স্টাডি-২

প্রকল্প: ২য় শস্য বহুমূখীকরণ প্রকল্প, ডিএই

আর্থিক সহায়তায়: এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংক

উত্তর দাতার ব্যক্তিগত ও পেশাগত তথ্যাদিঃ

নাম	:	মোঃ আজগর
গ্রাম নাম	:	পলিরাম কৃষ্ণপুর
উপজেলার নাম	:	বিরামপুর
জেলার নাম	:	দিনাজপুর
মোবাইল	:	০১৭৭৩ ৩০৫ ৯০৭
পেশা	:	কৃষি

মোঃ আজগর একজন সফল কৃষক। তিনি বর্তমানে ফলের বাগান, সব্জি বাগান করে, ধান, ভুট্টা চাষের সাথে জড়িত। পাশপাশি গরু, ছাগল, হাস, মুরগী পালন করে এবং মৎস্যও চাষ করেন, এর মূলে রয়েছে, হাইব্রীড বীজ এবং ব্র্যাকের লোন।

এই প্রকল্পের সাথে জড়িত হওয়ার পূর্বে আজগরের অবস্থা তেমন ভালো ছিল না, মোটামুটিভাবে জীবন যাপন করেছিলেন।

এসসিডিপি প্রকল্প আওতায় মোঃ আজগর সব চেয়ে বেশী সফলতা পেয়েছেন সব্জি বাগান থেকে, হাইব্রীড বীজ বপন করে সফলতা অর্জন করেছে। এই প্রকল্পের প্রশিক্ষন তাকে বেশী সহায়তা করেছে এবং ব্র্যাকের লোনও এই সফলতার পিছনে বিরাট ভুমিকা রয়েছে।

এসসিডিপি প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষন, মাঠ প্রদর্শনীর সুযোগ, টেকনিকাল সাপোর্ট পেয়েছেন। আম চারা-১২৫টি, কলা চারা-৩০০টি, বেগুন বীজ- ১/২ কেজি, ধান বীজ-৫০কেজি, ভুট্টার বীজ-৪কেজি, গম বীজ-৪০কেজি, লিচু চারা-৩০টি, সার ৩০ কেজি পেয়েছে এবং উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ রাখেন বিভিন্ন সময়ে নানা বিষয়ে পরামর্শ নেওয়ার জন্য। এর ফলে তার ফলন বৃদ্ধি ও আয় বেড়েছে যার ফলে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়েছে।

এসসিডিপি প্রকল্পের মাধ্যমে মোঃ আজগরের সাফল্যতা এত বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে যার ফলে সমাজে তিনি এখন গন্যমান্য ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত লাভ করেছেন। তিনি সব্জি (ফুল কপি, বাধা কপি, পটল, বেগুন, করলা, আলু, ভুট্টা, গম, পেঁপে সিম প্রভৃতি), ধান, লিচু বাগান এবং গরু, ছাগল, হাস, মুরগী সবমিলিয়ে বছরে প্রায় **১৩ লক্ষ টাকা** আয় করেছেন। তার পরিবার অনেক সচ্ছল হয়েছে, ছেলে মেয়েদের ভালোভাবে লেখা পড়া করাতে পাড়ছেন, ভালো পরিবেশে রাখতে পারছেন। মোঃ আজগর বাংলাদেশের একজন অদ্বিতীয় সফল কৃষক হিসাবে পরিচিতি পেয়েছেন। আজগর নিজেকে একজন সফল কৃষক হিসাবে মনে করেন।

কেইস স্টাডি-৩

প্রকল্প: ২য় শস্য বহুমূখীকরণ প্রকল্প, ডিএই

আর্থিক সহায়তায়: এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংক

উত্তর দাতার ব্যক্তিগত ও পেশাগত তথ্যাদিঃ

নাম	:	মোসাঃ মৌসুমি
গ্রামের নাম	:	পটুয়া পাড়া
উপজেলার নাম	:	ঝিকরগাছা
জেলার নাম	:	যশোর
মোবাইল	:	০১৮৫৯ ২৬৭ ৭৮৭
পেশা	:	কৃষি

মোসাঃ মৌসুমি একজন সফল ফুল চাষী। মোসাঃ মৌসুমি বর্তমানে ফুলের চাষ, বাগান এবং ফুলের ব্যবসার সাথে জড়িত।

প্রকল্পের কাজের সাথে জড়িত হওয়ার আগে মৌসুমি ফুলের বাগান এবং ফুলের ব্যবসা করতেন তবে, পরের কাজ করতেন দিন মজুর হিসাবে। অভাব অনটন লেগেই থাকতো। খুবই কষ্টে ছিলেন।

এসসিডিপি প্রকল্প আওতায় প্রশিক্ষণ, বিভিন্ন প্রদর্শনী বাস্তবায়ন কার্যক্রমে অংশ গ্রহন করেন। এর ফলে উচ্চমূল্যের ফসল ফলনের ধারণা পান এবং তা কাজে লাগান। ফুলের বাগান এবং সামান্য ধানের চাষ করেন। ফলন ভালোই হয়। তার জীবন আগের থেকে অনেক ভালো হয়েছে।

এসসিডিপি প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ, মৌসুমি বিভিন্ন সার, হাইব্রীড বীজ, প্রযুক্তি এবং বিভিন্ন পরামর্শ গ্রহন করেছেন এবং ব্রাক থেকে ঋণ নিয়ে বাগান শুরু করেন।

ফুলের বাগান করে আর্থিকভাবে লাভবান হয়েছেন। মৌসুমি ফুলের ব্যবসা এবং ধান চাষ করে বছরে প্রায় **তিন লক্ষ আশি হাজার থেকে চার লক্ষ টাকা** আয় করেন। তার জমির পরিমান বেড়েছে। ছেলে মেয়েদের লেখাপড়ার খরচ চালাতে পারছেন। খাওয়া দাওয়া ভালো হচ্ছে, তার পরিবাওে পুষ্টির অভাব পূরণ হয়েছে। তিনি আর্থিকভাবে লাভবান হয়েছেন। তার জীবন সুন্দরভাবে গড়ে উঠেছে এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়েছে।

কেইস স্টাডি-৪

প্রকল্প: ২য় শস্য বহুমূখীকরণ প্রকল্প, ডিএই

আর্থিক সহায়তায়: এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংক

উত্তর দাতার ব্যক্তিগত ও পেশাগত তথ্যাদিঃ

নাম	:	মোঃ তাসারুল ইসলাম
ইউনিয়নের নাম	:	মাটিকাটা
উপজেলার নাম	:	গোদাগারী
জেলার নাম	:	রাজশাহী
মোবাইল	:	০১৭৪২ ৯৪৬ ৬১৯
পেশা	:	কৃষি

মোঃ তাসারুল ইসলাম একজন কৃষক। তিনি বর্তমানে কৃষি কাজের সাথে জড়িত এবং এর পাশপাশি গরু, ছাগল, পালন করে ।

এই প্রকল্পের সাথে জড়িত হওয়ার পূর্বে তাার অবস্থা খুব খারাপ ছিল, ফসল উৎপাদন ভালো হত না, এমন কি সংসার ভালোভাবে চালাতে পারতো না।

এসসিডিপি প্রকল্প আওতায় উচ্চফলনশীলজাত অর্থাৎ কৃষি কাজ করে সফলতা অর্জন করেছে। উচ্চফলনশীলজাতের মধ্যে টমেটো, বেগুন, পটল পিয়াজ চাষ করে এবং পাশপাশি গরু, ছাগল, পালন করে।

তিনে এসসিডিপি প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষন, প্রযুক্তি পেয়েছেন। কৃষি কর্মকর্তা এবং উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের সহযোগিতা নিয়ে এই চাষাবাদ করেন আজকে তার সংসারের উন্নতি হয়েছে এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়েছে।

এসসিডিপি প্রকল্পের মাধ্যমে তাসারুল ইসলামের জীবনে সাফল্য এসেছে। তার বাৎসরি আয় প্রায় **তিন লক্ষ ষাট হাজার টাকা** পিয়াজ ও পিয়াজ বীজ থেকে এবং ধান টমেটো অন্যান্য সবমিলিয়ে **প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা**। তার বাড়ি ছিল না বাড়ি হয়েছে, আগে জমি বর্গা নিতে পারতেন না, এখন জমি বর্গা নিয়ে চাষ করতে পারেন। পিয়াজের বীজের বানিজ্যিকভাবে ব্যবসা করতে পেরেছেন। পুষ্টির অভাব পূরণ করেছেন। আর্থ-সামাজীক অবস্থার উন্নতি হয়েছে এবং সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছেন "সোনার বাংলা" এবং "দৈনিক করতোয়া" পত্রিকায় তাসারুল ইসলামের চাষের সফলতার কথা প্রকাশিত হয়।

কেইস স্টাডি-৫

প্রকল্প: ২য় শস্য বহুমূখীকরণ প্রকল্প, ডিএই

আর্থিক সহায়তায়: এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংক

উত্তর দাতার ব্যক্তিগত ও পেশাগত তথ্যাদিঃ

নাম	:	বিপুল মন্ডল
ইউনিয়নের নাম	:	কর্তীপাশা
উপজেলার নাম	:	ঝালকাঠি সদর
জেলার নাম	:	ঝালকাঠি
মোবাইল	:	০১৭৩০ ০৬৯ ২৮৫
পেশা	:	কৃষি

বিপুল মন্ডল একজন কৃষক। তিনি বর্তমানে হাইব্রীড করলা, ধান, চাষের সাথে জড়িত। হাইব্রীড ফসল উৎপাদন করে তার সফলতা এসেছে।

প্রকল্পের কাজের সাথে জড়িত হওয়ার পূর্বে বিপুল মন্ডলের আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল না। তিনি খুবই দরিদ্র ছিলেন।

বিপুল মন্ডল এসডিপি প্রকল্প আওতায় উচ্চফলনশীল ফসল উৎপাদন করে সফলতা অর্জন করেছেন। উচ্চফলনশীল জাতের মধ্যে ধান চাষ করে, পাশপাশি বেগুন, পটল এবং টমেটো চাষ করেন। উপজেলা কৃষি কর্মকর্তারা চাষের ব্যাপারে তাকে বিভিন্নভাবে সহায়তা করেছেন।

এই প্রকল্প থেকে বিপুল মন্ডল বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ পেয়েছেন, সময়মত বীজ সার এবং ঋণ নিয়ে কৃষি কাজ করে তার আর্থিক অবস্থা ভালো হয়েছে। জীবন সুন্দরভাবে গড়ে উঠেছে এবং জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পেয়েছে।

এসসিডিপি প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষি কাজে উন্নতি হওয়ার ফলে বিপুল মন্ডলর আর্থিক অবস্থা ভালো হয়েছে। তার বাৎসরিক আয় ধান থেকে প্রায় **দুই লক্ষ টাকা** এবং সব্জি বেগুন, পটল, টমেটো, করলা সব মিলিয়ে প্রায় **তিন লক্ষ টাকা**। পারিবারিক জীবনে সচ্ছলতা এসেছে। সন্তানদের লেখাপড়ার খরচ চালাতে পারছেন। পরিবারের পুষ্টির অভাব পূরণ করতে পেরেছেন। জীবনযাপন খুবই উন্নত হয়েছে। আর্থ-সামাজীক অবস্থার উন্নতি হয়েছে। বিপুল মন্ডল নিজেকে একজন সফল কৃষক হিসাবে মনে করেন।

সংযুক্তি-৪: এসসিডিপি প্রকল্পের যানবাহন ও বিভিন্ন যন্ত্রপাতির বিররণ

গাড়ী/মালামালের বিবরন

ক্রমিক নং	দপ্তর/জেলা/উপজেলার নাম	এসসিডিপি প্রকল্পের বিভিন্ন মালামালের বর্তমান অবস্থা									
		জীপ		পিকআপ		মোটরসাইকেল		মাইক্রোবাস		কম্পিউটার	
		সচল	অচল	সচল	অচল	সচল	অচল	সচল	অচল	সচল	অচল
১	ফরিদপুর	-	-	-	-	১	-	-	-	১	-
২	গোপালগঞ্জ	-	-	-	-	১	-	-	-	১	-
৩	মাদারীপুর	-	-	-	-	১	-	-	-	১	-
৪	শরিয়তপুর	-	-	-	-	১	-	-	-	১	-
৫	রাজবাড়ী	-	-	-	-	১	-	-	-	১	-
৬	কুষ্টিয়া	-	-	-	-	১	-	-	-	১	-
৭	মেহেরপুর	-	-	-	-	১	-	-	-	১	-
৮	চুয়াডাঙ্গা	-	-	-	-	১	-	-	-	১	-
৯	ঝিনাইদহ	-	-	-	-	১	-	-	-	১	-
১০	মাগুড়া	-	-	-	-	১	-	-	-	১	-
১১	যশোর	-	-	-	-	১	-	-	-	১	-
১২	খুলনা	-	-	-	-	১	-	-	-	১	-
১৩	সাতক্ষীরা	-	-	-	-	১	-	-	-	১	-
১৪	নড়াইল	-	-	-	-	১	-	-	-	১	-
১৫	বাগেরহাট	-	-	-	-	১	-	-	-	১	-
১৬	বরিশাল	-	-	-	-	১	-	-	-	১	-
১৭	ঝালকাঠি	-	-	-	-	১	-	-	-	১	-
১৮	পিরোজপুর	-	-	-	-	১	-	-	-	১	-
১৯	দিনাজপুর	-	-	-	-	১	-	-	-	১	-
২০	গাইবান্ধা	-	-	-	-	১	-	-	-	১	-
২১	নাটোর	-	-	-	-	১	-	-	-	১	-
২২	পাবনা	-	-	-	-	১	-	-	-	১	-
২৩	বগুড়া	-	-	-	-	১	-	-	-	১	-
২৪	রাজশাহী	-	-	-	-	১	-	-	-	১	-
২৫	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	-	-	-	-	১	-	-	-	১	-
২৬	কুড়িগ্রাম	-	-	-	-	১	-	-	-	১	-
২৭	লালমনিরহাট	-	-	-	-	১	-	-	-	১	-
২৮	ফরিদপুর সদর	-	-	১	-	১	-	-	-	-	-
২৯	মধুখালী	-	-	-	-	১	-	-	-	-	-
৩০	নগরকান্দা	-	-	-	-	১	-	-	-	-	-
৩১	মুকছেদপুর	-	-	-	-	১	-	-	-	-	-
৩২	টুঙ্গীপাড়া	-	-	১	-	-	-	-	-	-	-
৩৩	ভেদরগঞ্জ	-	-	-	-	১	-	-	-	-	-
৩৪	জাজিরা	-	-	১	-	-	-	-	-	-	-
৩৫	কালকিনি	-	-	১	-	-	-	-	-	-	-
৩৬	রাজৈর	-	-	১	-	-	-	-	-	-	-
৩৭	রাজবাড়ী সদর	-	-	-	-	১	-	-	-	-	-
৩৮	কুষ্টিয়া সদর	-	-	১	-	-	-	-	-	-	-
৩৯	মিরপুর	-	-	১	-	-	-	-	-	-	-
৪০	যশোর সদর	-	-	১	-	১	-	-	-	১	-
৪১	ঝিকরগাছা	-	-	১	-	১	-	-	-	-	-
৪২	মনিরামপুর	-	-	১	-	-	-	-	-	-	-

ক্রমিক নং	দপ্তর/জেলা/উপজেলার নাম	এসসিডিপি প্রকল্পের বিভিন্ন মালামালের বর্তমান অবস্থা									
		জীপ		পিকআপ		মোটরসাইকেল		মাইক্রোবাস		কম্পিউটার	
		সচল	অচল	সচল	অচল	সচল	অচল	সচল	অচল	সচল	অচল
৪৩	শার্শা	-	-	১	-	-	-	-	-	১	-
৪৪	সাতক্ষীরা সদর	-	-	১	-	১	-	-	-	-	-
৪৫	দেবহাটা	-	-	১	-	১	-	-	-	-	-
৪৬	মাগুড়া সদর	-	-	-	-	১	-	-	-	-	-
৪৭	শ্রীপুর	-	-	-	-	১	-	-	-	১	-
৪৮	ঝিনাইদহ সদর	-	-	১	-	১	-	-	-	-	-
৪৯	হরিনাকুন্ডু	-	-	-	-	১	-	-	-	-	-
৫০	কোটচাঁদপুর	-	-	১	-	-	-	-	-	১	-
৫১	মহেষপুর	-	-	-	-	১	-	-	-	১	-
৫২	চুয়াডাঙ্গা সদর	-	-	১	-	-	-	-	-	-	-
৫৩	দামুরহুদা	-	-	১	-	১	-	-	-	-	-
৫৪	জীবননগর	-	-	-	-	১	-	-	-	১	-
৫৫	মেহেরপুর সদর	-	-	১	-	-	-	-	-	-	-
৫৬	মুজিবনগর	-	-	১	-	-	-	-	-	-	-
৫৭	নড়াইল সদর	-	-	-	-	১	-	-	-	-	-
৫৮	দৌলতপুর	-	-	১	-	-	-	-	-	-	-
৫৯	ডুমুরিয়া	-	-	-	-	১	-	-	-	-	-
৬০	বাগেরহাট সদর	-	-	-	-	১	-	-	-	১	-
৬১	মোল্লারহাট	-	-	-	-	১	-	-	-	-	-
৬২	ফকিরহাট	-	-	১	-	-	-	-	-	-	-
৬৩	বরিশাল সদর	-	-	১	-	১	-	-	-	-	-
৬৪	বাবুগঞ্জ	-	-	১	-	-	-	-	-	-	-
৬৫	গৌড়নদী	-	-	-	-	১	-	-	-	-	-
৬৬	উজিরপুর	-	-	১	-	১	-	-	-	১	-
৬৭	আগৈলঝরা	-	-	-	-	১	-	-	-	-	-
৬৮	ঝালকাঠি সদর	-	-	১	-	-	-	-	-	১	-
৬৯	নাজিরপুর	-	-	-	-	১	-	-	-	-	-
৭০	নেছারাবাদ	-	-	১	-	-	-	-	-	১	-
৭১	বিরামপুর	-	-	১	-	-	-	-	-	১	-
৭২	হাতিবান্ধা	-	-	১	-	১	-	-	-	-	-
৭৩	নাগেশ্বরী	-	-	১	-	-	-	-	-	-	-
৭৪	সাদুল্লাপুর	-	-	১	-	-	-	-	-	-	-
৭৫	সোনাতলা	-	-	১	-	-	-	-	-	-	-
৭৬	চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর	-	-	১	-	-	-	-	-	-	-
৭৭	গোদাগাড়ী	-	-	১	-	-	-	-	-	-	-
৭৮	বাগাতিপাড়া	-	-	১	-	১	-	-	-	-	-
৭৯	পাবনা সদর	-	-	-	-	১	-	-	-	-	-
৮০	হর্টিকালচার সেন্টার, চাঁপাইনবানগঞ্জ	-	-	-	-	১	-	-	-	১	-
৮১	হর্টিকালচার সেন্টার, বনানী, বগুড়া	-	-	-	-	১	-	-	-	১	-
৮২	হর্টিকালচার সেন্টার, নাটোর	-	-	-	-	১	-	-	-	১	-
৮৩	হর্টিকালচার সেন্টার, টেবুনিয়া, পাবনা	-	-	-	-	১	-	-	-	১	-
৮৪	হর্টিকালচার সেন্টার, বারাদি, মেহেরপুর	-	-	-	-	১	-	-	-	১	-

ক্রমিক নং	দপ্তর/জেলা/উপজেলার নাম	এসসিডিপি প্রকল্পের বিভিন্ন মালামালের বর্তমান অবস্থা									
		জীপ		পিকআপ		মোটরসাইকেল		মাইক্রোবাস		কম্পিউটার	
		সচল	অচল	সচল	অচল	সচল	অচল	সচল	অচল	সচল	অচল
৮৫	হর্টিকালচার সেন্টার, খয়েরতলা, যশোর	-	-	-	-	১	-	-	-	১	-
৮৬	হর্টিকালচার সেন্টার, দৌলতপুর, খুলনা	-	-	-	-	১	-	-	-	১	-
৮৭	হর্টিকালচার সেন্টার, ভাজনডাংগা, ফরিদপুর	-	-	১	-	-	-	-	-	১	-
৮৮	হর্টিকালচার সেন্টার, রাজবাড়ী	-	-	-	-	১	-	-	-	১	-
৮৯	হর্টিকালচার সেন্টার, কাশিয়ানী, গোপালগঞ্জ	-	-	-	-	১	-	-	-	১	-
৯০	হর্টিকালচার সেন্টার, রহমতপুর, বরিশাল	-	-	-	-	১	-	-	-	১	-
৯১	হর্টিকালচার সেন্টার, বুরিরহাট, রংপুর	-	-	-	-	১	-	-	-	১	-
৯২	ডিএই সদর দপ্তর	-	-	৩	-	-	-	-	-	৪	-
৯৩	নিরাপদ উদ্যানতাত্বিক ফসল উৎপাদন প্রকল্প	৪	-	-	-	-	-	১	-	৪	২
	মোট	৪	-	৩৮	-	৬৭	-	১	-	৫৮	২

বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও মালামালের বিবরন

ক্রমিক নং	দপ্তর/জেলা/উপজেলার নাম	এসসিডিপি প্রকল্পের বিভিন্ন মালামালের বর্তমান অবস্থা									
		ফটোকপিয়ার		মাল্টিমিডিয়াসহ ল্যাপটপ		ফ্যাক্সমেশিন		ডিজিটাল ক্যামেরা		রেফ্রিজারেটর	
		সচল	অচল	সচল	অচল	সচল	অচল	সচল	অচল	সচল	অচল
১	ফরিদপুর	১	-	১	-	১	-	-	-	-	-
২	গোপালগঞ্জ	১	-	১	-	১	-	-	-	-	-
৩	মাদারীপুর	১	-	১	-	১	-	-	-	-	-
৪	শরিয়তপুর	১	-	১	-	১	-	-	-	-	-
৫	রাজবাড়ী	১	-	১	-	১	-	-	-	-	-
৬	কুষ্টিয়া	১	-	১	-	১	-	১	-	-	-
৭	মেহেরপুর	১	-	১	-	১	-	-	-	-	-
৮	চুয়াডাঙ্গা	১	-	১	-	১	-	১	-	-	-
৯	ঝিনাইদহ	১	-	১	-	১	-	-	-	-	-
১০	মাগুড়া	১	-	১	-	১	-	-	-	-	-
১১	যশোর	১	-	১	-	১	-	১	-	-	-
১২	খুলনা	১	-	১	-	১	-	-	-	-	-
১৩	সাতক্ষীরা	১	-	১	-	১	-	-	-	-	-
১৪	নড়াইল	১	-	১	-	১	-	-	১	-	-
১৫	বাগেরহাট	১	-	১	-	১	-	-	-	-	-
১৬	বরিশাল	১	-	১	-	১	-	-	-	-	-
১৭	ঝালকাঠি	১	-	১	-	১	-	-	-	-	-
১৮	পিরোজপুর	১	-	১	-	১	-	-	-	-	-
১৯	দিনাজপুর	১	-	১	-	১	-	-	-	-	-
২০	গাইবান্ধা	১	-	১	-	১	-	-	-	-	-
২১	নাটোর	১	-	১	-	১	-	-	-	-	-
২২	পাবনা	১	-	১	-	১	-	-	-	-	-
২৩	বগুড়া	১	-	১	-	১	-	-	-	-	-
২৪	রাজশাহী	১	-	১	-	১	-	-	-	-	-
২৫	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	১	-	১	-	১	-	-	-	-	-
২৬	কুড়িগ্রাম	১	-	১	-	১	-	-	-	-	-
২৭	লালমনিরহাট	১	-	১	-	১	-	-	-	-	-
২৮	ফরিদপুর সদর	১	-	১	-	১	-	১	-	-	-
২৯	মধুখালী	১	-	১	-	১	-	১	-	-	-
৩০	নগরকান্দা	১	-	১	-	১	-	১	-	-	-
৩১	মুকছেদপুর	১	-	১	-	১	-	১	-	-	-
৩২	টুঙ্গীপাড়া	১	-	১	-	১	-	১	-	-	-
৩৩	ভেদরগঞ্জ	১	-	১	-	১	-	১	-	-	-
৩৪	জাজিরা	১	-	১	-	১	-	১	-	-	-
৩৫	কালকিনি	১	-	১	-	১	-	১	-	-	-
৩৬	রাজৈর	১	-	১	-	১	-	১	-	-	-
৩৭	রাজবাড়ী সদর	১	-	১	-	১	-	১	-	-	-
৩৮	কুষ্টিয়া সদর	১	-	১	-	১	-	১	-	-	-
৩৯	মিরপুর	-	১	১	-	১	-	১	-	-	-
৪০	যশোর সদর	১	-	১	-	১	-	১	-	-	-
৪১	ঝিকরগাছা	১	-	১	-	১	-	১	-	-	-
৪২	মনিরামপুর	১	-	১	-	১	-	১	-	-	-

ক্রমিক নং	দপ্তর/জেলা/উপজেলার নাম	এসসিডিপি প্রকল্পের বিভিন্ন মালামালের বর্তমান অবস্থা									
		ফটোকপিয়ার		মাল্টিমিডিয়াসহ ল্যাপটপ		ফ্যাক্সমেশিন		ডিজিটাল ক্যামেরা		রেফ্রিজারেটর	
		সচল	অচল	সচল	অচল	সচল	অচল	সচল	অচল	সচল	অচল
৪৩	শার্শা	১	-	১	-	১	-	১	-	-	-
৪৪	সাতক্ষীরা সদর	১	-	১	-	১	-	১	-	-	-
৪৫	দেবহাটা	১	-	১	-	১	-	১	-	-	-
৪৬	মাগুড়া সদর	১	-	১	-	১	-	১	-	-	-
৪৭	শ্রীপুর	১	-	১	-	১	-	১	-	-	-
৪৮	ঝিনাইদহ সদর	১	-	১	-	১	-	১	-	-	-
৪৯	হরিনাকুন্ডু	১	-	১	-	১	-	১	-	-	-
৫০	কোটচাঁদপুর	১	-	১	-	১	-	১	-	-	-
৫১	মহেষপুর	১	-	১	-	১	-	১	-	-	-
৫২	চুয়াডাঙ্গা সদর	১	-	১	-	১	-	১	-	-	-
৫৩	দামুরহুদা	১	-	১	-	১	-	১	-	-	-
৫৪	জীবননগর	১	-	১	-	১	-	১	-	-	-
৫৫	মেহেরপুর সদর	১	-	১	-	১	-	১	-	-	-
৫৬	মুজিবনগর	১	-	১	-	১	-	১	-	-	-
৫৭	নড়াইল সদর	১	-	১	-	১	-	১	-	-	-
৫৮	দৌলতপুর	১	-	১	-	১	-	১	-	-	-
৫৯	ডুমুরিয়া	১	-	১	-	১	-	১	-	-	-
৬০	বাগেরহাট সদর	১	-	১	-	১	-	১	-	-	-
৬১	মোল্লারহাট	১	-	১	-	১	-	১	-	-	-
৬২	ফকিরহাট	১	-	১	-	১	-	১	-	-	-
৬৩	বরিশাল সদর	১	-	১	-	১	-	১	-	-	-
৬৪	বাবুগঞ্জ	১	-	১	-	১	-	১	-	-	-
৬৫	গৌড়নদী	১	-	১	-	১	-	১	-	-	-
৬৬	উজিরপুর	১	-	১	-	১	-	১	-	-	-
৬৭	আগৈলঝরা	১	-	১	-	১	-	১	-	-	-
৬৮	ঝালকাঠি সদর	১	-	১	-	১	-	১	-	-	-
৬৯	নাজিরপুর	১	-	১	-	১	-	১	-	-	-
৭০	নেছারাবাদ	১	-	১	-	১	-	১	-	-	-
৭১	বিরামপুর	১	-	১	-	১	-	১	-	-	-
৭২	হাতিবান্ধা	১	-	১	-	১	-	১	-	-	-
৭৩	নাগেশ্বরী	১	-	১	-	১	-	১	-	-	-
৭৪	সাদুল্লাপুর	১	-	১	-	১	-	১	-	-	-
৭৫	সোনাতলা	১	-	১	-	১	-	১	-	-	-
৭৬	চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর	১	-	১	-	১	-	১	-	-	-
৭৭	গোদাগাড়ী	১	-	১	-	১	-	১	-	-	-
৭৮	বাগাতিপাড়া	১	-	১	-	১	-	১	-	-	-
৭৯	পাবনা সদর	১	-	১	-	১	-	১	-	-	-
৮০	হর্টিকালচার সেন্টার, চাঁপাইনবানগঞ্জ	১	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৮১	হর্টিকালচার সেন্টার, বনানী, বগুড়া	১	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৮২	হর্টিকালচার সেন্টার, নাটোর	১	-	-	-	-	-	-	-	১	-
৮৩	হর্টিকালচার সেন্টার, টেবুনিয়া, পাবনা	১	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৮৪	হর্টিকালচার সেন্টার, বারাদি, মেহেরপুর	১	-	-	-	-	-	-	-	১	-

ক্রমিক নং	দপ্তর/জেলা/উপজেলার নাম	এসসিডিপি প্রকল্পের বিভিন্ন মালামালের বর্তমান অবস্থা									
		ফটোকপিয়ার		মাল্টিমিডিয়াসহ ল্যাপটপ		ফ্যাক্সমেশিন		ডিজিটাল ক্যামেরা		রেফ্রিজারেটর	
		সচল	অচল	সচল	অচল	সচল	অচল	সচল	অচল	সচল	অচল
৮৫	হর্টিকালচার সেন্টার, খয়েরতলা, যশোর	১	-	-	-	-	-	-	-	১	-
৮৬	হর্টিকালচার সেন্টার, দৌলতপুর, খুলনা	১	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৮৭	হর্টিকালচার সেন্টার, ভাজনডাংগা, ফরিদপুর	১	-	-	-	১	-	-	-	১	-
৮৮	হর্টিকালচার সেন্টার, রাজবাড়ী	১	-	-	-	-	-	-	-	১	-
৮৯	হর্টিকালচার সেন্টার, কাশিয়ানী, গোপালগঞ্জ	১	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৯০	হর্টিকালচার সেন্টার, রহমতপুর, বরিশাল	১	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৯১	হর্টিকালচার সেন্টার, বুরিরহাট, রংপুর	১	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৯২	ডিএই সদর দপ্তর	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৯৩	নিরাপদ উদ্যানতাত্বিক ফসল উৎপাদন প্রকল্প	২	-	৩	-	২	-	৪	-	১	-
	মোট	৯২	১	৮২	-	৮২	-	৫৯	১	৬	-

বিভিন্ন মালামালের বিবরন

ক্রমিক নং	দপ্তর/জেলা/উপজেলার নাম	এসসিডিপি প্রকল্পের বিভিন্ন মালামালের বর্তমান অবস্থা									
		পাওয়ার টিলার		পাওয়ার স্প্রেয়ার		মেগাফোন		ফুটপাম্প		টেলিফোন সেট	
		সচল	অচল	সচল	অচল	সচল	অচল	সচল	অচল	সচল	অচল
১	ফরিদপুর	-	-	১	-	-	-	১	-	-	-
২	গোপালগঞ্জ	-	-	১	-	-	-	১	-	-	-
৩	মাদারীপুর	-	-	১	-	-	-	১	-	-	-
৪	শরিয়তপুর	-	-	১	-	-	-	১	-	-	-
৫	রাজবাড়ী	-	-	১	-	-	-	১	-	-	-
৬	কুষ্টিয়া	-	-	১	-	-	-	১	-	-	-
৭	মেহেরপুর	-	-	১	-	-	-	১	-	-	-
৮	চুয়াডাঙ্গা	-	-	১	-	-	-	১	-	-	-
৯	ঝিনাইদহ	-	-	১	-	-	-	১	-	-	-
১০	মাগুড়া	-	-	১	-	-	-	১	-	-	-
১১	যশোর	-	-	১	-	-	-	১	-	-	-
১২	খুলনা	-	-	১	-	-	-	১	-	-	-
১৩	সাতক্ষীরা	-	-	১	-	-	-	১	-	-	-
১৪	নড়াইল	-	-	১	-	-	-	১	-	-	-
১৫	বাগেরহাট	-	-	১	-	-	-	১	-	-	-
১৬	বরিশাল	-	-	১	-	-	-	১	-	-	-
১৭	ঝালকাঠি	-	-	১	-	-	-	১	-	-	-
১৮	পিরোজপুর	-	-	১	-	-	-	১	-	-	-
১৯	দিনাজপুর	-	-	১	-	-	-	১	-	-	-
২০	গাইবান্ধা	-	-	১	-	-	-	১	-	-	-
২১	নাটোর	-	-	১	-	-	-	১	-	-	-
২২	পাবনা	-	-	১	-	-	-	১	-	-	-
২৩	বগুড়া	-	-	১	-	-	-	১	-	-	-
২৪	রাজশাহী	-	-	১	-	-	-	১	-	-	-
২৫	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	-	-	১	-	-	-	১	-	-	-
২৬	কুড়িগ্রাম	-	-	১	-	-	-	১	-	-	-
২৭	লালমনিরহাট	-	-	১	-	-	-	১	-	-	-
২৮	ফরিদপুর সদর	-	-	১	-	১	-	১	-	-	-
২৯	মধুখালী	-	-	১	-	১	-	১	-	-	-
৩০	নগরকান্দা	-	-	১	-	১	-	১	-	-	-
৩১	মুকছেদপুর	-	-	১	-	১	-	১	-	-	-
৩২	টুঙ্গীপাড়া	-	-	১	-	১	-	১	-	-	-
৩৩	ভেদরগঞ্জ	-	-	১	-	১	-	১	-	-	-
৩৪	জাজিরা	-	-	১	-	১	-	১	-	-	-
৩৫	কালকিনি	-	-	১	-	১	-	১	-	-	-
৩৬	রাজৈর	-	-	১	-	১	-	১	-	-	-
৩৭	রাজবাড়ী সদর	-	-	১	-	১	-	১	-	-	-
৩৮	কুষ্টিয়া সদর	-	-	১	-	১	-	১	-	-	-
৩৯	মিরপুর	-	-	১	-	১	-	১	-	-	-
৪০	যশোর সদর	-	-	১	-	১	-	১	-	-	-
৪১	ঝিকরগাছা	-	-	১	-	১	-	১	-	-	-
৪২	মনিরামপুর	-	-	১	-	১	-	১	-	-	-
৪৩	শার্শা	-	-	১	-	১	-	১	-	-	-

৪৪	সাতক্ষীরা সদর	-	-	১	-	১	-	১	-	-	-
৪৫	দেবহাটা	-	-	১	-	১	-	১	-	-	-
৪৬	মাগুড়া সদর	-	-	১	-	১	-	১	-	-	-
৪৭	শ্রীপুর	-	-	১	-	১	-	১	-	-	-
৪৮	ঝিনাইদহ সদর	-	-	১	-	১	-	১	-	-	-
৪৯	হরিনাকুন্ডু	-	-	১	-	১	-	১	-	-	-
৫০	কোটচাঁদপুর	-	-	১	-	১	-	১	-	-	-
৫১	মহেষপুর	-	-	১	-	১	-	১	-	-	-
৫২	চুয়াডাঙ্গা সদর	-	-	১	-	১	-	১	-	-	-
৫৩	দামুরহুদা	-	-	১	-	১	-	১	-	-	-
৫৪	জীবননগর	-	-	১	-	১	-	১	-	-	-
৫৫	মেহেরপুর সদর	-	-	১	-	১	-	১	-	-	-
৫৬	মুজিবনগর	-	-	১	-	১	-	১	-	-	-
৫৭	নড়াইল সদর	-	-	১	-	১	-	১	-	-	-
৫৮	দৌলতপুর	-	-	১	-	১	-	১	-	-	-
৫৯	ডুমুরিয়া	-	-	১	-	১	-	১	-	-	-
৬০	বাগেরহাট সদর	-	-	১	-	১	-	১	-	-	-
৬১	মোল্লারহাট	-	-	১	-	১	-	১	-	-	-
৬২	ফকিরহাট	-	-	১	-	১	-	১	-	-	-
৬৩	বরিশাল সদর	-	-	১	-	১	-	১	-	-	-
৬৪	বাবুগঞ্জ	-	-	১	-	১	-	১	-	-	-
৬৫	গৌড়নদী	-	-	১	-	১	-	১	-	-	-
৬৬	উজিরপুর	-	-	১	-	১	-	১	-	-	-
৬৭	আগৈলঝরা	-	-	১	-	১	-	১	-	-	-
৬৮	ঝালকাঠি সদর	-	-	১	-	১	-	১	-	-	-
৬৯	নাজিরপুর	-	-	১	-	১	-	১	-	-	-
৭০	নেছারাবাদ	-	-	১	-	১	-	১	-	-	-
৭১	বিরামপুর	-	-	১	-	১	-	১	-	-	-
৭২	হাতিবান্ধা	-	-	১	-	১	-	১	-	-	-
৭৩	নাগেশ্বরী	-	-	১	-	১	-	১	-	-	-
৭৪	সাদুল্লাপুর	-	-	১	-	১	-	১	-	-	-
৭৫	সোনাতলা	-	-	১	-	১	-	১	-	-	-
৭৬	চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর	-	-	১	-	১	-	১	-	-	-
৭৭	গোদাগাড়ী	-	-	১	-	১	-	১	-	-	-
৭৮	বাগাতিপাড়া	-	-	১	-	১	-	১	-	-	-
৭৯	পাবনা সদর	-	-	১	-	১	-	১	-	-	-
৮০	হর্টিকালচার সেন্টার, চাঁপাইনবানগঞ্জ	১	-	-	-	-	-	২	-	-	-
৮১	হর্টিকালচার সেন্টার, বনানী, বগুড়া	১	-	১	-	-	-	১	-	-	-
৮২	হর্টিকালচার সেন্টার, নাটোর	১	-	১	-	-	-	১	-	-	-
৮৩	হর্টিকালচার সেন্টার, টেবুনিয়া, পাবনা	১	-	১	-	-	-	১	-	-	-
৮৪	হর্টিকালচার সেন্টার, বারাদি, মেহেরপুর	১	-	১	-	-	-	২	-	-	-
৮৫	হর্টিকালচার সেন্টার, খয়েরতলা, যশোর	১	-	১	-	-	-	১	-	-	-
৮৬	হর্টিকালচার সেন্টার, দৌলতপুর, খুলনা	১	-	১	-	-	-	১	-	-	-

৮৭	হর্টিকালচার সেন্টার, ভাজনডাংগা, ফরিদপুর	১	-	১	-	-	-	১	-	-	-
৮৮	হর্টিকালচার সেন্টার, রাজবাড়ী	১	-	১	-	-	-	১	-	-	-
৮৯	হর্টিকালচার সেন্টার, কাশিয়ানী, গোপালগঞ্জ	১	-	১	-	-	-	১	-	-	-
৯০	হর্টিকালচার সেন্টার, রহমতপুর, বরিশাল	১	-	১	-	-	-	১	-	-	-
৯১	হর্টিকালচার সেন্টার, বুরিরহাট, রংপুর	১	-	১	-	-	-	১	-	-	-
৯২	ডিএই সদর দপ্তর	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৯৩	নিরাপদ উদ্যানতাত্বিক ফসল উৎপাদন প্রকল্প	-	-	-	-	-	-	-	-	৩	-
	মোট	১২	-	৯০	-	৫২	-	৯৩	-	৩	-

আসবাবপত্র – ২৭টি উপপরিচালকের কায্যালয় ও ১২ টি হর্টিকালচার সেন্টারে ব্যাবহার করা হচ্ছে।

ইকুইপমেন্ট -১২ টি হর্টিকালচার সেন্টারে ব্যাবহার করা হচ্ছে।

SCDP মোটর সাইকেলের তালিকা

(১) এডি, ডিএই, বগুড়া	(১৮) হরিনাকুন্ডু ঝিনাইদহ	(৩৫) হাতিবান্ধা, লালমনিরহাট	(৫২) ডিডি, ডিএই, ঝালকাঠি
(২) ডিডি, ডিএই, যশোর	(১৯) দামুরহুদা, চুয়াডাঙ্গা	(৩৬) ডিডি, ডিএই, গোপালগঞ্জ	(৫৩) ডিডি, ডিএই, পিরোজপুর
(৩) HDTC কল্যাণপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	(২০) জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা	(৩৭) ডিডি, ডিএই, ফরিদপুর	(৫৪) ডিডি, ডিএই, দিনাজপুর
(৪) HDTC রহমতপুর, বরিশাল	(২১) শ্রীপুর, মাগুরা	(৩৮) ডিডি, ডিএই, মাদারীপুর	(৫৫) ডিডি, ডিএই, লালমনিরহাট
(৫) HDTC রাজবাড়ী	(২২) নগরকান্দা, ফরিদপুর	(৩৯) ডিডি, ডিএই, শরিয়তপুর	(৫৬) ডিডি, ডিএই, কুড়িগ্রাম
(৬) HDTC ভাজনডাঙ্গা, ফরিদপুর	(২৩) ঝিকরগাছা, যশোর	(৪০) ডিডি, ডিএই, রাজবাড়ী	(৫৭) ডিডি, ডিএই, গাইবান্ধা
(৭) HDTC বারাদি, মেহেরপুর	(২৪) দেবহাটা, সাতক্ষীরা	(৪১) ডিডি, ডিএই, কুষ্টিয়া	(৫৮) ডিডি, ডিএই, চাঁপাইনবাবগঞ্জ
(৮) HDTC দৌলতপুর, খুলনা	(২৫) শ্রীপুর, মাগুরা	(৪২) ডিডি, ডিএই, যশোর	(৫৯) ডিডি, ডিএই, বগুড়া
(৯) HDTC খয়েরতলা, যশোর	(২৬) হরিনাকুন্ডু, ঝিনাইদহ	(৪৩) ডিডি, ডিএই, সাতক্ষীরা	(৬০) ডিডি, ডিএই, রাজশাহী
(১০) কালকিনি, মাদারীপুর	(২৭) মহেশপুর, ঝিনাইদহ	(৪৪) ডিডি, ডিএই, মাগুরা	(৬১) ডিডি, ডিএই, নাটোর
(১১) ভেদরগঞ্জ, শরিয়তপুর	(২৮) দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা	(৪৫) ডিডি, ডিএই, ঝিনাইদহ	(৬২) ডিডি, ডিএই, পাবনা
(১২) বাবুগঞ্জ, বরিশাল	(২৯) মোল্লারহাট, বাগেরহাট	(৪৬) ডিডি, ডিএই, চুয়াডাঙ্গা	(৬৩) HDTC বুড়িরহাট, রংপুর
(১৩) গৌরনদী বরিশাল	(৩০) ডুমুরিয়া, খুলনা	(৪৭) ডিডি, ডিএই, মেহেরপুর	(৬৪) HDTC ফুলবাগান, নাটোর
(১৪) আগৈলঝরা, বরিশাল	(৩১) সদর, বরিশাল	(৪৮) ডিডি, ডিএই, নড়াইল	(৬৫) HDTC টেবুনিয়া, পাবনা
(১৫) মনিরামপুর, যশোর	(৩২) উজিরপুর, বরিশাল	(৪৯) ডিডি, ডিএই, খুলনা	(৬৬) মুকসুদপুর, গোপালগঞ্জ
(১৬) মোল্লারহাট, বাগেরহাট	(৩৩) গৌরনদী, বরিশাল	(৫০) ডিডি, ডিএই, বাগেরহাট	(৬৭) উপজেলা কৃষি অফিস যশোর সদর, যশোর
(১৭) নেসারাবাদ, পিরোজপুর	(৩৪) বাগাতিপাড়া, নাটোর	(৫১) ডিডি, ডিএই, বরিশাল	

Source: Md. Fazlul Haque, Last PD, SCDP and Currently Additional Director, Plant Quarantine, DAE, HQ, Khamarbri, Dhaka